আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি : চীন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেছেন, **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ২৩ || সোমবার || ফাল্গুন ২০ || ১৪২৯ || শাবান ১০ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 23 || 6 March || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



আমি কোন অন্যায় করিনি : জালাল সিদ্দিকী

মুসল্লীদের অজান্তে বিক্রি হয়ে গেছে গাউসিয়া মসজিদ



এমদাদ চৌধুরী দীপু: বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ার এক সময়ের অতি পরিচিত গাউসিয়া জামে মসজিদ বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। কোন ধরনের ঘোষণা ছাড়াই সবার অগোচরে অতি গোপনীয়তার সাথে মসজিদটি বিক্রি করে দেয়ায় এনিয়ে কমিউনিটিতে ব্যাপক বিতর্ক, মুসল্লিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যু প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে 'টক অব (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের সতর্ক করেছে আ.লীগ

খালেদাকে বিদেশে পাঠাতে চায় সরকার



ঢাকা ডেস্ক: নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ইস্যুতে কৌশল চূড়ান্ত করতে পারছে না আওয়ামী লীগ। তবে দন্ডিত এই বিরোধী নেত্রীকে দেশে রাজনীতি করার সুযোগের পরিবর্তে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত রয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও সরকারের অধিকাংশ নীতিনির্ধারকের। যদিও আওয়ামী লীগ **(বাকি অংশ ০ পাতায়)**

অগ্নিঝরা মার্চ

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো চলছে সবকিছু

ঢাকা ডেস্ক: অগ্নিঝরা মার্চের ষষ্ঠ দিন আজ। ১৯৭১ সালে স্বাধিকার আন্দোলনে বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রশ্ন

বিএনপির ২৭ দফায় 'রাষ্ট্র মেরামত' আদৌ সম্ভব!

ঢাকা ডেস্ক: 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত'-এর উদ্দেশ্যে ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর ২৭ দফা রূপরেখা ঘোষণা করে বিএনপি। দলটি ক্ষমতায় থাকাকালে 'দুর্নীতি, ধর্মীয় উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সীমান্তে রক্সহ্যাম রোড বন্ধ ঘোষণা

কানাডা অভিমুখে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ঢল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী অবৈধরা ব্যাপকহারে রাজনৈতিক প্রার্থীর আশায় কানাডামুখী হচ্ছে। এনিয়ে কানাডা সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সীমান্ত এলাকার স্থলপথ বন্ধ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



টাইম টিভি সরাসরি সম্প্রচার করবে

তিশা-ফারুকীর আড্ডা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বহুল আলোচিত 'শনিবার বিকেল' চলচ্চিত্র নিয়ে দর্শকদের সাথে সরাসরি আড্ডায় মিলিত হচ্ছেন নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও জনপ্রিয় **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

ফ্লোরিডায় জমজমাট এশিয়ান এক্সপো ফুড ফেয়ার অনুষ্ঠিত

সালাহউদ্দিন আহমেদ: বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ফ্লোরিডা (বিএএফ)-এর আয়োজনে দু'দিন ব্যাপী ২৭তম এশিয়ান এক্সপো ফুড অ্যান্ড কালচারাল ফেয়ার শেষ হলো। শনি ও রোববার বেলা ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সাউথ ফ্লোরিডার ফেয়ারগ্রাউন্ডে এই মেলা চলে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেনন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশী। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ফ্লোরিডার সিটি ও ষ্টেটের জনপ্রতিনিধি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ। **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে যত দ্রুত সম্ভব বিশেষ ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ যত দ্রুত শেষ হবে ততই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক হবে। শনিবার (৪ মার্চ) বিকালে কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে (কিউএনসিসি) জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associcate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

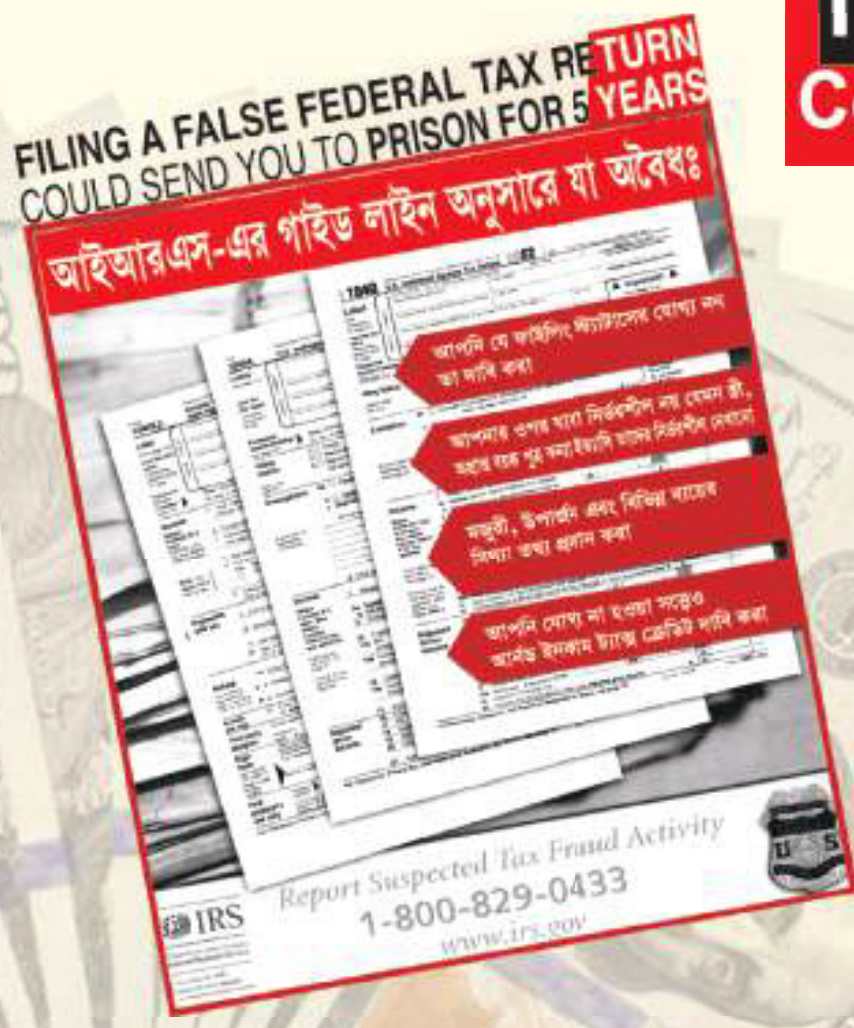
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 6 // 2023

৯৬ বার পেছালো সাগর-রুনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন

ঢাকা ডেস্ক: সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিলো আজ রোববার। কিন্তু এ দিন মামলার তদন্ত সংস্থা র‍্যাব প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়। ফলে আগামী ৯ এপ্রিল প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন আদালত। এ নিয়ে ৯৬ বারের মতো পেছালো এ মামলার প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ। রোববার (৫ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল আলমের আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এ তারিখ নির্ধারণ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের শেরে বাংলা থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা জালাল উদ্দীন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী রাতে ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারে মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি নিজেদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হন। পরদিন ভোরে তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। এরপর নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। প্রথমে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন ওই থানার এক এসআই। চার দিন পর চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সীতাকুন্ডে অক্সিজেন প্লান্টে বিস্ফোরণ

নিহত ৬ : আহত অন্তত ৩২ * অনেকের হাত-পা বিচ্ছিন্ন * চমেক হাস-পাতালে স্বজনদের আহাজারি * গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে আগুন লেগে যায় * ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি

ঢাকা ডেস্ক: চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি বেসরকারি অক্সিজেন প্লান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৩২ জন। নিহতদের মধ্যে চারজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন- সীতাকুন্ডের ফৌজদারহাট বাংলাবাজার এলাকার বাসিন্দা ফরিদ (৩৫), সীতাকুন্ডের কদমরসুল এলাকার শামসুল আলম (৫০), নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার ছোট মনগড়া গ্রামের মিকি রেঙি লখরেটের ছেলে রতন লখরেট (৪৫) এবং নোয়াখালীর সুধারাম থানার অলিপুর গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে আবদুল কাদের (৫০)। বাকিদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে।

দুর্ঘটনার কারণও তাৎক্ষণিকভাবে সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। শনিবার (৪ মার্চ) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার কদমরসুল ইউনিয়নের ছোটকুমিরা এলাকায় সীমা অক্সিজেন প্লান্টে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি সিলিন্ডারে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণের পর আগুন লেগে যায়। আশপাশের প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট রাত সাড়ে ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতদের মধ্যে ৯ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। আহতরা হচ্ছেন-নূর হোসেন (৩০), মো. আরাফাত (২২), মোতালেব (৫২), ফেনসি (৩০), জসিম উদ্দিন (৪৫), নারায়ণ (৬০), ফোরকান (৩৫), শাহরিয়ার (২৬) এবং জাহিদ হাসান (২৬)। আহত ১৮ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের অনেকের হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আহতদের চমেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, আহত এবং নিহতদের নিয়ে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স আসতে শুরু করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাস-পাতালের জরুরি বিভাগের সামনে উৎসুক মানুষের ভিড় যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি উপস্থিত হন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। এ সময় আহত এবং নিহত স্বজনদের আহাজারিতে আশপাশের পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। ক্ষত-বিক্ষত শরীরের লাশগুলো আনা হয় প্যাকেটে ভর্তি করে। এছাড়া গুরুতর আহতদের ট্রলিতে করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে। যাদের মধ্যে কারও চোখ, কারও মাথায়, কেউ আবার হাত-পায়ে গুরুতর আহত হয়। এদিকে এ ঘটনায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে পাঁচ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক এবিএম ফখরুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে এই কমিটি গঠন করে দেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সীতাকুন্ডের কদমরসুল এলাকায় সীমা অক্সিজেন প্লান্টটি অবস্থিত। সেখানে অর্ধশত শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় গ্যাস ভরার সময় এই প্লান্টে হঠাৎ বিকট শব্দে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে লেগে যায় আগুন। কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা বিস্ফোরণের সময় প্লান্টের ভেতরে ছিলেন। বিস্ফোরণে কারও কারও দেহের বিভিন্ন অংশ উড়ে যায়। এ সময় শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন থেকে বাঁচতে তারা দিগ্বিদিক ছোট-ছুটি শুরু করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ, বায়েজিদ ও সীতাকুন্ড থেকে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। হতাহতদের উদ্ধার করে চমেক হাসপাতাল ও আশপাশের হাসপাতালে পাঠান উদ্ধারকর্মীরা।





ফ্লোরিডায় জমজমাট এশিয়ান এক্সপো ফুড ফেয়ার অনুষ্ঠিত













(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, কানাডা, মেক্সিকো, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, চীন সহ বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী-শিল্পোদ্যোক্তা-বিনিয়োগকারীরা এতে অংশ নেন। মেলায় আগত দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীরা যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। দু'দিনের এই ফেয়ারে মানুষের ঢল নেমেছিলো। মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘ তিন বছর পর অনুষ্ঠিত হলো এবারের এশিয়ান ফুড ফেয়ার। ফলে এবারের ফেয়ার ঘিরে সাউথ ফ্লোরিডার প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।

চমৎকার আবহাওয়ায় শনিবার বিকেলে ফ্লোরিডার বিশাল ফেয়ারগ্রাউন্ডে ফুড ফেয়ারের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী। মন্ত্রী মেলার সফলতা কামনা করে বলেন, বাংলাদেশ আপনার আমার সবার। দেশটিকে ভুলবেন না। মন্ত্রী দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এরআগে শুক্রবার সন্ধ্যায় হিলটন পামবীচ এয়ারপোর্ট এর বলরুমে অনুষ্ঠিত হয় গালা ডিনার পার্টি। এতে জর্জিয়ার ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান সহ দেশী-বিদেশী আমন্ত্রিত অতিথিরা যোগ দেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আলো ছিলেন বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক নবযুগ পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আজম, আশা হোম কেয়ারে সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি রহমান জহির ও সাধারণ সম্পাদক আরিফ আহমেদ আশরাফ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান।

২৭তম এশিয়ান এক্সপো'র অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শাড়ী-কাপড়, গহনা, খাবার প্রভৃতি স্টল প্রদর্শনী। আরো ছিলো দেশী-বিদেশী শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে স্টলগুলোতে আশানরূপ বেচাকেনা হয়নি বলে জানা গেছে। সংশ্লিস্টদের মতে, মহামারী করোনার সময় মানুষ মেন অনলাইনে কেনাকাটা শুরু করে সেই থেকে অনলাইনের প্রতিই ঝুকছে মানুষ। এশিয়ান এক্সপো ফুড অ্যান্ড কালচারাল ফেয়ারের শেষ দিন রোববার সমাপনী দিনেও ফেয়ারগ্রাউন্ডে নামে মানুষের ঢল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী এস আই টুটুল ও দিনাত জাহার মুন্নী ছাড়াও ইন্ডিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

'নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা' শুরু ১৪ জুলাই

(শেষের পাতার পর)

২৫টি প্রকাশনা সংস্থা মেলায় অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছে। নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা উপলক্ষে গত বুধবার (১ মার্চ) বেলা ১১টায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব বিষয় জানান। এবারের বইমেলার আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাট্যকার ড. আবদুন নূর।

সংবাদ সম্মেলনে ড. আবদুন নূর বলেন, 'বইমেলার গুরুত্বের দিক থেকে নিউইয়র্ক বইমেলা তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। শুধু বই নয়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এ বইমেলা হচ্ছে না। ভালোবাসা থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলা বইমেলা। বাংলা শুধু বাংলাদেশের না, সারা বিশ্বের। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা যেমন আমাদের জন্য গর্বের, তেমনি ভাষাও আমাদের জন্য গর্বের। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে যাদের আগ্রহ রয়েছে তারাই এই মেলায় অংশ নিতে পারবেন। বিভিন্ন দেশ থেকে যারা অংশ নিতে চান, তাদের মধ্যেও বাংলার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।'



কথাসাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন বলেন, 'বিদেশিদের অনেকেই অভিযোগ করেন আমাদের সাহিত্য অনুবাদ করা হয় না। আমাদের সাহিত্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে এই বইমেলার অন্তত দুটি স্টল বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার অনুবাদ রাখতে পারলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আরো মর্যাদা পাবে।'

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, অনুবাদ পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। বাংলা একাডেমিতে অনুবাদ বিভাগ ৭০ বছর কাজ করার পরও তেমন উন্নতি হয়নি। অনুবাদের মান অবশ্যই ভালো হতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে তিনি প্রকাশকদের পাঁচটি করে বই অনুবাদের অনুরোধ জানান।

অভিনেতা রামেন্দু মজুমদার বলেন, এটি শুধু বইমেলা না, সংস্কৃতি মেলা। তরুণদের যুক্ত করার মিলনমেলা। প্রবাসী বাঙালীদের যুক্ত করাই এর সার্থকতা। বইমেলা নিয়ে পরামর্শ জানিয়ে তিনি বলেন, সেখানে অনেক সেমিনার হয়, সেগুলো দীর্ঘায়িত না করে এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা যেতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন পরামর্শ দেন কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মিনার মনসুর, কবি কাজল চক্রবর্তী, অনন্যা প্রকাশনীর কর্ণধার মনিরুল হক ও সময় প্রকাশনীর কর্নধার ফরিদ আহমেদ প্রমুখ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

জানা যায়, প্রতিবছর বিভিন্ন গুণী লেখক এ বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার একজন লেখককে দিয়ে প্রতিবছর এ বইমেলার উদ্বোধন করা হয়। এ বছর বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদাকে মেলার উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ বছরও মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার-২০১২ দেওয়া হবে। আগের বছর এ পুরস্কার পেয়েছেন ভাষা সাহিত্যের গবেষক ও লেখক অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ। পুস্কারের অর্থমান তিন হাজার ইউএস ডলার। অভিবাসী লেখকদের মধ্যে বিজেতা পাবেন শহীদ কাদরী গ্রন্থ পুরস্কার-২০২৩ এবং অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শ্রেষ্ঠ প্রকাশনাকে চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা সংস্থা পুরস্কার-২০২৩ দেওয়া হবে।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

তিস্তা থেকে আরো পানি প্রত্যাহার

আইনের কোনো তোয়াক্কা নেই ভারতের

তিস্তা চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই যখন হারিয়ে যাচ্ছে, তখন খবর হচ্ছে : পশ্চিমবঙ্গে নদীটি থেকে আরো পানি সরিয়ে নেয়ার জন্য খাল খনন করছে ভারত। যতটুকু পানি শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ পায় সেই অবশিষ্ট পানিও ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে, রাজ্যের সেচমন্ত্রী সেখানে নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। পানি প্রত্যাহার করে ভারতের নতুন এলাকাকে আবাদের আওতায় আনা হয়েছে। অন্য দিকে পানির অভাবে ভাটিতে চলছে মরুকরণ। নদী প্রকৃতির একটি দান। এর ওপর অধিকার রয়েছে অববাহিকার বাসিন্দাদের। নদী পাড়ের সবার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনকানুন রচিত হয়েছে। সভ্য দেশগুলোর প্রায় সবাই এই আইন মেনে চলে। ভাটির দেশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত একচেটিয়া এ নিয়মের লঙ্ঘন করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্পের অধীনে ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল কাটা হবে। এ জন্য গত শুক্রবার এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। আনুষ্ঠানিকভাবে এ জমি সেচমন্ত্রী হস্তান্তর করেছেন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিস্তা ও জলঢাকা থেকে পানি তুলতে কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার খাল খনন করা হবে। তিস্তার অন্য পাড়ে ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আরেকটি খাল খনন করা হবে। এ প্রকল্প আরো বিস্তৃত হবে বলে জানা যাচ্ছে। মূলত তিস্তার সম্পূর্ণ পানি তারা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ফন্দি করছে। সেচ প্রকল্পগুলো ডাইভারশন চ্যানেলের পাশে। অতিরিক্ত পানি মহানন্দা ও ষোলঘাট নদী দিয়ে তারা গঙ্গায় ছেড়ে দিচ্ছে। এ পানি পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের নিয়ে সেচ কাজে তারা ব্যবহার করছে। তিস্তার একচেটিয়া পানি ব্যবহার করতে গিয়ে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের জন্য আর অবশিষ্ট থাকবে না।

এখন পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমে তিস্তায় কিছু পানি পাওয়া যায়। মূলত যে পানিটুকু তারা নিজেদের জন্য ধরে রাখতে পারছিল না অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। তা দিয়ে তিস্তা প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশ রংপুর, বগুড়া ও জয়পুরহাটে চাষাবাদ হয়। এবার সেই অবশিষ্ট পানিটুকু তুলে নিলে এ অঞ্চলের আমন চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উত্তরাঞ্চলের মরুকরণের ক্ষতিকর প্রবণতা দ্রুততর হবে। আমাদের উজানের মানুষেরা যেই পানি দিয়ে বাড়তি ফলন ফলাবে সেই পানির অভাবে আমাদের কৃষক, কৃষিজমি, প্রাণ ও প্রকৃতি ধুঁকবে।

ভারতের সাথে পানির অধিকার আদায় করা না গেলেও অববাহিকাভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনার একটা বোঝাপড়া রয়েছে। ভারত থেকে প্রবেশ করা নদীগুলো সারা বছর বিপুল পানি প্রবাহিত হয়। এ পানি সংরক্ষণ করে সীমান্তের উভয় পাড়ের মানুষ সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু ভারত কাজের ক্ষেত্রে সেটা মানছে না। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তিস্তায় সারা বছর বিপুল প্রবাহিত হয়। উভয় দেশ এ পানি নিয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। তাতে নদীর উজানে পানি ধরের রাখার আধার তৈরি করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সেই পানি ভাগাভাগি করে নেয়া যায়। এতে নদীর প্রতিও সুবিচার হতো। নদী তার যৌবন ধরে রাখতে পারত। একচেটিয়া পানি প্রত্যাহার করে নেয়ায় এখন এর ভাটিতে পড়বে চর। স্রোতধারা বাধপ্রাপ্ত হবে। ফলে ভবিষ্যতে উজানেও নদী পানিপ্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যার ফলে ভারতের নেয়া প্রকল্পগুলোও দীর্ঘমেয়াদে সবার জন্য বড় ক্ষতি বয়ে আনবে।

অভিন্ন নদী নিয়ে ভারতের আচরণ বিমাতাসুলভ ও জবরদস্তিলক। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সাথে ভারত এমনটি করে না। দুঃখজনক হচ্ছে, দেশটি তার ঘোষিত সবচেয়ে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশের সাথে এমন আচরণের নীতি গ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে চির শত্রু পাকিস্তানের সাথেও অভিন্ন নদীর প্রবাহ নিয়ে তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে। পাকিস্তানকে তারা নদীর ন্যায্য হিস্যা দেয়। কিছু ক্ষেত্রে তারা নদীর পানি আটকে দিয়ে ক্ষান্ত হয় না; ভয়াবহ দূষণও করে। রাসায়নিকের সেই দূষণ ক্ষতিগ্রস্ত করে ভাটির বাংলাদেশ অংশকে। বাংলাদেশকে নিজের স্বার্থে রক্ষায় আগ্রাসী তিস্তা প্রকল্প নিয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। একই সাথে অভিন্ন সব নদী নিয়ে একটি বোঝাপড়ায় আসতে হবে ভারতের সাথে; উভয় দেশের স্বার্থেই সেটা হতে হবে।

বাংলা ভাষা : আবেগ ও বাস্তবতা

॥ অধ্যাপক ডা: শাহ মো: বুলবুল ইসলাম ॥

ভাষা আন্দোলনের প্রায় ৭০ বছর পেরিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে ভাষা প্রজন্ম, হাতেগোনা দু-চারজন ছাড়া। যারা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন ভাষা আন্দোলনের সঠিক ঘটনা-পঞ্জি। বলতে পারবেন আন্দোলনের বাস্তব পটভূমি। বিবৃত করতে পারবেন একুশের সঠিক চেতনার কথা। এদের পর এ ব্যাপারে আনুপূর্বিক বর্ণনা দেয়ার কেউ থাকবে না। এই শূন্যতার জায়গায় আসার সমূহ সম্ভাবনা ইতিহাস বিকৃতির।

একুশে ছিল বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদার প্রশ্ন, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার, স্বীকৃতি পাওয়ার লড়াই। এ লড়াই অন্য কোনো ভাষা বা ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে ছিল না। বাংলা ভাষা স্বকীয় পরিপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক, রাষ্ট্রীয় জীবনাচারে এটিই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জনের একটি বাস্তবতা।

ইতোমধ্যে বদলেছে আমাদের জীবনাচার, বদলেছে চিন্তা-চেতনা। আন্তর্জাতিক পরিচয়ে অভিষিক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমাদের জীবনের লক্ষ্য পাল্টেছে। সাথে সাথে কমেছে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ, চর্চা ও শেখার উৎসাহ। বেড়েছে ইংরেজির প্রতি আগ্রহ। এখন সারা দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা মাধ্যম স্কুলের চেয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রাধান্য। এমনকি গ্রাম-গঞ্জেও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছড়াছড়ি। ইন্টারনেট, মোবাইল এসবের প্রভাবে ইংরেজির মোকাবেলায় বাংলা কোণঠাসা। এক ধরনের উদ্ভুতুড়ে বাংলিশ, বাংরেজি বা বান্দি ভাষার অত্যাচারে বাংলা এখন ক্ষত-বিক্ষত। সরকারি-বেসরকারি চাকরি, বিদেশ গমন, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বত্রই ইংরেজির দাপট। ফলে দাফতরিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জীবনে বাংলা ভাষা এখন অপসৃয়মান। সাথে সাথে ম্রিয়মান একুশের চেতনাবোধ।

অবস্থাটা এক দিনে হয়নি। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমির দায় এখানে সবচেয়ে বেশি। সোজাসাপটা বলতে গেলে, ভাষা আন্দোলনের সঠিক নির্মোহ ইতিহাস, একুশের মৌলিক চেতনা, ভাষাসৈনিকদের সঠিক তালিকাপ্রণয়নে দুর্বোধ্য কারণে ব্যর্থতা, অনেকাংশেই এর জন্য দায়ী। সঠিক ইতিহাসের অনুপস্থিতির সুযোগে ইতিহাস বিকৃতি হয়েছে এবং হচ্ছে অবলীলায়। বাংলা ভাষাকে বাণিজ্যিক ভাষা হিসেবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একাডেমির দৈন্যতার অসহায়ত্ব করুণার উদ্রেক করে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। অথচ বাংলাকে বাণিজ্যিক ভাষায় রূপান্তর ও তথ্যপ্রযুক্তিতে এর ব্যবহার না বাড়ালে বাংলা সীমিত ব্যবহারিক ভাষা হিসেবেই হয়তো টিকে থাকবে। এ ছাড়াও আত্তীকৃত শব্দগুলোকে বোঁটিয়ে বিদায় করার চেষ্টা বাংলা ভাষাকে কতটুকু সমৃদ্ধ করবে তা ভাববার বিষয় বটে। সামাজিক কৌলীন্যের ভাষা এখন ইংরেজি। ইদানীং মাঝে মধ্যে বাংলা ইংরেজির সাথে সাথে হিন্দিতেও দোকানের সাইনবোর্ড লিখতে দেখা যায়, যা বাংলা ভাষার ভবিষ্যত সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আতঙ্কিত করে তোলে। অথচ ফেব্রুয়ারি এলে আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠি; সাময়িক বাংলা প্রীতিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠি।

২০১০ সালে দেশের ভেতর মাতৃভাষার বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যিকদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করার উদ্যোগ, বিভিন্ন দেশে বাংলা শেখার অনুষ্ঠান বা ক্লাসের আয়োজনের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। অথচ বছরের পর বছর ধরে বিবিসি ইংরেজি শেখার ক্লাস চালিয়েছে। পরিণতিতে এখন বিভিন্ন নামকরা ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের শাখা খুলেছে আমাদের দেশে। আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েক বছর। তার কার্যক্রম সম্পর্কে খুব কম লোকই জানেন। স্বকীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে বিভিন্ন ভাষার শব্দচয়ন ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অথচ বাংলা অভিধান রচনার ক্ষেত্রে অন্য ভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। একই লক্ষ্যে বিস্তৃত কর্মসূচি নিয়ে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই কাজ অভিন্ন। এ ক্ষেত্রে তাদের ওপর কাজের গতি-প্রকৃতি বেগবান হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাচর্চা, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বাংলার দুরবস্থার সাথে সাথে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পাঠ্যক্রমে ইংরেজি ভার্সন চালু করেছে। উচ্চশিক্ষার বেলায় অবস্থাটা কী তা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজি না জানলে চাকরি নেই। যোগ্যতার মাপকাঠিতে বাংলা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। সমাজের যারা বিত্তবান তারা তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে লেখাপড়া করাচ্ছেন। আর যারা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ব্যয়ভার জোগানের ক্ষমতা না থাকায় বাধ্য হয়ে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাচ্ছেন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতেই দ্বিধাবিভক্ত দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। একাংশ বিত্ত ও আভিজাত্যের আবহে ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসছে; আরেক দল বাংলা শিক্ষিত প্রজন্ম অনুগ্রহপ্রার্থীর তালিকায় নাম লেখাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন ভাষা অপমানিত হয়, লাঞ্ছিত হয়; তেমনি অন্য দিকে তা উপেক্ষিতও হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে অচিরেই বাংলা ভাষা শুধু মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের ভাষা হয়ে থাকবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ভাষার উত্তরণ অত্যন্ত জরুরি; বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে। যে জাতি যত দ্রুত ভাষা অর্থনৈতিক ও তথ্যপ্রযুক্তির কাজে লাগিয়েছে তারাই এগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাপান, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কথা বলা যায়। আরেকটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রায়োগিক করা দরকার। তা হচ্ছে, জাতিসঙ্ঘের দাফতরিক ভাষায় রূপান্তরিত করা। এটি বেশ ব্যয়বহুল নিঃসন্দেহে। কিন্তু যখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের অর্থায়ন ঠেকে যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন কর্মযোগে আর্থিক সঙ্গতির দোহাই নিতান্তই বেমানান।

বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে শুধু ফেব্রুয়ারী মাস এলেই ভাবাবেগের আশ্রয় না নিয়ে সদিচ্ছা ও বাস্তবধর্মী কর্মযোগের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় উন্নীত করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো দরকার।

লেখক: চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ
Email- shah.b.islam@gmail.com

একুশে ছিল বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদার প্রশ্ন, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার, স্বীকৃতি পাওয়ার লড়াই। এ লড়াই অন্য কোনো ভাষা বা ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে ছিল না। বাংলা ভাষা স্বকীয় পরিপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক, রাষ্ট্রীয় জীবনাচারে এটিই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎকালীন পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জনের একটি বাস্তবতা।

বঙ্গবন্ধু এক্সপ্লোসিভ জোগাড় করতে বললেন

॥ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ॥

ঊনসত্তরের ডিসেম্বর। কক্সবাজার যাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আমার কাছে আওয়ামী লীগের সবাই এলেন চাঁদার জন্য। চাঁদা দিয়ে আমি তাদের অনুরোধ করলাম- 'বঙ্গবন্ধুর সম্মানে তোমরা আমার হোটেলে একটা নৈশভোজের আয়োজন করো। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে নাগরিক সংবর্ধনা দাও।' তারা খুশি মনে রাজি হলেন। সেই নৈশভোজে প্রথম বঙ্গবন্ধুর পাশে বসার বিরল সম্মান পেলাম। প্রথম দেখায়ই বঙ্গবন্ধু আমায় পছন্দ করেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরেন। সেদিন আওয়ামী লীগ নেতাদের বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে ১৫১টি আসন এনে দাও, আমি দেখিয়ে দেব।' তিনি জানতেন পাকিস্তানিরা ক্ষমতা দেবে না, তিনি শুধু জাতির ম্যান্ডেট নিতে চেয়েছিলেন। তখন আমাদের এখানে জাতীয় পরিষদের ছিল ১৬২টি আসন, পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১৩৮টি আসন। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে সত্তরের নির্বাচনে ১৬০টি আসন পাই আমরা। আমরা পার্লামেন্টের মেজরিটি হলাম। মেজরিটি পার্টির নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে সরকার গঠনের জন্য ডাকার কথা। নির্বাচন হয়েছে, ৩ মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকা হলো। ভুট্টো হুমকি দিয়ে বললেন, 'ওই দিন অ্যাসেম্বলি কসাইখানায় পরিণত হবে।' ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন। সারা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বঙ্গবন্ধু তখন ৭ মার্চের ভাষণ দিলেন। সে ভাষণটি আজ ইউনেস্কো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বঙ্গবন্ধু বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলেন না। সেদিন ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। হত্যা বন্ধ কর। আমার মানুষের ওপর অত্যাচার কর না।' আর বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি সংগ্রাম চালিয়ে যাও, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা শত্রুও থাকে তার সঙ্গে লড়াই কর।' এ বার্তাটাই তো স্বাধীনতার ঘোষণা। তাঁর ভাষণের পর সারা দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৯ মাসের যুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীনতা পেতাম না। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরই আমরা সীতাকু ও মিরসরাইয়ের জনগণ এক প্রকার যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলাম। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। তখন চট্টগ্রাম-ঢাকা যোগাযোগের একটা মাত্র লিঙ্ক ছিল শুভপুর ব্রিজ। আমি ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে বললাম, ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে কিছু এক্সপ্লোসিভ জোগাড় **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ফজর	৫.০৭	৫.০৫	৫.০৩	৫.০২	৫.০০	৫.০০	৫.৫৯
সূর্যোদয়	৬.২২	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৫	৬.১৫	৭.১৪
জোহর	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১.০৬
আসর	৪.০৯	৪.১০	৪.১০	৪.১১	৪.১২	৪.১২	৫.১৩
মাগরিব	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৬.৫৮
এশা	৭.০৮	৭.০৯	৭.১১	৭.১২	৭.১৩	৭.১৩	৮.১৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

দেশ মেরামতের কাজে আমরা এগিয়ে আসতে পারি

॥ ড. হাসনান আহমেদ ॥

অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে যেতে হলো। চলতে পথে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, উন্মুক্ত প্রকৃতি, মানুষ, পরিবেশ, দিগন্ত-বিস্তৃত মুক্তাকাশ, একটা ভাবুক মন ও মনের পর্যবেক্ষণ নিয়ে এ ভ্রমণ। গ্রামে যেতে কমপক্ষে আড়াইশ কিলোমিটার সামনে চলতে হয়।

এ চলাতে মনের মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা আন্ডারলাইং এজাম্পশনের সত্যতা বারবার যাচাই করি। পত্রিকার পাতায় লিখে সে দেখা অনেক সময় প্রকাশ করি। মূর্ত (কংক্রিট) কোনো বিষয়কে দেখে সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলে সত্য প্রকাশ করলে কোনো বাধা আসে না। বিমূর্ত (অ্যাব্সট্রাক্ট) কোনো বিষয় যেমন-পরিবেশ, মানুষের আচার-আচরণ, সমাজ নিয়ে কোনো সত্য প্রকাশ করতে গেলেই আপত্তি আসে।

আমার সহকর্মী, পরিচিতজনের কেউ কেউ গবেষণাভিত্তিক কিছু লিখতে বলেন। বুঝি, আমার এ লেখা কোনো রাজনীতির পক্ষাবলম্বন হয় কিনা, তাই। পক্ষে লিখতে পারলেই কেউ কেউ বাহবা দেন, বিপক্ষে গেলেই যত আপত্তি। লেখায় গবেষণার সমর্থন চান। এ দেশে যেহেতু সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে গবেষণা কম, তাই পরিণামে বিমূর্ত কোনো বিষয়ে লেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমার বক্তব্য ভিন্ন।

গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসার পথে, গ্রামে বসে, প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় যা বারবার দেখছি ও শুনছি, ভাবুক মনের এটাও এক ধরনের গবেষণা। একে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা বলা যায়। বিষয়টি মূর্ত, বিমূর্ত যা-ই হোক, সত্য সত্যই। রাজনীতি সমাজ নিয়ে ডিল করে। আমরাও সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ নিয়ে লিখি। সেজন্য কোনো কোনো বিষয়ে রাজনীতির চলতি ধারণার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের লেখা কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়; সামাজিক অবক্ষয়, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুর্নীতি, দুরাচারবৃত্তির বিরুদ্ধে।

ঢাকা থেকে বেরোতেই পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা নদী। সবরকম জঞ্জাল, আবর্জনা, বর্জ্য ফেলে পানি আজ কলুষিত, ব্যবহারের অযোগ্য, দুর্গন্ধময়। এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেও কেউ হয়তো ওই পানিতে ডুব দিতে রাজি হবে না। আমরাই নদীটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। নদীতে এখনো স্রোতের গতিময়তা আছে। ভাবি, এ নদীর পানি কি আবার ব্যবহার ও ওজু-গোসলের উপযুক্ত করা যায়? মনের দৃঢ়তা বলে, ইচ্ছা করলেই তা সম্ভব। কাজটা করার জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। আশায় বুক বেঁধে আছি, নদীর পানিতে একসময় স্বচ্ছতা আসবে।

পথ চলতে অগণিত মানুষ, সমাজ, পরিবেশ পেরিয়ে তারপর নিজের ঠিকানা। চলতে পথে এক ঠোঙা মুড়ি কিনে খেলেও মুড়ির মান যাচাই করি, মুড়িতে ইউরিয়া সার মেশানো আছে কিনা দেখি, সরিষা তেলের ভেজাল কতটুকু ইত্যাদি বিবেচনা করি। বিক্রেতার আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করি। এভাবে প্রতিদিন শত কাজের মধ্যে মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের উত্থান-পতন মনের মুকুরে গেঁথে সাজাচ্ছি। পদে পদে হাজারও মানুষের মনের সঙ্গে অবিরাম ক্রসিং করছি। সিদ্ধান্তে আসছি।

দেখছি, আমরা মনুষ্যত্ববোধ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। পরিবেশ ও সমাজের মূল উপাদানও এ মানুষ। পরিবেশ ও সমাজও বুড়িগঙ্গা নদীর স্রোতের মতো বহমান, গতিশীল। এর অবস্থাও বুড়িগঙ্গা নদীর মতো বানিয়েছি। ইচ্ছা করলেই তা ভালো বা খারাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারি। সেখানেও ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। সমাজ পরিচালকদের মন-মানসিকতা ও স্বভাবের ওপর নির্ভর করে সমাজ সামনের দিকে ধাবিত হয়। আসলেই তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজ তাদের অনুসরণ করে। এটি সমাজ ও পরিবেশের নিয়ম।

নদীর পানিতে স্বচ্ছতা আনতে পারলে সমাজ ও পরিবেশেরও ইতিবাচক পরিবর্তন ও সুস্থতা আনা সম্ভব। আশায় বুক বেঁধে আছি, সমাজ ও পরিবেশ একদিন নিশ্চয়ই ভালো হবে। প্রয়োজন সমাজ পরিচালকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও সদিচ্ছার। বর্তমান সমাজ ও পরিবেশের দিকে তাকালে দেখি উপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত দুর্নীতি, বলদৃপ্ত মিথ্যাচার, ক্ষমতার দাপট, কুশিক্ষা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজি, দুরাচারদের দৌরাত্ম্য, প্রতারণা, পরিবেশের অধোগতি, মনুষ্যত্বের ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে।

এর দায় কোনো একক রাজনৈতিক দলের ওপর চাপিয়ে লাভ নেই। বিগত একান্ন বছরে আমরা দিনে দিনে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এ সবকিছু ক্রমে সামাজিক নিয়মে রূপ নিতে চলেছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথের সন্ধান বের করতে না পারলে আমাদের পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। তখন কোনো দলের প্রতি আনুগত্য, দলবাজি, তন্ত্রমন্ত্র আর কাজে আসবে না।

গ্রামের পাশে বাজারে গেলাম। গ্রামের প্রতিটি তেমাথা পথের ধারে চায়ের দোকান গড়ে উঠেছে। ভোররাত থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রতিটি দোকানে লোকজনের ভিড় লেগেই আছে। বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের আড্ডা। অবিরাম পারস্পরিক দোষারোপ চলছে। বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা, মতামত-একের প্রতি অন্যের ছিদ্রান্বেষণ। কে কাকে কীভাবে পরাস্ত করতে পারবে তার কূটকৌশলও চলছে। সঙ্গে চলছে একের বিরুদ্ধে অন্যের চরিত্রহনন।

কে কাকে কোন্ কূটবুদ্ধি খাটিয়ে ল্যাং মারবে, চলছে তার অবিরাম রিহার্সাল। এ এক আজব সমাজ ও পরিবেশ। কোনো সামাজিক শিক্ষা নেই, জ্ঞানের কথা নেই, নেই কোনো জীবন উন্নয়নমুখী আলোচনা, উন্নতির ভাবধারা, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা। শুধু পরচর্চার ওপর ভিত্তি করে এভাবে কোনো সমাজ চলতে পারে না। চললেও পরিণতি ভালো হয় না। গ্রামে দেখলাম কোনো রাজনৈতিক কর্মী নেই, শৃঙ্খলা নেই, শুধুই সামাজিক দ্বন্দ্ব, গ্রুপিং, মারামারি-সবাই যেন 'বিরাট মহান নেতা'। মগজটা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের ধান্দায়।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা মানুষের মনোভাব ও আচরণের ওপর ভিত্তি করে তাকে এক্স গ্রুপ ও ওয়াই গ্রুপে ভাগ করেছে, আবার পরে জেড গ্রুপও করেছে। অরগানাইজেশনাল বিহ্যাভিয়ার মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচরণকে 'সিটিজেনশিপ বিহ্যাভিয়ার' ও 'উইথড্রয়্যাল বিহ্যাভিয়ার'-এ দুভাগে ভাগ করেছে। আমার দেখায় অন্য দেশের মানুষের মতো বাঙালির মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের বিভক্তি এভাবে সঠিক হয় না। এটি আচরণগত। এ দুটির সমন্বয়ে 'বাঙালী বিহ্যাভিয়ার' নামে আরেকটি আলাদা শ্রেণি করা সমীচীন হবে। প্রতিটি ধর্মও মানুষকে ভাগ করেছে।

সনাতন ধর্ম দেবতাদের পক্ষের শক্তি ও অপদেবতাদের পক্ষের শক্তি-এ দুভাগে মানুষকে বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্ম মানুষকে তার বিশ্বাস এবং ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বিভাজন করেছে। আমাদের দেশে আমরা সুবিধাবাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে গিয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীকে ভাগ করেছি। এদেশে কে চরিত্রগত ও স্বভাবজাতভাবে ভালো বা মন্দ, কে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত-এ বিভাজনের কোনো গুরুত্ব নেই। কোনো কাজ করতে গেলে আগেই প্রশ্ন ওঠে, কে কোন দল করে; অর্থাৎ ভাগ করেছি রাজনৈতিক দলবাজির ভিত্তিতে। সব দলের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য।

অর্থনীতির একটা নীতি হলো খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে বের করে দেয়। সমাজের খারাপ লোকগুলোও খারাপ পরিবেশ ও সমাজ দিয়ে ভালো স্বভাবের লোকগুলোকে ঘরাবদ্ধ অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে। আমরা আমাদের সমাজ ও পরিবেশ গড়ার কাজ এ সুশিক্ষিত লোকগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তাদের ঘরের বাইরে বের করে এনে কাজ দিতে পারি। তারা 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গড়তে পারেন।

যার যত মুখের জোর, পারস্পরিক দোষারোপ ও লাঠির জোর, দলে তার গুরুত্ব তত বেশি। সে-ই তত ত্যাগী নেতা। আমার দল করলেই সে ধোয়া তুলসী পাতা, আমার বিরুদ্ধে গেলেই যত গালাগাল। প্রয়োজনে কাউকে দমন করা কিংবা দুর্নাম রটানোর জন্য নামের আগে বা পরে মনগড়া একটা খারাপ বচনের ট্যাগ ঝুলিয়ে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। এভাবেই রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, সমাজ বেওয়ারিশ চলছে। সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ দেশ ছাড়া বিশ্বে কোথাও এ ধরনের বিভাজন আছে বলে আমার জানা নেই।

চর্মচোখে যেটুকু দেখি-কেউ কেউ আছেন মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ, জাগ্রত বিবেক দ্বারা চালিত, সুশিক্ষিত। নিজের থালার ভাত অন্যকে ভাগ করে দিয়ে সবাই মিলে খেয়ে তৃপ্তি পায়। আবার অনেকেই আছেন অন্যের থালার ভাত কেড়ে নিয়ে নিজের থালা ভরে তৃপ্তি পায়। কেউ নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, আবার কেউ বনের মোষ নিজের খোঁয়াড়ে এনে বাঁধে। সবই মানুষের প্রকৃতি। সব প্রকৃতির মানুষই সমাজে আছে। মানুষের এ নৈতিক ও মানসিক ভিন্নতাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না!

এ প্রকৃতি বা স্বভাবের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে আমরা যদি ভালো-মন্দ এক করে ফেলি, মন্দ স্বভাবের লোকগুলোকে সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিই, তখনই যত বিপত্তি এসে দেখা দেয়। সেজন্য সামাজিক উন্নয়ন ও সুস্থ পরিবেশ অধরাই রয়ে যায়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে মানবসম্পদ বলে। আমার মতো দুর্মুখেরা অন্য অংশকে 'মানব আপদ' বলি। মানবসম্পদ অংশকে আমরা সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীও বলতে পারি। প্রতিটি এলাকাতেই এ সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। এ সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক দায়িত্ব রয়ে গেছে। তারা দায়িত্বসচেতন। আমরা তাদের দায়িত্ব পালন থেকে দূরে রাখছি। তাদের অনেকেই বর্তমানে সামাজিক কোনো কাজে আর নিজেকে জড়াতে চান না।

অর্থনীতির একটা নীতি হলো খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে বের করে দেয়। সমাজের খারাপ লোকগুলোও খারাপ পরিবেশ ও সমাজ দিয়ে ভালো স্বভাবের লোকগুলোকে ঘরাবদ্ধ অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে। আমরা আমাদের সমাজ ও পরিবেশ গড়ার কাজ এ সুশিক্ষিত লোকগুলোর হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তাদের ঘরের বাইরে বের করে এনে কাজ দিতে পারি। তারা 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গড়তে পারেন।

সামাজিক উন্নতি ও সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন পথ সমাজ পরিচালকরা বেছে নিয়েছেন। উন্নতির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফলাফল বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোনো সমাজের সুশিক্ষিত অংশ দিয়ে সেই সমাজের সুশিক্ষার আলোবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া, ভালো হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়মিত কাউন্সেলিং করা, সামাজিক সেবা দেওয়া সমাজ-শিক্ষার উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের একটি পথ হতে পারে। এটি মানবসম্পদ গড়ার একটি প্রক্রিয়া।

সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ ভালো হয়ে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর এর সুপ্রভাব পড়তে বাধ্য। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজসেবার এ কাজকে পরকালের জন্য ইবাদত হিসাবেও গণ্য করতে পারেন, আবার সামাজিক দায়িত্ব হিসাবেও নিতে পারেন। এভাবে অনেক সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। একবার শুরু করতে পারলেই দিনে দিনে এটি সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ এভাবেই পরিবেশ ও সামাজিক শিক্ষা উন্নত করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, জাতীয় উন্নয়নের যত পথের কথাই বলি না কেন, মানবসম্পদের উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন ও উৎকর্ষ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ'র (জাশিপ) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সেখানে সামাজিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজসেবার উন্নয়নে উল্লিখিত এ মডেল বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। মূল প্রবন্ধকার বলেন, 'জাশিপ' একটি সামাজিক আন্দোলন, যা দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমাজসেবা করার জন্য একত্র করবে, প্রতিটি এলাকায় সামাজিকভাবে ও কেন্দ্রীয়পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

অনেক শিক্ষাবিদ অনেক দিকনির্দেশনামূলক ও গঠনমূলক বক্তব্য এ অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছেন। শিক্ষামন্ত্রী 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদের' মূল নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সংবাদমাধ্যম এভাবে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে দেশ মেরামতের কাজে অংশ নিতে পারে। আশা করা যায়, 'জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ' জাতীয় উন্নয়নে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে।

লেখক: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ



হিন্দি সিনেমার আমদানি নিয়ে বাগযুদ্ধ

॥ এমদাদুল হক মিলটন ॥

বাংলাদেশে ভারতীয় সিনেমা আমদানির বিষয়ে কথার যুদ্ধ যেন থামছেই না। শাহরুখ খান অভিনীত বলিউডের আলোচিত 'পাঠান' সিনেমা মুক্তি ইস্যুতে আলোচনার পারদ যেন আরও ঊর্ধ্বমুখী। চলচ্চিত্রাঙ্গনের মানুষের চায়ের আড্ডার প্রধান অনুষঙ্গ এদেশে বিদেশি সিনেমার মুক্তি। দেশীয় প্রেক্ষাগৃহে সাফটা চুক্তির আওতায় 'পাঠান' সিনেমাটি বাংলাদেশে মুক্তি দিতে চাচ্ছে নির্মাতা অনন্য মামুনের একটি প্রতিষ্ঠান।

বিষয়টি নিয়ে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ইতিবাচক সাড়া এসেছে। তবে এখন পর্যন্ত 'পাঠান' মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করেনি মন্ত্রণালয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন বলেন, দর্শকদের আগ্রহ দেখতে আপাতত পরীক্ষামূলক সিনেমা আমদানির পক্ষে সমর্থন দিয়েছি। তাঁর মতে, তাতে করে সিনেমা হলগুলো রক্ষা হবে। তিনি আরও বলেন, 'সিনেমার অভাবে দেশে এখন প্রায় ৯০ শতাংশ হল বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হল বাঁচাতে এমন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছি।'

অন্যদিকে চলচ্চিত্র অভিনেতা ডিপজল চলচ্চিত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ করে বলেন, 'একটি চক্র চলচ্চিত্রকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের দেশে ভালো সিনেমা তৈরি হচ্ছে। কয়েক মাস আগে থেকে সিনেমা হলে দর্শক ফিরছে। গল্প ভালো হলে অবশ্যই দর্শক হলে ফিরবে। আগে যখন সিনেমায় অস্থিরতা ছিল, তখন আমরাই টেনে নিয়ে গেছি বাংলা সিনেমাকে। হিন্দি সিনেমা সমাধান নয়। এ ধরনের চিন্তা করা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। হিন্দি সিনেমা নয়, বাংলা সিনেমা দেখতে চায় এ দেশের মানুষ।'

তার মতে, হিন্দি সিনেমা মুক্তি দেওয়ার ফলে নেপালের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি বিলীন হয়ে গেছে। এতেই প্রমাণিত হয় আমদানি করা সিনেমায় নিজেদের শিল্প রক্ষা সম্ভব নয়। অভিনেতা ডিপজলের মতো সমর্থন করে জায়েদ খান বলেন, 'বাংলাদেশে কোনো হিন্দি ছবি মুক্তি দিতে চাইলে ভারতে আমার ছবি, আমাদের সংস্কৃতির ছবি মুক্তি দিতে হবে। আর সেটা না হলে এ দেশে কোনোভাবেই হিন্দি সিনেমার মুক্তির পক্ষে নই আমি।'



দেশে হিন্দি সিনেমা আমদানির শুরু থেকেই বিরোধিতা করে আসছেন নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। তিনি রাস্তায়ও নেমেছেন। টিএসসিতে হিন্দি সিনেমা আমদানি বন্ধের দাবিতে মানববন্ধনও করেছেন। টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের সামনে হিন্দি সিনেমা আমদানির প্রতিবাদের ওই মানববন্ধনে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন বেশ কয়েকজন নির্মাতা ও কলাকুশলীরা।

দেলোয়ার জাহান ঝন্টু বলেন, "হল মালিকরা হল ব্যবসায়ী। তাঁরা আমাদের সিনেমা নামিয়ে দিয়ে 'পাঠান' চালাতে চান। 'পাঠান' ৮০ শতাংশ উর্দু ভাষার সিনেমা। সেই সিনেমা আমাদের দেশে চলবে কেন? এই সিনেমা যাঁরা আনতে চাচ্ছেন তাঁরা রাজাকারের থেকেও খারাপ। এই ৮০ শতাংশ উর্দু ভাষার সিনেমা আমাদের দেশে চলবে না।"

আগামীকাল ৩ মার্চ শুক্রবার মুক্তির জন্য প্রস্তুত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দুই সিনেমা খিজির হায়াত খানের 'ওরা ৭ জন' এবং ফাখরুল আরেফিন খানের 'জে কে ১৯৭১'। শোনা যাচ্ছে, একই দিনে দেশে মুক্তি পেতে পারে শাহরুখ খান অভিনীত হিন্দি সিনেমা 'পাঠান'। এ কারণেই হল বুকিং পেতে বেগ পেতে হচ্ছে দেশীয় দুই ছবির নির্মাতাদের।

বাংলাদেশে ভারতীয় সিনেমা আমদানির বিষয়ে কথার যুদ্ধ যেন থামছেই না। শাহরুখ খান অভিনীত বলিউডের আলোচিত 'পাঠান' সিনেমা মুক্তি ইস্যুতে আলোচনার পারদ যেন আরও ঊর্ধ্বমুখী। চলচ্চিত্রাঙ্গনের মানুষের চায়ের আড্ডার প্রধান অনুষঙ্গ এদেশে বিদেশি সিনেমার মুক্তি। দেশীয় প্রেক্ষাগৃহে সাফটা চুক্তির আওতায় 'পাঠান' সিনেমাটি বাংলাদেশে মুক্তি দিতে চাচ্ছে নির্মাতা অনন্য মামুনের একটি প্রতিষ্ঠান।

পরিচালক খিজির হায়াত খান বলেন, "পাঠান' মুক্তি পেলে স্বাভাবিকভাবেই হল মালিকরা চাইবেন ওই সিনেমাটি মুক্তি দিতে। স্বাধীনতার মাস মার্চে যেন হিন্দি ছবি মুক্তি না পায়, সে জন্য এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'খোলা বার্তা' শেয়ার করেছি।"

এদিকে ময়মনসিংহের ছায়াবাণী সিনেমা হলে ৩ মার্চ 'পাঠান' মুক্তি পাচ্ছে এমন ঘোষণা দিয়ে বাংলায় ছাপানো পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। ওই সিনেমা হলের ম্যানেজার শফিকুল ইসলাম বলেন, "মুক্তির আগে প্রচারণার জন্য নিজেদের উদ্যোগেই পোস্টার লাগিয়েছি। প্রতিদিনই দর্শক এসে জানতে চায় 'পাঠান' কত তারিখ মুক্তি পাবে। ৩ মার্চ মুক্তি পাবে এই খবর জেনেছি। ইতিবাচক সংকেত পেয়ে পোস্টার লাগিয়ে রেখেছি।"

এখনও বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ডে জমা পড়েনি 'পাঠান'; ছাড়পত্র পাওয়ার আগে এ ধরনের প্রচারণা যুক্তিযুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন বরেণ্য নির্মাতা কাজী হায়াৎ। এদিকে 'পাঠান' নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হল মালিকরা। চলচ্চিত্রের ১৯ সংগঠনের নেতাদের ভরকেন্দ্র 'সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদ'-এর সঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদের বৈঠকের পর সপ্তাহ পেরোলেও এখনও হিন্দি সিনেমা মুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে অফিশিয়াল চিঠি আসেনি। এতে হল মালিকদের একাংশ হতাশ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পরিচালক সমিতির একজন নেতা জানিয়েছেন, ৩ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সিনেমা হল বন্ধের দাবি তুলেছে হল মালিকদের একাংশ।

'পাঠান' না আসা পর্যন্ত হল চালু করবে না তাঁরা। গত সোমবার বিষয়টি নিয়ে হল মালিকদের এক বৈঠক হয়েছে। সেখানে শেষ পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য হল বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী শনিবার আবারও তারা আলোচনায় বসবেন। মিয়া আলাউদ্দিন বলেন, 'চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে হলে হিন্দি সিনেমা আসা উচিত। আপৎকালীন সময়ের জন্য প্রথম বছর ১০টি ও দ্বিতীয় বছর ৮টি সিনেমা আনার ব্যাপারে চলচ্চিত্রের ১৯ সংগঠন মিলে মত দিয়েছে। বিদেশি সিনেমা আনার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তাঁরা সব সময়ই করবেন। চাল, চিনি, তেলের অভাব পড়লে তা আনতে পারি, তাহলে চলচ্চিত্র আনতে পারব না কেন? হিন্দি সিনেমা এলে হল মালিকরা কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখবেন।'

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

একজন সিরাজুল হোসেন খান

মোস্তাফিজুর রহমান খান

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও একজন আদর্শ মানুষের গুণে গুণান্বিত সিরাজুল হোসেন খান আজ নেই। কিন্তু সহজ সরল জীবনবোধ ও মানুষের হয়ে প্রতি দ্বিধাহীন ভালোবাসামন্ডিত জীবন চলার স্মৃতি আজও অম্লান জেগে আছে। সমাজ প্রগতির এগিয়ে চলার মিছিলে সিরাজুল হোসেন খান এক সংগ্রামী নাম। ২০০৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বানিয়াচংয়ের এড়ালিয়া ময়দানে হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছিল তাদের প্রিয় নেতাকে একনজর দেখতে। মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হোসেন খানকে গার্ড অব অনার দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা মোড়ানো কফিনে অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল বানিয়াচংবাসী।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের এক অকুতোভয় সংগ্রামী নেতা সিরাজুল হোসেন খান। ১৯২৬ সালের ১৭ জুলাই হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে এক রাজনৈতিক পরিবারে তার জন্ম। তার পরিবার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। সিরাজুল হোসেন খানের পিতা আবুল হোসেন খান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে ১ বছরেরও অধিককাল কারাবরণ করেন। জেলেই পিতা আবুল হোসেন খানের সাথে পরিচয় হয় মওলানা ভাসানীর। বানিয়াচংয়ের গ্রামের বাড়িতে মওলানা ভাসানী বিভিন্ন সময় গিয়েছেন। পিতার সান্নিধ্যেই সিরাজুল হোসেন খান মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি দিনাজপুরের নঈমুদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক করে ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের প্রথম কেন্দ্রীয় অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়। এই অ্যাডহক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন জনাব সিরাজুল হোসেন খান। এই মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ ১৯৪৯ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করে। এ সময় খুবই সক্রিয় ছিলেন সিরাজুল হোসেন খান। ভাষা আন্দোলনেও অংশ নেন তিনি।

১৯৪৯ সালে এম এ ক্লাসে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজার্ভার (পরবর্তীতে বাংলাদেশ অবজার্ভার) এর সহ-সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। তখন থেকেই তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯৫১ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, পাবলিসিটি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। আসলে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে হয়তো তিনি দ্বিধায় ছিলেন। এ সময় তিনি দৈনিক পাকিস্তান টাইমসের (লাহোর) ঢাকা করেসপন্ডেন্ট ও ব্যুরো চিফ নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শ্রমিক আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান এক গর্বের ইতিহাস। ১৯৬৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদের (ইস্ট পাকিস্তান ওয়ার্কার্স কাউন্সিল) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৬৩-১৯৭০ সাল পর্যন্ত বহু শ্রমিক আন্দোলন,

ভূমিকম্প মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু?

॥ ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ॥



কৃষক আন্দোলন ও ঘেরাও আন্দোলনে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। ১৯৬৭-৬৯ তিনি দুবার ১৪ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৬৯ সালে তিনি বেসরকারি খাতে এক সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং ঢাকায় গড়ে ওঠা ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির (ঊঘঅ) তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঢাকা টাইমসের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত পাকিস্তান ইউনাইটেড ন্যাশানস অ্যাসোসিয়েশনের (ইস্ট জোন) প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ছিলেন। এ সংগঠনই পরে হয় 'বাংলাদেশ-ইউনাইটেড ন্যাশানস অ্যাসোসিয়েশন'।

১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শ্রমিক ফেডারেশন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কর্তৃক পরিচালিত ত্রিপুরার শ্রীনগর ক্যাম্পে অবস্থান নেন এবং যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আসামের রাজধানী শিলংয়ে বাংলাদেশ মিশনে অবস্থিত 'লিবারেশন লিয়াজোঁ সি কমিটির' সদস্য এবং কলকাতা সিপিআই(এম) অফিসে অবস্থিত বাংলাদেশ লিবারেশন কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগঠক ও নেতা ছিলেন সিরাজুল হোসেন খান। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ- এ সময়ে সাংবাদিকতা, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় রাজনীতি নিয়ে খুবই সক্রিয় ছিলেন তিনি।

একজন আদর্শনিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ হিসেবে কখনো কৃষক আন্দোলন, কখনো শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও জাতীয় রাজনীতির প্রতিটি সঙ্কটকালে সামনের কাতারে দেখা গেছে তাকে। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা হিসেবে পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃক জারিকৃত প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বিরোধী আন্দোলনে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। শ্রমিক আন্দোলনে সিরাজুল হোসেন খানের অবদান অপরিসীম। ওয়াসা শ্রমিক ইউনিয়ন, টোব্যাকো শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ১৯৬৪ সালে গঠিত চা শ্রমিক সঙ্ঘের তিনি উপদেষ্টা হিসেবে শ্রমিকদের বহু সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে তার সাহসী নেতৃত্ব ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে গঠিত জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের (জাগমুই) তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যার সভাপতি ছিলেন বর্ষীয়ান জননেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'গণতান্ত্রিক পার্টি'র তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৮২ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে বিএনপি, গণতান্ত্রিক পার্টি ও অন্য পাঁচটি দল নিয়ে গঠিত ৭ দলীয় ঐক্যজোটে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ১৫ দলীয় জোটের যুগপৎ আন্দোলনে গণতান্ত্রিক পার্টি প্রধান হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে বিএনপির একাংশ, ইউপিপি, গণতান্ত্রিক পার্টির সাথে এরশাদ সরকারের রাজনৈতিক সমঝোতা হলে গঠিত হয় 'জাতীয় ফ্রন্ট'। জাতীয় ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার হয়। ১৯৮৫ সালের ৩ জুলাই সিরাজুল হোসেন খান এরশাদ সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এ যোগদানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশার কথা, মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েও তিনি একজন সৎ ও ন্যায়বান মন্ত্রী হিসেবে তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন এবং তার রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী কিছু কিছু ভালো উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করেন। জাতীয় ফ্রন্ট পরবর্তীকালে জাতীয় পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তিনি তথ্য, ভূমি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেন।

মৎস্য মন্ত্রণালয়ে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন তিনি। তিনি বঙ্গোপসাগরে বিএফডিসি জাহাজ 'অনুসন্ধানী'কে সমুদ্রে মৎস্য গবেষণার কাজে প্রেরণ করেন এবং গভীর সমুদ্রে মা চিংড়ি (গড়ঃযবৎ ঝযৎরসঢ়) রিজার্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগর, নদী, পুকুর, বিল, হাওর, বাঁওড়ে মৎস্য চাষ বৃদ্ধিতে মৎস্য বিভাগকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তোলেন। ঝিমিয়ে পড়া মৎস্য মন্ত্রণালয় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়।

'জাল যার জলা তার'

জলমহালে জেলেদের অধিকার রক্ষায় 'জাল যার জলা তার' নীতি বাস্তবায়ন করেন। বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের তিনি 'জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি'তে ঐক্যবদ্ধ করেন। জলমহালের চারপাশে বসবাসরত জেলেরাই সংশ্লিষ্ট জলমহালে মৎস্য চাষ করবেন মর্মে তাদের মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদফতর থেকে 'অধিকার পত্র' দেয়া হয় এবং ১৯৯০ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মৎস্যজীবী সমাবেশে 'জাল যার জলা তার' নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মরহুম রাষ্ট্রপতি এরশাদ। পরবর্তীতে সুনামগঞ্জের মহাশিং নদী তীরে এক ঐতিহাসিক 'জেলে মহাসমাবেশে' রাষ্ট্রপতি এরশাদের উপস্থিতিতে 'নদী তীরবর্তী জেলেদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'অধিকারপত্র' বিতরণ করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। শুধু তাই নয়, 'জাল যার জলা তার' নীতির আওতাধীন জলমহালগুলোতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা হয় এবং মাছ রফতানিতেও বাংলাদেশ আরো অগ্রসর হয়।

চিংড়ি চাষ উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া মৌজার গুটিকয়েক ব্যক্তি পরিবারের কাছে রক্ষিত চিংড়ি চাষের জমি শত শত ক্ষুদ্র চাষি ও মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

ফারাক্কা লং মার্চে

১৯৭৬ সালের ১৬ ও ১৭ মে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে মওলানা ভাসানী ঘোষিত লং মার্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সিরাজুল হোসেন খান। লাখ লাখ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও জনতার মিছিলে রাজশাহীর মাদরাসা ময়দান থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে সবার সাথে পায়ে হেঁটে অংশ নেন এবং মওলানা ভাসানীর সাথে ফারাক্কা মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

১৯৯৭ সালের মে মাসে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বার্থ ও সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে যে কয়জন নেতৃত্বের অগ্রভাগে ছিলেন সিরাজুল হোসেন খান তাদের অন্যতম। কিন্তু সাংবাদিকতার মোহের জগৎ তাকে বন্দী করে রাখতে পারেনি শুধুই লেখালেখির জগতে। তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন কারখানার মেহনতি শ্রমিকদের পাশে, গড়ে তুলেছিলেন শ্রমিক আন্দোলন। তিনি বিভিন্ন আন্দোলন আর সংগ্রামকে দেখেছেন শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে। তাই জাতীয় মুক্তির জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণে তার কোনো দোদুল্যমানতা ছিল না। ভেবেছিলেন, দেশের স্বাধীনতার ফলে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় সূচিত হবে।

জীবনে প্রাপ্তি ও পূর্ণতার মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরদিনের হলেও, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তা একই রূপে আবির্ভূত হয় না। কারো কারো জীবন প্রাপ্তি ও পূর্ণতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে টিকে থাকে- মানুষ সে জীবনকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয় এবং স্মরণের জগতে লালন করে। এমনই একজন মানুষ সিরাজুল হোসেন খান।

সিরাজুল হোসেন খানের মৃত্যুর পর দীর্ঘ ১৬ বছর সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু যে জীবনকে তিনি রেখে গেছেন তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ, ভক্ত আর অনুসারীদের কাছে, সে জীবনের মৃত্যু নেই। এ জীবন বেঁচে থাকে কালের যাত্রাপথে, মানুষের জীবনে আলোকবর্তিকা হিসেবে।

ক্ষমতার দাবিদার সব পক্ষই হোক মুক্তিযুদ্ধপন্থি

॥ মো. আবদুর রহিম ॥

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। সেখানে দুটি পক্ষ ছিল। এক পক্ষ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে; প্রয়োজনে জীবন দিয়েছে। আরেকটি পক্ষও যুদ্ধ করেছে, তবে পাকিস্তানের পক্ষে। দেশমাতৃকার সঙ্গে বেইমানি করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় হয়েছে চূড়ান্তভাবে। কিন্তু তারা ঘাপটি মেরে রয়ে গেছে আমাদের মধ্যেই। যারা একসময় এ দেশের জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল; বাঙালির মৌল চেতনার বিরোধিতা করেছিল; রক্ত-মাংসে মিশে আছে যাদের পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণা; তারা প্রকাশ্য রাজনীতিও করে যাচ্ছে। সত্য যে, শুভশক্তির সমান্তরালে একটি পরাজিত শক্তি বা প্রগতিবিরোধী শক্তির উপস্থিতিও সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এরা পরজীবী উদ্ভিদ রূপে প্রথমে আশ্রয় নেয়, অতঃপর মূলব্ক্ষটিকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়। এ জন্য তা শুরুতেই সমূলে উৎপাটন করা শ্রেয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ফলে এরা ছোবল মেরেছিল কাছ থেকে। শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে বসবাসের জন্য বাংলাদেশকে এর কড়া মূল্য দিতে হয়েছে বারবার।

১৯৭৫ সালের কুশীলবরা বঙ্গবন্ধুর আশপাশে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছিল। কেন এবং কীভাবে–সে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে। যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই 'মুক্তিযোদ্ধা' পরিচয় ছিল। প্রশ্ন হলো–পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এটাই সত্য–প্রতিপক্ষ সব সময় অন্য পক্ষের মধ্যেই নিজেদের চর সৃষ্টি করে। সুযোগ বুঝে চূড়ান্ত আঘাত তারাই করে। পলাশীর ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

এই আলোকে পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনীতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির হাতে চলে যায় রাষ্ট্র। এ কথা বোঝা যায় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের ভাষা থেকে। সেখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক পরিবর্তন' হিসেবে বলা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও মার্শাল ল জারি করার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের কোনো কোর্ট এমনকি সুপ্রিম কোর্টও কোনো বিচার অথবা কোনো সংস্থা কর্তৃক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগও আনা যাবে না। শেখ মুজিবের চিরশত্রুর কাছেও তো নারী-শিশু-প্রতিবন্ধীসহ জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মম হত্যা করার ঘটনা 'ঐতিহাসিক পরিবর্তন' হতে পারে না। যে কোনো বিচারে সেটি ছিল মানবতাবিরোধী অপরাধ।

পঁচাত্তরে নীলনকশা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে আনা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়া নিজের অজান্তেই ১৫ আগস্টের অন্তরালের শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যদি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতেন, তবে ইতিহাসে তাঁর স্থান ভিন্ন হতে পারত। বড় কথা, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে যেসব ব্যক্তি ও দল স্বাধীন দেশে পরিত্যক্ত হয়ে যায়; জেনারেল জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দলে তারা পুনর্বাসিত হতে থাকে। জেনারেল এরশাদের সময়েও সে ধারা অব্যাহত থাকে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনিরা এরশাদের শাসনামলে ফ্রিডম পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে এদের সংসদে বসার সুযোগ করে দেন। এ ছাড়াও খালেদা জিয়ার শাসনামলে সাম্প্রদায়িক, দেশবিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির ওপর প্রকাশ্যে আক্রমণকারীরূপে আবির্ভূত হয় ১৯৭১ সালের মতো। বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শেখ হাসিনার ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর খালেদা জিয়া সরকারের ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির পৃষ্ঠপোষকরূপে চিহ্নিত হয়। অবশ্য পরে জানা গেল, এ আক্রমণের সঙ্গে সরকারেরই একটা অংশ জড়িয়ে পড়েছিল। কী দুর্ভাগ্য জাতির!

বাম রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশে। কিন্তু এসব দলের একটি অংশ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জেনে-না জেনে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গেছে। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রগতিশীল অংশটিও এমন সব জটিল আর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। তারা এমন সব কথাবার্তা বলে, জনগণ তার আগামাথা কিছু বোঝে না।

বাম রাজনৈতিক দলগুলোর একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশে। কিন্তু এসব দলের একটি অংশ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জেনে-না জেনে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গেছে। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রগতিশীল অংশটিও এমন সব জটিল আর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। তারা এমন সব কথাবার্তা বলে, জনগণ তার আগামাথা কিছু বোঝে না।

স্বীকার করতে হবে, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার মতো অনেক এজেন্ডা আওয়ামী লীগেরই একটি অংশ তৈরি করে দেয়। সেসব কাজে লাগিয়ে জনসমর্থন অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু সেসব দলকে অবধারিতভাবেই বাংলাদেশের পক্ষের দল হতে হবে। ২০১৪ ও '১৮ সালে অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের তেমন মাথাব্যথা না থাকার কারণ কি এই–তাদের হাতে আওয়ামী লীগের বিকল্প মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোনো রাজনৈতিক শক্তি না থাকা? ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর বিএনপি দেড় মাসও ক্ষমতায় থাকতে না পারার কারণ কি ঠিক এর উল্টো? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা প্রয়োজন।

প্রকাশ্যে বা ঘোমটা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ পরিপন্থি কোনো দল বা জোট অথবা জোটের একাংশের পজিশনে বা অপজিশনে আসন পাওয়া মুক্তিযুদ্ধের নৈতিক পরাজয়ের শামিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিক মৌসুমি রাজনীতিকের আবির্ভাব। নির্বাচনের আগে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরনের রাজনীতিক সক্রিয় হয়। জনগণ চায় রাজনীতি থাকুক পেশাদার রাজনীতিবিদের হাতে। তারা হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী; অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ভাবধারার দেশপ্রেমিক শক্তি।

লেখক: প্রাধ্যক্ষ, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মারুফ হোসেনের প্রশ্নঃ

আমার এক আত্মীয়ের জন্যে আজ আমি এ বিভাগের মাধ্যমে একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে এই চিঠি লিখছি।

আমার বন্ধু ইউএস সিটিজেন। সে ইউএস সিটিজেন হিসেবে তার বিবাহিত এবং অবিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে চায়। এখন তার জানার বিষয় হচ্ছে একজন ডিএস সিটিজেন তার অবিবাহিত বোনের সাথে বিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে পারে কিনা?

এ ব্যাপারে আপনার এই বিভাগের মাধ্যমে বিস্তারিত জানতে পারলে আমার বিশেষভাবে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

মারুফ হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথমেই বলতে চাই যে আপনার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি এবং তার উত্তর প্রকাশ করা হয়। সে কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন। প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন ইউএস সিটিজেন কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আপবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী, ২) সন্তান ২১ নিম্ন, ২১ উর্ধ, বিবাহিত এবং অবিবাহিত, ৩) মা-বাবা এবং ৪) ভাই বোন।

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনার ইউএস সিটিজেন বন্ধু তার বিবাহিত এবং অবিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ যে ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সাক্ষাত আত্মীয়দের জন্যে কোন অপেক্ষার নিয়ম নেই। কিন্তু ইউএস সিটিজেনের ভাই বোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সের পড়েন। এই ক্যাটাগরির অপেক্ষার নিয়ম আনুমানিক ১০ বছরের বেশি। আর এদের জন্যে আবেদন করতে নিম্নেন উল্লেখিত তথ্যপত্র

ব্রুকলীন থেকে এনায়েত খানের প্রশ্নঃ

আমার খালু তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। আবেদনে উল্লেখ করা ছিলো যে তিনি বিবাহিত এবং তার সন্তান আছে। কিন্তু যখন ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন হয়েছিলো- ঐ এপ্রুভাল নোটিশে শুধুমাত্র তার ভাইয়ের নাম উল্লেখ ছিলো এ জন্যে এখন আমার জানার বিষয় ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি প্রক্রিয়ায় তার স্পাউস এবং সন্তান পেপার ওয়ার্কের জন্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনার আবেদনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়অর জন্য প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।



লাগবেঃ

ক) ফরম আই-১৩০, খ) পিজিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট, ৩) বার্থ সার্টিফিকেট কপি, ৪) যথাযথ ইমিগ্রেশন ফিস।

আর বেনিফিশিয়ারির জন্যে লাগবেঃ

বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ২) বিবাহিতদের জন্যে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি, ৩) সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৪) ডিভোর্স হলে তার সার্টিফিকেট।

আই-১৩০ গৃহিত হলে লাগবেঃ

কারেন্ট জব লেটার, ২) ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ট্যাক্স রিটার্নের কপি।

হচ্ছে তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং সন্তানের ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

এনায়েত খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমার ধারণা ঐ ভাই অবিবাহিত এবং ২১ নিম্ন বয়সের। ডিরাইভেটিভ বেনিফিশিয়ারি হিসেবে খালুর সাথে ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য কোয়ালিফাই করবেন। ডিরাইভেটিভ বেবিফিশিয়ারি হচ্ছে একজন ইমিগ্র্যান্ট হবেন এমন ব্যক্তির স্পাউস এবং অনুর্ধ ও অবিবাহিত।

এই অবিবাহিত এবং অনুর্ধ ২১ বছর বয়সের সন্তান ঐ ব্যক্তির ফ্যামিলি অথবা এমপ্লয়মেন্ট প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে পড়ে। আপনার খালু তার ভাইয়ের জন্য পিটিশন ফাইল করেছেন। এরপর

নিউইয়র্ক থেকে হায়দার আলীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার মা-বাবা আমাদের আবেদনে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসে ১ বছর থাকার পর দেশে গেছেন। কিন্তু বিনা অনুমতিতে তারা সেখানে ২ বছর রয়ে গেছেন। আমার মা-বাবাতো এখন আর এখানে আসতে পারছেন না। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

হায়দার আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী বিনা অনুমতিতে এদেশের বাইরে গেলে তারা ১ বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে পারেন।

আপনাকে আই-১৩১ ফরম পুরণ করে ফিস এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে ইউএস সিআইএস'এ মেইল করতে হবে। এরপর আপনাকে বাইরে থাকার জন্য ২ বছরের অনুমতি দেয়া হবে।

পুনঃ প্রবেশের অনুমতির তারিখ শেখ হওয়ার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই এদেশে ফিরে আসতে হবে। আবার ইউএসএর বাইরে ভ্রমণে আসতে আপনাকে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সেকারণে একজন, গ্রিনকার্ডধারী যদি ১ বছরের অধিক সময় ইউএস এর বাইরে থাকতে চান অথবা পুনঃ প্রবেশের বৈধ সময় পার হয়ে যাবার পর, আপনাকে ইউএসএ প্রবেশের জন্য নতুন করে ইমিগ্রেশন ভিসা নিতে হবে।

এ ব্যাপারে আমেরিকান দূতাবাসে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হবেন যে আপনি এসবিআই ভিসার জন্য উপযুক্ত কিনা। আর প্রয়োজনে বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

মার্চ ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র, কন্যা গণ,

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানঃ চলতি।

বি. (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা ততোর্ধ)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

বিস্তারিত জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ইউক্রেন যুদ্ধ: নিষেধাজ্ঞার এক বছরে রাশিয়া কতটা কাবু

॥ সের্গেই আলেকসাশেঙ্কো ॥

ইউরোপে গ্যাস রপ্তানির ওপর ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা না দিলেও পুতিনের 'ঠান্ডায় জমিয়ে দাও ও শত্রুদের বিভক্ত করো' নীতির অংশ হিসেবে রাশিয়া গ্যাসের উৎপাদন ১৮-২০ শতাংশ কমিয়ে ফেলেছে। অবস্থার বদল না হলে চলতি বছর আরও ৭-৮ শতাংশ গ্যাস উত্তোলন কমে যাবে। এতে গোটা ইউরোপে গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার পর পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছিল। এটি রুশ অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এরপরও দেশটি যে ধরনের অর্থনৈতিক ধসের মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তেমনটা ঘটেনি। এ কারণেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ বছরের শুরুতেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, '২০২২ সাল আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করার বছর ছিল। তবে আমরা সব বাধা সফলতার সঙ্গে উতরাতে সক্ষম হয়েছি।'

প্রকৃতপক্ষেই পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার অর্থনীতিকে এতটা খর্ব করতে পারেনি যে ক্রেমলিন ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবে। ২০২২ সালের ঘটনাপ্রবাহ আমাদের নিশ্চিত করেছে, অর্থনৈতিক অস্থিরতার মুখে পড়লেও ক্রেমলিন তার রাজনৈতিক প্রভাবকে অটুট রাখতে পেরেছে।

এত নিষেধাজ্ঞার পরও রাশিয়ার অর্থনীতির টিকে থাকার ক্ষমতার পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৃত্তে দেশটির দৃঢ় অবস্থান। বিশেষ করে প্রযুক্তিনির্ভর শৃঙ্খলের প্রাথমিক পর্যায়ে যে প্রাকৃতিক শিল্পপণ্য অপরিহার্য, তার অন্যতম সরবরাহকারী দেশ হলো রাশিয়া। এটিই তার বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

যেহেতু জ্বালানি ও খাদ্যশস্যের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানো ছাড়া বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, সে কারণে বিশ্ববাজারে রাশিয়ার কাঁচামালের চাহিদা এখনো অটুট রয়েছে। এটিই রাশিয়াকে আরোপিত অবরোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছে।

২০২১ সালে বিশ্ববাজারে মোট সরবরাহকৃত তেলের ১৭.৫ শতাংশ, প্যালাডিয়ামের ৪৭ শতাংশ, নিকেলের ১৬.৭ শতাংশ, অ্যালুমিনিয়ামের ১৩ শতাংশ এবং পটাশ সারের ২৫ শতাংশ রাশিয়া সরবরাহ করেছে। ধারণা করা হয়, একমাত্র বছরের পর বছর ধরে মন্দা ও মূল্যস্ফীতি যদি চলে, তাহলেই বিশ্ব অর্থনীতি রাশিয়ার কাঁচামাল আমদানি করা থেকে বিরত থাকতে পারে। কিন্তু সে ধরনের মূল্য দেওয়ার বিষয়ে পশ্চিমা রাজনীতিকদের আগ্রহ নেই।

২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাজারে রাশিয়ার অ্যালুমিনিয়ামের প্রবেশ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল; আর তাতেই সে বছর অ্যালুমিনিয়ামের দর ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। চাপে পড়ে পরে হোয়াইট হাউসকে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হয়েছিল।

ইউরোপে গ্যাস রপ্তানির ওপর ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা না দিলেও পুতিনের 'ঠান্ডায় জমিয়ে দাও ও শত্রুদের বিভক্ত করো' নীতির অংশ হিসেবে রাশিয়া গ্যাসের উৎপাদন ১৮-২০ শতাংশ কমিয়ে ফেলেছে। অবস্থার বদল না হলে চলতি বছর আরও ৭-৮ শতাংশ গ্যাস উত্তোলন কমে যাবে। এতে গোটা ইউরোপে গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

অনেকটা সে কারণে ২০২২ সালে পশ্চিমারা রাশিয়ার অ্যালুমিনিয়ামের ওপর নিষেধাজ্ঞা না দিয়ে ইস্পাত, কয়লা, প্রক্রিয়াজাত কাঠের মতো এমন সব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যেগুলোর ওপর পশ্চিমারা শতভাগ নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এসব কাঁচামাল রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি কাঁচামাল নয়। ২০২১ সালে রাশিয়া এসব পণ্যের সম্মিলিত রপ্তানির অর্থের পরিমাণ ছিল তার মোট রপ্তানির মাত্র ১১.৭ শতাংশ। ফলে এসব পণ্য ইউরোপে রপ্তানি করতে না পারায় রাশিয়ার অর্থনীতি বিশেষ কোনো চাপে পড়েনি। কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাশিয়ার এসব কাঁচামালের অভাবে বেকায়দায় পড়েছে।

রাশিয়ার তেলশিল্প-সংক্রান্ত ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা যতটা না রাশিয়ার তেল উৎপাদন ঠেকানোকে নিশানা করেছে, তার চেয়ে তারা তেলের বিক্রয়লব্ধ রাজস্ব কমানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছে। উৎপাদনে বাধা না পাওয়ায় রাশিয়ার তেল উৎপাদন আগের চেয়ে

বেড়েছে। ২০২২ সালে তাদের তেল উৎপাদন ২ শতাংশ বেড়েছে। রাশিয়া থেকে পরিশোধিত তেল আমদানির নিষেধাজ্ঞা ইইউ কার্যকর করলেও এটি রাশিয়ার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এমন কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত রাশিয়া গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপাদন ৭ শতাংশ বাড়িয়েছে।

রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্যিই কি কাজ করছে?

ইউক্রেন যুদ্ধ খুব শিগগির শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। এর মানে কি রাশিয়ার ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছে?

তবে ইউরোপে গ্যাস রপ্তানির ওপর ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা না দিলেও পুতিনের 'ঠান্ডায় জমিয়ে দাও ও শত্রুদের বিভক্ত করো' নীতির অংশ হিসেবে রাশিয়া গ্যাসের উৎপাদন ১৮-২০ শতাংশ কমিয়ে ফেলেছে। অবস্থার বদল না হলে চলতি বছর আরও ৭-৮ শতাংশ গ্যাস উত্তোলন কমে যাবে। এতে গোটা ইউরোপে গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

রাশিয়ার ওপর যেসব আর্থিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা তাদের অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অর্থ জব্দ করা, লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা ও বিশ্ব পুঁজিবাজারে নিষেধাজ্ঞা ক্রেমলিনকে চিন্তায় ফেলেছে। তবে তাতে রাশিয়া দিশাহারা হয়নি।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

লেখক: সের্গেই আলেকসাশেঙ্কো রাশিয়ার সাবেক উপ-অর্থমন্ত্রী

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

একটি বুড়ো শালিকের আত্মকথা!

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

মনুষ্যসমাজের মতো আমাদের পাখিমহলেও বুড়োদের কেউ দেখতে পারে না। আমার বংশের নাতি-পুতিরা সময়-সুযোগ পেলে যেমন আমাকে নিয়ে মশকারা করতে ছাড়ে না, তদ্রুপ সুন্দরী যুবতী শ্যালিকারা আমার শরীর ঘেঁষে যখন সমধুর কণ্ঠে গান গাওয়া শুরু করে তখন কেন জানি আমার বৃদ্ধা স্ত্রীর খুব রাগ হয়। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে থাকেন- বুড়োটার কেন মরণ হয় না। এত শ্যালিকা হররোজ মরছে আর বুড়োটা কেবলই দিন দিন জওয়ান হয়ে উঠছে। স্ত্রীর মতো আমার সন্তান-সন্ততিরাও মাঝে মধ্যে আমার ওপর বিরক্ত হয়। বিশেষ করে আমি যখন তাদেরকে আমার অভিজ্ঞতা-সফলতার কাহিনী বলি এবং মাঝে মধ্যে বিভিন্ন উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করি তখন তারা গাল ফুলিয়ে এমন একটা ভাব ধরে যা দেখলে আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি- স্বজাতিকে আর কিছু বলব না। তার চেয়ে বরং মনুষ্যজাতিকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করব।

আমার কথা শুনে আপনারা যারা ভাবছেন, একটি বুড়ো শালিকের এমন কী অভিজ্ঞতা রয়েছে যা শুনে আমরা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করব, তাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি- প্লিজ, আমার কথাগুলো শুনুন। আপনাদের প্রতি আমার একটি অধিকার রয়েছে। আমার যৌবনের পুরোটা সময় আমি গান গেয়ে আপনাদের আনন্দ দিয়েছি। মাঝে মধ্যে নেচেছি। গাছের মগডালে বসে আপনাদের বাহারি মস্তক, শরীরের নড়াচড়া ও আজব কর্মকান্ড দেখেছি। আপনাদের নৈতিক-অনৈতিক কথাবার্তা শুনেছি। আবার অনাবিল আনন্দ, ক্রীড়া-কৌতুকও দেখেছি। আপনাদের কারো কারো আচরণে আমি লজ্জিত হয়েছি। বিশেষ করে আপনারা যারা পার্কে শরীরচর্চার নাম করে পরস্ত্রী অথবা পরপুরুষের সাথে সন্ধ্যার পর ডলাডলি করেছেন বা করে চলেছেন তাদের প্রতি আমার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা নেই। কারণ ওসব কুকর্ম পাখিসমাজে কোনোকালেও ঘটেনি।



সুতরাং আপনারা যখন বনবাদাড় কিংবা উদ্যানের পরিবেশ নষ্ট করেন তখন আমাদের ক্ষোভ-ক্রোধ-লজ্জাশরমের মাত্রা অতিক্রম করে। তবুও আমরা ধৈর্যহারা হয়ে আপনাদের শরীরে মলত্যাগ করি না অথবা উঁচু মগডাল থেকে নেমে এসে ঝটিকা আক্রমণে আপনাদের ক্ষত-বিক্ষত করি না।

আজকের আত্মকথা শুরুর আগে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে কিছু বলে নিই। আপনারা সবাই জানেন, বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির শালিক রয়েছে। তবে ভাতশালিক ও গোশালিকের সংখ্যাই বেশি যদিও বাংলার গ্রামগঞ্জে গোশালিককে সবাই গুশালিক বলে। কিন্তু কেন আমার বংশের একটি উপজাতিকে আপনারা গুশালিক বলেন তা বলতে পারব না। তবে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য বলছি, কোনো শালিক মরে গেলেও গু খায় না। ভাতশালিক গোশালিক ছাড়াও আরেক অভিজাত শালিক রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় চিত্রাশালিক এবং আমি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে বয়স্ক পাখি যার রয়েছে কিংবদন্তির মজার সব অভিজ্ঞতা যা শুনলে আপনার কান একবার শীতল হবে, আবার পরক্ষণে গরম হয়ে যাবে।

আজকের আত্মকথন শুরুর আগে আমার সম্প্রদায় ও বাসস্থান সম্পর্কে কিছু বলে নিই। আমি থাকি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ধানমন্ডি লেকের পাড়ে অবস্থিত মস্ত বড় একটি গাছের মগডালে নির্মিত সুরম্য প্রাসাদে। আমার প্রাসাদ থেকে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে হররোজ যেসব কর্মকাণ্ড ঘটে তা যেমন দেখি, তদ্রুপ রবীন্দ্র সরোবরের হৈহুল্লোড়, দাপাদাপি-জড়াজড়ি ও মারামারিও দেখতে পারি। ধানমন্ডি লেকের পাড়ে অবস্থিত দুটো মসজিদের মুসল্লিদের ইবাদত-বন্দেগি ছাড়াও লেকের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রাতবিরাতে যারা নেশা করে তাদের কর্মকান্ডও দেখি। আমার প্রজাতির লাজুক উপজাতি ময়নারা ইতোমধ্যেই রাগ-অভিমান-লজ্জায় লেক এলাকা ছেড়ে পিলখানার বিজিবি সদর দফতরের গাছপালায় আশ্রয় নিয়েছে।

আপনারা হয়তো জানেন, শালিক বড্ড সামাজিক প্রাণী, এরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো দলীয় ফোরামে আলোচিত হয়। শালিকেরা মানুষ চিনতে পারে এবং মানুষের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করতে পারে। মানুষের কথা শুনে তারা মানুষদের আলাদা করে চিহ্নিত করে থাকে। শালিকদের দাম্পত্য সম্পর্কের মতো এত সুন্দর সম্পর্ক প্রকৃতিতে খুব অল্প প্রাণীর মধ্যেই লক্ষ করা যায়। স্বামী-স্ত্রী বেশির ভাগ সময় একত্রে চলাফেরা করে। এই মনুষ্যসমাজে জোড়াশালিক দর্শনকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা যায়। কিন্তু বুড়াকালে শালিকের স্ত্রীরা ঝগড়াঝাঁটি বেশি করে ও নিজেদের দল ভারী করার জন্য আরো অনেক বুড়ো-বুড়ি দলবদ্ধ হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ঝগড়া শুরু করে যা শালিক সমাজে রীতিমতো নাটক-সিনেমার মতো।

শালিক সমাজ বাদ দিয়ে এবার মনুষ্যসমাজের গল্প বলি। আমার গল্পগুলো বেশি দিনের পুরোনো নয়। আমার বয়স এখন ছয় বছর এবং শালিকদের মধ্যে এত সময় ধরে কেউ বাঁচে না। ভাতশালিক-গোশালিক তিন-চার বছর বাঁচে। আর আমার প্রজাতি অর্থাৎ চিত্রাশালিকেরা বাঁচে পাঁচ বছর। সুতরাং শালিক সমাজে বিশেষ করে ধানমন্ডি লেকের আশপাশে আমার চেয়ে প্রবীণতম কেউ নেই। গত পাঁচ বছরে যা দেখেছি তা ক্ষেত্রবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়বিদারকও বটে। এক দিনের ঘটনা বলি। সেদিন সন্ধ্যার পর দুই চোর এসে আমার প্রাসাদসংলগ্ন একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াল। আপনি যদি তাদের পোশাক বেশভূষা দেখেন তবে নির্ঘাত অতি উঁচু মার্গের ধনী ও ভদ্রলোক বলে প্রথমেই ভুল করে বসবেন। চোর দু'টি একটি দামি মার্সিডিজ জিপ থেকে নামল। তাদের ঠোঁটে হাভানা চুরুট, পরনে ডানহিলের স্যুট, পায়ে বেল্লি ব্র্যান্ডের জুতো ও হাতে প্যাটেক ফিলিপের ঘড়ি ছিল।

আমি চোরদেরকে ভদ্রলোক ভেবে আমার প্রাসাদের উঁচুতলা থেকে নেমে এলাম এবং কাছাকাছি একটি ডালের ওপর বসে তাদের দেখতে লাগলাম। তাদের ব্যাপারে আমার উৎসাহ-উদ্দীপনার মূল কারণ ছিল তাদের বেশভূষা। সন্ধ্যার পর ধানমন্ডি লেকের অন্ধকার এলাকায় যারা বসে তাদের বেশির ভাগই দু'নম্বরি থেকে চৌদ্দনম্বরি ধান্ধার লোক হয়। তারা মনুষ্য সমাজের নোংরা কাজগুলো করে আবার মাঝে মধ্যে এত অশ্লীল কর্ম করে যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না, তো আমার প্রাসাদ সংলগ্ন অন্ধকার স্থানে যখন দামি গাড়ি থেকে নেমে আসা কেতাদুরস্ত দুই আদম সন্তানকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম তখন তাদের সম্পর্কে আমার আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে গেল। আমি গাছের ডালে বসে তাদের কথোপকথন শুনতে পেলাম।

লোক দু'টির কথা শুনে মনে হলো, তারা বিদেশী। তবে তাদের ভাষা বাংলা। নিজ দেশে ও এই দেশে তাদের যোগাযোগ অতি উঁচুপর্যায়ে রয়েছে। তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দালালি ও মুদ্রা পাচার নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিল। গত পাঁচ বছরে লোক দু'টি মোট কত টাকার দালালি করেছে এবং কাকে কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তা নিয়ে কথা বলছিল। তারা ব্যবসায় হাসিলের জন্য কোনো ব্যক্তিকে দেশ-বিদেশের কোন হোটেলে বলিউড, ঢালিউড, মস্কো-লেবাননের কোন সুন্দরীকে কয়দিনের জন্য কত টাকায় ভাড়া করে এনেছিল তা নিয়ে ফিসফিস করে এমন সব কথা বলল যা শুনে আমার কান গরম হয়ে গেল এবং বুড়ো শরীরে কিছুটা হলেও অস্থিরতা শুরু হলো।

ভদ্রবেশী চোর দুটো মুদ্রাপাচারের রুট সম্পর্কে যে কথা বলল তা শুনে আমি তো রীতিমতো থ বনে গেলাম। নগদ অর্থ ডলার-পাউন্ডে রূপান্তর করে কিভাবে বিমান, সমুদ্রপথ ও স্থলপথে প্রতিবেশী দেশ হয়ে দুবাই যায় এবং এই কাজের সাথে দালাল ফড়িয়া, দুর্নীতিবাজ কর্তারা কিভাবে জড়ায় তা মাঝে মধ্যে অতি লোভের কারণে অপরাধজগতে বিশেষ সীমান্তে যে খুন খারাবি হয় তা তারা অকপটে বলতে থাকল। দেশের কিছু ব্যবসায়ী নামধারী টাউট ব্যাংক, বীমা, শেয়ারবাজার কিভাবে বস্তাভর্তি নগদ অর্থ কনটেইনারে করে বেগমপাড়ায় পাঠিয়ে দেয় সে কথা যেমন বলল- তেমনি সোনা, হীরা ও সাদাকর চালানের সাথে হুন্ডি ব্যবসার সংযোগ এবং ক্ষমতার স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে নিয়মিত বখরা দেয়ার পরও ক্ষমতাধররা কিভাবে বেঈমানি করে তা শুনে আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে পড়লাম।

তাদের কথা শুনে মনে হলো, আজ তাদের মন খারাপ। তারা জনৈক দুরাচারের নামে অনেকগুলো বাড়ি কিনে দিয়েছে বিদেশের মাটিতে যার আর্থিক মূল্য কয়েক শ' কোটি টাকা। সেই দুরাচার তাদের পাওনা পরিশোধ না করে আরেকটি চোর সিন্ডিকেটের সাথে হাত মিলিয়েছে। এ অবস্থায় আলোচ্য চোর-যুগল সেই দুরাচারকে শায়েস্তা করার জন্য আরেক দুরাচারকে কিভাবে ভাড়া করেছে তা শুনে আমি তাদের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলাম না। তারা গভীর রাত পর্যন্ত আমার প্রাসাদের নিম্নাঞ্চলের মাটি-বাতাস অপবিত্র করল এবং নানান অজানা তথ্য নিজেদের অজান্তে আমাকে জানিয়ে গভীর রাতে স্থান ত্যাগ করল।

চোরদের কথাবার্তা শুনে আমার রীতিমতো বমি চলে এলো। ইচ্ছে হলো, লেকের পানিতে গোসল করে তারপর পবিত্র হয়ে আমার প্রাসাদে ঢুকি। কিন্তু ২০২৩ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিনের মধ্যরাতে ধানমন্ডি লেকে বেশ ঠান্ডা পড়েছিল। তাই গোসল করলে ঠান্ডাজ্বর কিংবা নিউমোনিয়া হতে পারে এই ভয়ে অপবিত্র ইন্দ্রিয় নিয়ে আমার পবিত্র প্রাসাদে প্রবেশ করলাম বটে- কিন্তু সারাটা রাত একটুও ঘুমোতে পারলাম না। আমার নির্ঘুম শরীরের অতিরিক্ত নড়াচড়া দেখে বুড়ি বউ ফ্যাচর ফ্যাচর শুরু করল। অন্যদিন হলে হয়তো দু'ঘা বসিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার মনটা এতটা অশান্ত ছিল যে, চোরদের কথার চেয়ে বুড়ির খিস্তিখেউর রীতিমতো অমৃত সুধার মতো মনে হতে থাকল।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



জালালাবাদ এসোসিয়েশনের চলমান সংকট নিরসনের উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

সেলিম, আব্দুল হাসিব মামুন, আহমেদ জিলু ও জেড চৌধুরী জুয়েল। তারা রোববার এক বিবৃতিতে এই উদ্যোগের কথা জানান।

বিবৃতিতে তারা প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক' এর বর্তমান সংকটের বিষয়ে আপনারা সবাই অবশ্যই অবগত আছেন। এই সংকটের কারনে যাতে আমাদের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় এবং জালালাবাদবাসীর মধ্যে যাতে দ্বিধা বিভক্তি বা কোন ধরনের অনৈক্য সৃষ্টি না হয়, সেই লক্ষ্যে আমরা সংগঠনের সাবেক ছয়জন সাধারণ সম্পাদক একটি উদ্যোগ গ্রহন করেছি। সংকটের সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছি। আপনারা শুনে খুশী হবেন ইতিমধ্যে বর্তমান সভাপতি বদরুল হোসেন খান, কার্যকরী পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড এবং সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের এই উদ্যোগ-কে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে সর্বাত্বক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাদের এই উদার মানসিকতার জন্য জালালাবাদবাসীর পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একই সাথে চলমান সংকট নিরসনে সকল জালালাবাদবাসীর সহযোগিতা কামনা করছি।

বিবৃতিতে বলা হয়: সমস্যাটি সমাধানের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে সবিনয় অনুরোধ আপনারা বর্তমান সংকট বা এই সম্পর্কিত অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া অথবা অন্য যেকোন মাধ্যমে কোন ধরনের মন্তব্য করা বা খবর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন। আমরা জালালাবাদবাসিকে আস্বস্থ করতে চাই যে, আমরা শুধুমাত্র সমঝোতার স্বার্থে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবো। সম্পুর্ণ নিরপেক্ষভাবে সংগঠনের স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে একটা সুষ্ঠু, সুন্দর সমাধানের জন্য আপ্রান চেষ্টা করব। আমরা খুব শীঘ্রই সষ্ঠু সমাধানের একটি খসরা প্রস্তাবনা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চুড়ান্ত একটি প্রস্তাবনা তৈরী করবো।

বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান কার্যকরি পরিষদ ও ট্রাস্টিবোর্ড সদ্য বিদায় ট্রাস্টিবোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যবদি দায়িত্বপালনকারী সাবেক সকল সভাপতিবৃন্দ,সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্যবৃন্দ, সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, আজীবন সদস্যবৃন্দ এবং সিলেট বিভাগের সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমুহ একসাথে কাজ করলে এই সংকটের একটি সুষ্ঠু সমাধান অবশ্যই হবে। জালালাবাদবাসীর কাছে সবিনয় অনুরোধ একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন আমরা সময়ে সময়ে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করবো এবং প্রয়োজনমত আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নেব।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির অবনতি

তানজির আহমেদ রাসেল: বাংলাদেশে ইলেকটোরাল অটোক্রেসি বা নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র বিরাজ করছে। গণতন্ত্রের জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা। উদার গণতান্ত্রিক সূচক ও নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান গত বছরের তুলনায় এক ধাপ পিছিয়ে ১৪৭তম স্থানে চলে যাওয়ায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সুইডেনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসি'র (ভি-ডেম) 'ডিফাইঅ্যান্স ইন দ্য ফেস অব অটোক্রাটাইজেশন' শিরোনামের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত ৭ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের মানের সমীক্ষা প্রকাশ করে আসছে সুইডেনের গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি-ডেম ইনস্টিটিউট। সেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক পরিবেশ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ নানা গণতান্ত্রিক বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উদার গণতান্ত্রিক সূচকে ০.১১ স্কোর করে পৃথিবীর ১৭৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭তম। গতবার বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৬তম। গতবারের চেয়ে এবার স্কোর ০.০২ কমেছে। নির্বাচনী গণতান্ত্রিক সূচকে ০.২৮ স্কোর করে বাংলাদেশ বর্তমানে ১৩১তম অবস্থানে রয়েছে। আগের বছরের তুলনায় স্কোর ০.০৩ কমেছে। বাংলাদেশ উদার উপাদান সূচকে ১৫৫তম, সমতার উপাদান সূচকে ১৬৫তম, অংশগ্রহণমূলক উপাদান সূচকে ১৪২তম, সিদ্ধান্তমূলক উপাদান সূচকে ১৪৫তম অবস্থানে রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ, ৫.৭ বিলিয়ন মানুষ ২০২২ সাল নাগাদ স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে ছিল, ২০১২ সালে যা ছিল ৪৮ শতাংশ। ১০ বছরের ব্যবধানে যা ২৪ শতাংশ বেড়েছে। আর বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ মানুষ উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করে। উদার গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩২।

শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে বাংলাদেশকে রাখা হয়েছে নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র ক্যাটাগরিতে, যেখানে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা স্থান করে নিচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশের সাথে ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া ও তুরস্কসহ আরও ৫৫টি দেশকে নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। উদার গণতান্ত্রিক সূচকে ভারতের অবস্থান ৯৭তম। নির্বাচনী গণতন্ত্রের সূচকে ১০৮তম। এই দুই ক্যাটাগরিতে ভারতের অবস্থান পিছিয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী উদার গণতান্ত্রিক সূচকে ভারতের প্রায় ২৩ শতাংশ অবনতি হয়েছে। গত দশ বছরে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে আকস্মিক পতনের মধ্যে এটি অন্যতম। বিপন্ন গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যে নিষেধাজ্ঞা আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা পতনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৩০ কোটি নাগরিকের দেশ ভারত নির্বাচনী স্বৈরাচারের দেশে পরিণত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে একই তালিকায় রয়েছে হাঙ্গেরি ও তুরস্ক।

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

সুদান-ইসরাইল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ

॥ মো: বজলুর রশীদ ॥

ইসরাইল দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছে, কিন্তু সম্প্রতি ইথিওপিয়ায় নিযুক্ত ইসরাইলের রাষ্ট্রদূতকে আফ্রিকান ইউনিয়নের শীর্ষ সম্মেলন থেকে বহিষ্কার করা নিয়ে হইচই হলেও সুদান ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ করছে। চলতি ২ ফেব্রুয়ারি সুদানে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফর করেন এবং সুদান ও ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়েছেন।

সুদানের অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ওয়াশিংটনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। সুতরাং সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কোর পরে সুদান চতুর্থ দেশ হিসেবে তেলআবিবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করছে।

বশির সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন আনার জন্য ইসরাইল কাজ করেছে বলে জনশ্রুতি আছে। সম্পর্কোন্নয়নের কাজ সামরিক সরকারের সাথে হয়েছে, কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর করবে বেসামরিক সরকার। এই গণতন্ত্রপ্রীতি অনেক প্রশ্নবিদ্ধ। আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কোতে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার নেই। মরক্কোতে রাজার ইশারায় পার্লামেন্ট সদস্যরা নির্বাচিত হন। সেখানেও শেখডোমের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না, সুদানের সামনে আরো দুর্দিন আসছে।

২০২০ সালের ২৩ অক্টোবর আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সুদান ও ইসরাইলের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘোষণা দেন। এই সিদ্ধান্তের কিছু দিন আগে সুদানকে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ সমর্থনকারী দেশের তালিকা থেকে বাদ দেয়। এ জন্য সুদানকে অফিসিয়ালি প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়েছে- ৩৩৫ মিলিয়ন ডলার। সুদানের সাথে বরফ গলে যাওয়া আরব লিগের প্রসিদ্ধ 'তিন না', ইসরাইলের সাথে শান্তি নেই, ইসরাইলের সাথে কোনো আলোচনা নেই, ইসরাইলের কোনো স্বীকৃতি নেই, নামে পরিচিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটিও ভেস্তে যাচ্ছে। এর ফলে আরো আরব ও আফ্রিকান দেশ ইসরাইলের সাথে স্বাভাবিকীকরণে এগিয়ে আসবে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে অনেক দেশের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায় ইসরাইল- যেহেতু ইসরাইলি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আফ্রিকা মহাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই মহাদেশীয় দেশগুলোর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে তেলআবিব প্রশাসনের অগ্রাধিকার অ্যাজেন্ডায় রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আফ্রিকার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইসরাইলের প্রচেষ্টা নতুন নয়। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন সেই সময়ে কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পেতে আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক ইসরাইল-আফ্রিকা সম্পর্ক দ্রুত বিকশিত হয়। কিন্তু ১৯৭৩ সালে ইয়ুম কিপুর যুদ্ধ ও আরব দেশগুলোর তেল নিষেধাজ্ঞার কারণে বেশির ভাগ আফ্রিকান রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটিও ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৯০ সালে ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও) ও ইসরাইলের মধ্যে অসলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে তেলআবিব প্রশাসন আবার আফ্রিকার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করে। যাই হোক, আফ্রিকা মহাদেশের জন্য উদ্যোগগুলো মূলত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর যুগে গতি লাভ করেছিল। নেতানিয়াহুর এই প্রচেষ্টার ফলে চাদের সাথে সম্পর্ক হয়, যার সাথে ১৯৭২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ, যিনি নেতানিয়াহুর সক্রিয় আফ্রিকান নীতিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনিও এ অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে আহমাদিনেজাদের উত্তরসূরি হাসান রুহানি দীর্ঘদিন পররাষ্ট্রনীতিতে আফ্রিকান অ্যাজেন্ডাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছিলেন, যার ফলে মহাদেশে ইসরাইলের উপস্থিতি ও প্রসার সুবিধা পায়।

আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নত করা ইসরাইলের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ইসরাইল এমন একটি দেশ যাদের উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ কৃষিপদ্ধতি রয়েছে, তাদের প্রযুক্তি বৈশ্বিক কৃষিবাজারে স্থান পেয়েছে। ইসরাইলি কৃষি খাত, কৃষিপ্রযুক্তি, সেচ ব্যবস্থা এবং গরম ও শুষ্ক জলবায়ুর জন্য উপযুক্ত কৃষিসরঞ্জাম বিশ্বব্যাপী পরিচিত। আফ্রিকা মহাদেশে ইসরাইলি উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার উভয়ের জন্য বিশাল বাজার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

সুদান ২০২০ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতায় ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছিল। ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং মরক্কো আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ সম্পন্ন করেছে। ২০২১ সালে গোয়েন্দা মন্ত্রী হিসেবে কোহেন সুদানে রাজনৈতিক সফর করেছিলেন। ইসরাইলি সংবাদপত্র হারেৎজ ঘোষণা দেয়- আব্রাহাম চুক্তিতে যোগ দেয়ার পরবর্তী দেশ হবে সুদান। উল্লেখ্য, সুদানের সামরিক বাহিনী ২০২১ সালের অক্টোবরে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশটির দায়িত্বে রয়েছে, বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই সেনাঅভ্যুত্থানে ইসরাইলি গোয়েন্দাদের হাত রয়েছে। সেনারা বলছে, তারা বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক। বেসামরিক গোষ্ঠীগুলো চুক্তির বিরোধী। তারা চায়, যেকোনো চুক্তি অবশ্যই একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সংসদে অনুমোদিত হতে হবে যা এখনো গঠিত হয়নি।



আরেকটি বিষয় যা আফ্রিকাকে ইসরাইলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে তা হলো- নিরাপত্তা প্রযুক্তি রফতানি। উন্নত নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা প্রযুক্তির জন্য পরিচিত ইসরাইল ২০২১ সালে প্রতিরক্ষা রফতানি থেকে প্রায় ১১.৫ বিলিয়ন ডলার অর্জন করে। তেলআবিব প্রশাসন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রতিরক্ষা শিল্পের পণ্য রফতানি করে। এই রফতানির মধ্যে সাধারণত নজরদারি সিস্টেম, পরিধি সুরক্ষা ব্যবস্থা, সাইবার নিরাপত্তা সমাধান ও মনুষ্যবিহীন আকাশযানের মতো বিভিন্ন পণ্য অন্তর্ভুক্ত। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা ইস্যুতে লড়াই করা আফ্রিকান দেশগুলো ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তা ছাড়া, জাতিসঙ্ঘে প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলোর এক-চতুর্থাংশ আফ্রিকান রাষ্ট্র। ফিলিস্তিনি ইস্যুতে আফ্রিকান দেশগুলোর সমর্থন পাওয়া তেলআবিবের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে এই সফরের সময় উভয় পক্ষ চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। সুদানের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান বিষয়গুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুদান সরকারি বিবৃতিতে জানায়- নিরাপত্তা, কৃষি, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, পানি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।





> ***আব্রাহাম চুক্তির অগ্রগতি ও আলোচনা দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। যেভাবে একটির পর একটি আফ্রো-আরব দেশ যোগ দেয়ার চেষ্টা-ফিকির করছে তাতে আব্রাহাম চুক্তি বা সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরব বিশ্ব এখন ভুলে যাচ্ছে পূর্ব জেরুসালেমের কথা, পশ্চিম তীর দখল করার কথা। ভালো সম্পর্ক করতে গিয়ে প্রতিদিন গাজায় যে হারে মানুষ মারা হচ্ছে তাতে মনে হয় যেকোনো সময় গাজারও পতন হয়ে যাবে। মিসরের মতো অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও যেন গাজাকে হিসাব থেকে বিয়োগ দিয়ে রেখেছে!***

সমস্যা যে দিকেই মোড় নিক না কেন, আফ্রিকার দেশগুলোর কূটনৈতিক সমর্থন পাওয়া তেলআবিবের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে এই সফরের সময় উভয় পক্ষ চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। সুদানের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান বিষয়গুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুদান সরকারি বিবৃতিতে জানায়- নিরাপত্তা, কৃষি, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, পানি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ইসরাইল আফ্রিকান ইউনিয়নের সাথে শক্তিশালী সম্পর্কের পাশাপাশি আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে দৃঢ় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক রাখতে চায়। ঐতিহাসিকভাবে ইসরাইল আফ্রিকান ইউনিয়নের পূর্বসূরি অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির অংশ ছিল। ২০০২ সালে যখন আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির চাপে ইসরাইল সংস্থাটিতে তার পর্যবেক্ষকের মর্যাদা হারায়। ২০০৩ ও ২০১৬ সালে তেলআবিব প্রশাসন পর্যবেক্ষকের মর্যাদার জন্য আফ্রিকান ইউনিয়নের কাছে একটি অফিসিয়াল আবেদন করেছিল। তবে ফিলিস্তিন প্রশ্নের কারণে এসব আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। ২০২০ সালে আব্রাহাম চুক্তির পর তৃতীয়বারের মতো পর্যবেক্ষকের মর্যাদার জন্য আফ্রিকান ইউনিয়নের কাছে আবেদন করে। ২০২১ সালের ২২ জুলাই আফ্রিকান ইউনিয়ন কমিশনের প্রেসিডেন্ট চাদিয়ান মুসা ফাকি মাহামত ইসরাইলকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আলজেরিয়ার নেতৃত্বে আফ্রিকার ১৩টি দেশ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। প্রতিক্রিয়ার কারণে আফ্রিকান ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করে।

ইসরাইল যখন ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আফ্রিকান ইউনিয়নের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের পরিষদের ৩৬তম সাধারণ অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছিল, যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তখন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইথিওপিয়ায় নিযুক্ত ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত শ্যারন বার-লিকে বহিষ্কার করা হয়, কারণ তিনি স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেননি। ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রবেশ ব্যাজসহ স্বীকৃত পর্যবেক্ষকের মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকান ইউনিয়ন হল থেকে রাষ্ট্রদূত শ্যারন বার-লিকে অপসারণের বিষয়টি ইসরাইল কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ইসরাইল দাবি করে, ওই ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকা ও আলজেরিয়ার কারণে হয়েছে।

ইসরাইলের আফ্রিকান নীতি কিছু বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অভিনেতাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসরাইলের সাথে স্বাভাবিকীকরণের জন্য মার্কিন সমর্থন মরক্কো ও সুদানের মতো আফ্রিকান দেশগুলোতে প্রভাব ফেলেছে। অন্য দিকে, আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র ও তেলআবিবের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস আরব লিগের চাপ থেকে মুক্ত আফ্রিকান সদস্য রাষ্ট্রগুলোকেও ইসরাইলের সাথে স্বাভাবিক হওয়ার অনুমতি দেয়। অন্য দিকে, ফিলিস্তিন প্রশ্নই ইসরাইলকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকার অনেক দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা দিচ্ছে। অবশেষে ইরান, যার সাথে ইসরাইলের খুব উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, আফ্রিকার সাথে সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে সক্ষম। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান ফেব্রুয়ারীর শুরুতে মৌরিতানিয়ার রাজধানী নোয়াকচোট সফর করে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থনের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা এই অঞ্চলের প্রতি ইসরাইলের নীতির বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ২০২০ সালের আব্রাহাম চুক্তিতে উৎসাহিত ইসরাইল আগামী সময়ে আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর সাথে তার সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আরো সক্রিয় নীতি অনুসরণ করবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সূত্রপাতের পর আফ্রিকায় অনেক বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শক্তির প্রতিযোগিতা বেড়েছে। বিশেষ করে রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। ইসরাইল মনে করে, অন্যান্য পক্ষের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতা না করে মহাদেশে নিজস্ব স্থান তৈরি করার চেষ্টা চালানো উত্তম।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, গত বছরের শেষের দিকে দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে চরম ডানপন্থী সরকারের প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় ফিরে এসে, আরব ও মুসলিম বিশ্বে ইসরাইলি সম্পর্ক বিস্তৃত করাকে পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কাজ বলেছেন। নেতানিয়াহু বারবার সৌদি আরবকে আব্রাহাম চুক্তিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সৌদি আরবের শীর্ষ কূটনীতিকরা বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের সাথে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান না হলে তারা ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে না।

সুদানে জাতিগত বিদ্বেষ, কোন্দলের কারণে অনেক সুদানি দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে মিসর, পার্শ্ববর্তী দেশ এমন কি ইসরাইলেও। ইসরাইলে প্রায় ৩০ হাজার সুদানি বসবাস করে কিন্তু ইসরাইলে ঢোকা সহজ নয়। গুলাগুলির কারণে অনেকে মারা যায়।

মিসরে সুদানের হাজার হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। সুদানে গৃহযুদ্ধের কারণে এসব জনগণ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত আতিক্রম করেছে। কিন্তু তারা মিসরে জাতিগত বৈষম্য ও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক, দুই মিলিয়নের বেশি।

সুদানি উদ্বাস্তুরা মিসরের সরকার ও সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে। ১৯৯০ সালে হঠাৎ বেশি উদ্বাস্তু মিসরে যায়, ফলে মিসরে ঘরভাড়া বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বেড়ে যায়। বর্ধিত ঘরভাড়া সুদানি উদ্বাস্তুদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কায়রোর শহরতলী ও দূরবর্তী স্থানে অনেকে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। অনেকে একই বাড়ি ভাগাভাগি করে দিনাতিপাত করে। সুদানি সংস্কৃতিতে ঘন ঘন পড়শিদের বাড়িতে যাওয়া ও দেখা-সাক্ষাৎ করার নিয়ম রয়েছে। এই প্রথার ফলে বাড়ির মালিকরা তিক্ত বিরক্ত হয় এবং অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দেয়। সুদানের শিশুরা মিসরে ২০০০ সাল থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ সুবিধা পাওয়ার জন্য রেসিডেন্সি পারমিট ও একামা প্রয়োজন। তা ছাড়া কালো চামড়ার কারণে তাদের অনেক অবমাননাকর মন্তব্য শুনতে হয়। ডেনিশ এম্বাসি এসব ছেলেদের জন্য দুপুরে খাবার পরিবেশন করছে। কেননা, এসব ছেলেমেয়ে অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে আসে। তবে মাধ্যমিক স্তরে সুদানি উদ্বাস্তুদের জন্য কোনো বিনামূল্যের লেখা-পড়ার সুযোগ নেই। সুদান ও মিসরের সাথে সম্পর্ক মোটেও ভালো নয়। ইসরাইল আরব আফ্রিকান দেশগুলোর ভেতরকার বিরোধ কাজে লাগিয়ে স্বভাবিকীকরণের ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে।

আব্রাহাম চুক্তির অগ্রগতি ও আলোচনা দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। যেভাবে একটির পর একটি আফ্রো-আরব দেশ যোগ দেয়ার চেষ্টা-ফিকির করছে তাতে আব্রাহাম চুক্তি বা সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরব বিশ্ব এখন ভুলে যাচ্ছে পূর্ব জেরুসালেমের কথা, পশ্চিম তীর দখল করার কথা। ভালো সম্পর্ক করতে গিয়ে প্রতিদিন গাজায় যে হারে মানুষ মারা হচ্ছে তাতে মনে হয় যেকোনো সময় গাজারও পতন হয়ে যাবে। মিসরের মতো অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও যেন গাজাকে হিসাব থেকে বিয়োগ দিয়ে রেখেছে!

নেতানিয়াহু জানেন, ফিলিস্তিনি ভূখন্ডের আনুষ্ঠানিক সংযুক্তিকরণে তাড়াহুড়া করার দরকার নেই, কারণ একটি বোঝাপড়া রয়েছে যে, দু'টি রাষ্ট্র কখনোই বাস্তবে পরিণত হবে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় নেতানিয়াহু ইসরাইলের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ ও সংযুক্তি পরিকল্পনার জন্য সময় কিনছেন। এদিকে, দ্বি-রাষ্ট্র দৃষ্টান্তের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোর ফিলিস্তিনিদের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচারের কিছুই করা হবে না। জিওনিজমের বিষয়গুলো পাঠ করলে বোঝা যাবে, কোনো ইসরাইলি সরকার ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রে সম্মত হবে না এবং আব্রাহাম চুক্তি দ্রুত নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে। কারণ দ্বি-রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কোনো বৈধতা নেই। আব্রাহাম চুক্তিকে স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে, কারণ দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিনিদের একটি মানবিক প্রকল্প হিসেবে বজায় রাখতে চাইবে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তার দাতাদের প্রতি দায়বদ্ধ, এটি কখনো ফিলিস্তিনিদের জন্য ভালো নয়। ইয়াসির আরাফাত টিকতে পারেনি কিন্তু মাহমুদ আব্বাস টিকে রয়েছেন। ফিলিস্তিনিদের যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আরব দাতারা প্রচুর অর্থ দেয়। আব্বাসের বর্তমান সম্পদ ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। সুদান সম্পর্ক চূড়ান্তরূপ ধারণ করলে আরো আফ্রিকান দেশ সম্পর্কোন্নয়নের জন্য তাড়াহুড়ো করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের বয়ানে জানা যায় অনেক কিছু

॥ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥

সিদ্দিক সালিক নামের একজন পাঞ্জাবি ঢাকায় আসেন ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে; তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অফিসার। ঢাকায় পা দিয়েই শোনেন তাকে বহনকারী ড্রাইভারটি স্থানীয় লোকজনদের ডাকছে বেজন্মা (বাস্টার্ড) বলে।

তারপরে ওই ধ্বনি তাকে আরও শুনতে হয়েছে, শুনতে হয়েছে সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া খানের মুখেও; নিজের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি বাস্টার্ড বলেছেন, ঠিক সেই সময়ে যখন তিনি পাকিস্তানের ওই সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপরত ছিলেন। ব্ল্যাক বাস্টার্ডদের যে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না, সে বিষয়েও তিনি তার সঙ্গীদের আশ্বস্ত করতেন, সালিক স্বকর্ণে শুনেছেন।

সেনাবাহিনীতে আনুগত্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আনুগত্যের শৃঙ্খল ভাঙাটা আচরণগতভাবে তো অবশ্যই, মানসিকভাবেও কঠিন। এ ব্যাপারটায় একাত্তরে মুজিবনগরে চলে যাওয়া ফারুক আজিজ খানের অভিজ্ঞতা সত্য উন্মোচক।

তার কর্মস্থল ছিল কাপ্তাইয়ে, সেখানে ইপিআর'র একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল, ক্যাম্পে বাঙালি সেনা ছিল ১১০ জন, অবাঙালি ১৭-১৮ জন; কমান্ডিং অফিসারটি পাঞ্জাবি। ২৫ মার্চের পরে বাঙালি সেনারা স্থানীয় সংগ্রাম কমিটিকে জানিয়েছিল যে, তারা বিদ্রোহ করতে সম্মত, তবে কমান্ডিং অফিসার যদি কোনো হুকুম দেন, তবে সেটি অমান্য করতে পারবেন না। তাই কমান্ডিং অফিসারকে আগে সরাতে হবে, তারপর অন্য কথা। তাদের জন্য হুকুম মান্য করাটা সংস্কৃতির অংশ হয়ে গিয়েছিল।

তবে এর মধ্যেও বিদ্রোহের চিন্তা ছিল, আগরতলা মামলার পেছনের ঘটনাটা মোটেই মিথ্যা ছিল না। নীরবে বাহিনী ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, সেনা ছাউনিতে সমষ্টিগত বিদ্রোহও হয়েছে, এমনকি ভীষণ বিপদ মাথায় নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেও কেউ কেউ যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন।

এদের মধ্যে আবু তাহের, এমএ মঞ্জুর ও জিয়াউদ্দিন ছিলেন। কামাল সিদ্দিকী লিখেছেন, ইংল্যান্ডে তার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কথা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'মঞ্জুর ও জিয়াউদ্দিন কেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছেড়ে গেল আমি বুঝলাম না। ওরা তো এমনিতেই জেনারেল হতো।' বোঝা কঠিন হয় বৈকি, যদি না আদর্শবাদিতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রবল আদর্শবাদিতা ছিল বলেই এরা চলে এসেছেন, যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধবিমান চালিয়ে চলে আসার চেষ্টা করেছিলেন মতিউর রহমান। পারেননি, প্রাণ হারিয়েছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে এরা সবাই ছিলেন দক্ষ বলে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

একাত্তরে যুদ্ধে যাওয়াটা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে ছিল চরম মূর্খতা ও অন্ধত্ব। বিপর্যয় যে অবধারিত সেটা পিন্ডির জেনারেলরা না বুঝলেও পূর্ববঙ্গে যারা ছিলেন তারা বিলক্ষণ টের পেয়েছিলেন। এটা দেখা গেছে যে, পূর্ববঙ্গে বদলি হলে অনেকেরই মন খারাপ হয়ে যেত, কিন্তু এখানে আসার পর কেউ কেউ তাদের কর্মস্থলকে পছন্দ করে ফেলতেন। কারণ এখানে তারা যে ধরনের ক্ষমতা পেতেন, স্বদেশে সেটি ছিল দুরাশা। সেটি এক ধরনের ব্যাপার।

অন্য ধরনে দেখা যাচ্ছে যে, একাত্তরে পূর্বে অবস্থানরত সামরিক প্রধানরা প্রায় সবাই ছিলেন নরমপন্থি-মতাদর্শিকভাবে নয়, বাস্তববুদ্ধির তাড়নায়। এরা দেখতে পাচ্ছিলেন যে, যুদ্ধ বাধালে বিজয় তো আসবেই না, ভয়ংকর বিপদ ঘটবে। পিন্ডিতে যারা ছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন অত্যন্ত গরম। কারণ এদের জন্য কোনো বিপদের ঝুঁকি ছিল না। গরমপন্থিরা নরমপন্থিদের ঘাড় ধরে সরিয়ে দিয়েছেন।



গভর্নর এসএম আহসান ছিলেন অনেকটা ভদ্রস্বভাবের, তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেনাপ্রধান সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ছিলেন রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে, তাকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। একই কারণে খাদিম হোসেন রাজাকে চলে যেতে হয়েছে, এপ্রিলের প্রথম দিকেই। তাদের জায়গায় এসেছেন কট্টরপন্থি টিক্কা খান ও এএকে নিয়াজী। যুদ্ধশেষে টিক্কা খান যুদ্ধবন্দি হওয়া থেকে বেঁচে গেছেন, কারণ সৌভাগ্যবশত মাস তিনেক আগেই তিনি বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। নিয়াজীসহ অন্যদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে।

শীতল মতদ্বৈত ছিল। সেটি প্রকাশ্য যে হয়নি, তা-ও নয়। ইয়াহিয়া খান শেষবার ঢাকায় আসেন ১৫ মার্চ। সেই দিনই তিনি উচ্চপদস্থ সেনাকর্তাদের এক বৈঠক ডাকেন। সেখানে সামরিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে ইয়াহিয়া তার বক্তব্য সবাইকে শোনান। ভিন্ন মত ছিল, কিন্তু কেউ তা প্রকাশ করেননি, কেননা মত চাওয়া হয়নি। একজন তবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর মাসউদ।

ঘটনাটির সুন্দর বর্ণনা আছে সিদ্দিক সালিকের বইতে; বর্ণনাদানকারী এ ভদ্রলোক ইংরেজি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ছাত্র ছিলেন, জীবন শুরু করেন অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা দিয়ে, পরে জনসংযোগ অফিসার হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, একাত্তরে তিনি ঢাকার সাংবাদিকদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক বিশেষ ছিলেন, সুবিধাবাদিতাতেও বেশ প্রশস্ত ছিলেন, যুদ্ধের পরে তিনি জিয়াউল হকের ঘনিষ্ঠ এবং ওই কর্তার সঙ্গেই বিমান বিস্ফোরণে [আসলে ষড়যন্ত্রে] নিহত হন। তার লেখা বইটি বেশ সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন। তিনি লিখেছেন, সভা শেষ হচ্ছিল প্রেসিডেন্টের এ আশ্বাসবাণী দিয়ে যে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ মুজিবকে কীভাবে জব্দ করতে হবে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

এটাই ছিল ইয়াহিয়ার শেষ সামরিক সভা। এর কয়েকদিন পরেই মাসউদ তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। তবে একটি সঙ্গী রয়ে গেল, সেটি তার নৈতিক সাহস। ঘটনাটি খাদিম হোসেনও গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। খাদিমের ভাষ্য অনুযায়ী মাসউদ কথা বলেছিলেন আবেগ ও দৃঢ়তার সঙ্গে। খাদিম জানাচ্ছেন যে, মাসউদ তার বক্তব্যে এটিও উল্লেখ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অনেক অবাঙালি বসবাস করে, যাদের মানসম্মান, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের সামরিক হস্তক্ষেপে সবকিছুই বিপন্ন হবে।

মাসউদের বক্তৃতার সময় পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট তাকে নিবৃত্ত করলেন, বললেন যে, তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন; এবং দ্রুত সভাটি শেষ করে দিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে মাসউদকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এভাবে একজন অত্যন্ত দক্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তির পেশাগত জীবন শেষ হয়ে গেল। এসব কথা দুঃখের সঙ্গেই লিখেছেন খাদিম হোসেন রাজা।

মাসউদের চাকরিচ্যুতিতে অনেকেই দুঃখিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কারোরই কিছু করার ছিল না, নিশ্চুপ থাকা ছাড়া। মাসউদ পরে কী করেছেন আমরা জানি না। কিন্তু সময়মতো পদচ্যুত হওয়ায় তিনি যে হিন্দুস্থানের বন্দিশিবিরে আড়াই বছর কাটানোর গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সেটি সত্য।

যুদ্ধ সম্পর্কে পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষদের আত্মকথনগুলো বেশ উপভোগ্য। এরা সবাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এবং দোষ চাপিয়েছেন অন্যের ঘাড়ে। হামুদুর রহমান কমিশন প্রধান অপরাধী হিসাবে ইয়াহিয়া খানকে চিহ্নিত করেছে বটে, তবে সর্বাধিক নিন্দা জানিয়েছেন নিয়াজীকে। অদক্ষতা, কাপুরুষতা, লাম্পট্য, পানচোরাচালানে সংযুক্তি, কোনো কিছুরই অভাব দেখা যায়নি এ মহাবীরের কাজকর্মে। কিন্তু তিনিই আবার অন্যদের দুষেছেন তাদের ব্যর্থতার জন্য। 'ব্রিটেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান' নামে একটি বই লিখে তিনি পিন্ডিওয়ালাদের তো বটেই, রণাঙ্গনে তার ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও খারাপ খারাপ কথা বলেছেন।

বলেছেন যে, '২৫ মার্চ টিক্কা অহেতুক রক্তপাত ঘটিয়েছেন, এক রাতেই পঞ্চাশ হাজার মানুষ মেরে ফেলেছেন এবং নিজের আয়ত্তাধীন সব শক্তিকে এমনভাবে লেলিয়ে দিয়েছেন যেন নিজের দেশের বিপথে পরিচালিত ও বিপথগামী মানুষের সঙ্গে নয়, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছেন।'

নিয়াজী জানাচ্ছেন যে, টিক্কাকে লোকে চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, জেনারেল ডায়ার ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করেছে। ২০০২ সালে উর্দু ডাইজেস্ট নামের একটি পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফরমান আলী সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেন যে, ওই সেনা অফিসারটি ভারতীয়দের দেওয়া শর্তে দ্রুত আত্মসমর্পণ করে বাঙালিদের হাত থেকে বাঁচতে চাইছিলেন, কারণ ২৫ মার্চের অভিযানে জড়িত থাকার দরুন বাঙালিরা তাকে ভীষণ ঘৃণা করত।

নিয়াজী কোন ধরনের মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে খাদিম হোসেনের সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি। সিদ্দিক সালিকের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ওই সেনাপতিটির বীরত্বের প্রমাণ। ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই নিয়াজী মাটির নিচে তৈরি তার হেডকোয়ার্টার্সে আশ্রয় নেন। ৪ ডিসেম্বর গুজব রটে গিয়েছিল যে পাকিস্তানি বাহিনী অমৃতসর দখল করে নিয়েছে। এ গুজব শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিয়াজী তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কুস্তিগিরের মতো নর্তন-কুর্দন শুরু করেন। দ্রুত গভর্নরকে ফোন করে তিনি শুভ সংবাদটি জানালেন। পরে ওটি যখন গুজব বলে প্রমাণিত হলো, তখন সেই যে চুপসে গেলেন আর সতেজ হতে পারলেন না।

তবে ৭ ডিসেম্বর তাকে একবার আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল, কেননা গভর্নর ডা. এমএ মালিক তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গভর্নমেন্ট হাউজে। সেখানে গিয়ে নিয়াজী কোনো কথা বলছেন না দেখে মালিক সাহেব তার পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর তখনই ঘটল মস্ত এক ঘটনা। জেনারেল সাহেবের নাদুসনুদুস দেহটি কেঁপে কেঁপে উঠল এবং তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে তিনি শিশুর মতো ফোঁপাতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময়ে একজন বাঙালি ওয়েটার ট্রেতে করে কফি ও স্ন্যাকস সাজিয়ে নিয়ে কামরায় ঢুকে পড়ে। 'কুকুরের মতো গর্জন' করে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো।

ওয়েটারটি বের হয়ে এলো ঠিকই, কিন্তু সে তার বাঙালি সহকর্মীদের জানাতে ভুল করল না যে, সাহেবরা সবাই মিলে কান্নাকাটি করছেন।

১২ তারিখে নিয়াজী আবার বের হন, এবার তিনি সামরিক হাসপাতালে যান। সেখানে ছয়জন নার্স তার কাছে কোনোমতে এসে বলতে সক্ষম হয় যে, তারা মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা চায়। জেনারেল সাহেব তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই, কেননা খুব বড় রকমের সাহায্য (অর্থাৎ চীনারা) রওয়ানা হয়ে গেছে।

আর সাহায্য যদি নাই আসে, তাহলেও চিন্তা নেই; 'মুক্তিবাহিনীর হাতে তোমাদেরকে আমরা কিছুতেই পড়তে দেব না, তার আগে আমরাই তোমাদেরকে মেরে ফেলবো।' ওই যাত্রাতেই সাংবাদিকরা তাকে ঘেরাও করে ফেলেন; তাদের কাছে তিনি দম্ভভরে বলেন, 'ঢাকার পতন ঘটবে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে।'

বলে নিজের বুক নিজেই চাপড়িয়েছিলেন। সিদ্দিক সালিক জানাচ্ছেন যে, ১৬ তারিখে খুব সকালে আহত মেজর-জেনারেল রহিম ও আরও কয়েকজন যখন তিনটি হেলিকপ্টারে করে বার্মায় পাড়ি দিলেন, তখন তাতে নার্সদের নেওয়া গেল না, কারণ তাদের হোস্টেল থেকে 'সংগ্রহ করা' সম্ভব হয়নি। সিদ্দিক সালিকের বইটি তথ্যে সমৃদ্ধ। তার দেওয়া একটি তথ্য তো বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন আধিপত্যবাদ রুখতে হবে

॥ গাজীউল হাসান খান ॥

যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো সব বিষয়ে আমেরিকাই এক নম্বর কিংবা শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের স্লোগান প্রকাশ্যে না দিলেও বর্তমান ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার দিক থেকে প্রায় একই রকম; যদিও তাঁদের কৌশল ভিন্ন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্নতর। মূলত পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে অর্থাৎ কোরিয়ায় সংঘটিত শীতল যুদ্ধের সময় থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন চেহারা ক্রমেই বীভৎস হয়ে ওঠে। সে সময় কিংবা তার কিছুটা আগে-পরে যুক্তরাষ্ট্রে একটি নয়া রক্ষণশীল ভাবধারার আর্থ-রাজনৈতিক চক্রের উদ্ভব হয়েছিল, যারা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি এককেন্দ্রিক বিশ্ব শক্তি গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপবের সময় থেকে মহান চীনের সমাজতান্ত্রিক উত্থানের মধ্যবর্তী কালটিতে সে নয়া রক্ষণশীল চক্রটি পরাশক্তিগতভাবে মার্কিনদের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে এক চরম হুমকির মুখে দেখতে পেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দ্রুত রাজত্ব ও বাণিজ্য হারানোর দৃশ্যপটকে তারা অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে একটি মহাসংকট বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। সেই থেকে পুঁজিবাদ, বাজার ও সামাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা এবং তাদের আধিপত্য রক্ষার বিষয়টি তীক্ষ্ণ থেকে আরো তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। আটলান্টিকের উভয় তীরে শুরু হয় নিত্যনতুন সামরিক ও অসামরিক জোট গঠনের পাঁয়তারা। মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মন্ত্র উচ্চারণ করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় কিংবা অগ্রযাত্রা ঠেকানো এবং নিত্যনতুন বাজার সৃষ্টি করা; সামরিক দিক থেকে ধারণাতীতভাবে শক্তিশালী হয়ে একটি দুর্ভেদ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বলয় তৈরি করা; বিশ্বে ক্ষমতার একাধিক ভরকেন্দ্র সৃষ্টি হতে না দেওয়া। তারা মনে করেছিল, বহুকেন্দ্রিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র কিংবা বলয় তাদের আধিপত্য ও সম্ভাব্য বাজার অথবা পুঁজিবাদের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে। সেই ধ্যান-ধারণা, যাকে অনেকে সাম্রাজ্যবাদী নয়া কৌশল বলে আখ্যায়িত করে থাকেন, সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়েই একুশ শতকের আবহেও এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিম ইউরোপীয় বশংবদরা।

যুক্তরাষ্ট্র ওপরে উল্লিখিত সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা থেকেই বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন সামরিক জোট, সামরিক ঘাঁটি এবং এমনকি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র। তাদের মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক চীন কিংবা সামরিক শক্তিতে অগ্রসর রশিয়াকে ঠেকানো, ভেঙে দেওয়া কিংবা ধ্বংস করা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন', ন্যাটো নামে যা সমধিক পরিচিত। বিষয়টি সেখানেই থেমে নেই। সে পথ ধরে আজও গঠন করা হচ্ছে কোয়াড (QUAD) এবং অকাসের (AUKUS) মতো সামরিক জোট। উদ্দেশ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনকে প্রতিরোধ করা এবং চীনের সঙ্গে তাইওয়ানের দ্বন্দ্বকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন-পরবর্তী রাশিয়াকে ভেঙে আরো খান খান করা, যাতে রাশিয়া পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সামনে কোনোভাবেই দাঁড়াতে না পারে। সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রেজেনস্কি তাঁর ১৯৯৭ সালে লিখিত 'গ্লোবাল চেকবোর্ড' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে লিখেছিলেন, আমেরিকার চূড়ান্ত পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে সামরিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন করা। অথচ একদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যুক্তরাষ্ট্র আশ্বস্ত করেছিল যে পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার পূর্ব প্রান্তে ন্যাটো কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিধি আর বাড়ানো হবে না। অথচ ২০০৮ সালে ইউক্রেনকে পশ্চিমা সামরিক জোট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে বসেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (জুনিয়র)। ন্যাটো জোটের অন্যরা বিষয়টি নিয়ে সরব না হলেও আবার আপত্তি জানান প্রেসিডেন্ট পুতিন। ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের রুশভাষীদের অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। তারা রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে হঠাৎ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ক্রিমিয়ার অবস্থানসহ অনেক কিছু অমীমাংসিত থেকে যায়। পরে মিনস্ক-২ চুক্তির ভিত্তিতে তা সুরাহা করা হবে বলে উল্লেখ করা হলেও খোদ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিই এখন সে পথে আর হাঁটছেন না।



বিশিষ্ট আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এবং বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রণেতা জেফ্রি স্যাকস সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ নিয়ে মুখ খুলেছেন। জেফ্রি বর্তমানে নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক। এর আগে তিনি হার্ভার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং হোয়াইট হাউস থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফেও উপদেষ্টা কিংবা বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যও ভ্যাটিকানের পোপ ফ্রান্সিসের বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করেন। এ বিষয়টি নিয়ে জেফ্রি এখন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় সম্পূর্ণ হতাশ। 'দ্য এজেস অব গ্লোবালাইজেশন' এবং 'দ্য এজ অব সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' গ্রন্থের প্রণেতা জেফ্রি স্যাকস বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলেও তা নিষ্পত্তির কোনো সদিচ্ছা নেই যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্র কোনো কথা বলে না রাশিয়ার সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক ঝটিকা সফরে সম্প্রতি ইউক্রেনে এসে সাক্ষাৎ করেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে। প্রতিশ্রুতি দেন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের। বাইডেন বলেন, 'জয় শেষ পর্যন্ত হবে ইউক্রেনেরই।' তিনি অস্ত্রবিরতি কিংবা সংঘর্ষ বন্ধের কোনো কথাই বলেননি। অথচ ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দোনেত্স্ক, লুহানস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝিয়া নামের চারটি বিশাল অঞ্চল রয়েছে রাশিয়ার দখলে। রয়েছে রাশিয়ার প্রাচীন সাবমেরিন ঘাঁটি ও ঐতিহাসিক বন্দর সেবাস্টোপোল, যা ক্রিমিয়ায় অবস্থিত।

জেফ্রি স্যাকস বলেন, এই সংঘর্ষ আসলে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের নয়, এ সংঘর্ষ সংঘটিত হচ্ছে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। পর্দার আড়ালে থেকেও অনেকটা ঘোষণা দিয়েই এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে ন্যাটো সদস্যভুক্ত কয়েকটি দেশ। এ যুদ্ধ বা সংঘর্ষের মূল উসকানিদাতা যুক্তরাষ্ট্র, যা বিশ্ব শান্তি ও অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বলেন, এ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ বন্ধ করা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ এতে উভয় পক্ষের লক্ষাধিক সেনা নিহত হয়েছে। এ যুদ্ধে সমগ্র ইউক্রেন দখল করার উদ্দেশ্য রাশিয়ার নেই। তা ছাড়া তা এখন আর সম্ভবও নয়। রাশিয়া যে রুশভাষী অঞ্চলগুলো দখল করেছে তাদের স্বায়ত্তশাসন চায়, নিরাপত্তা দিতে চায়। অন্যদিকে জেফ্রি স্যাকসের মতে, আমেরিকা চায় রাশিয়ার ধ্বংস, যা দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে সম্ভব হতেও পারে। তাতে শুধু রাশিয়া কিংবা ইউক্রেন নয়, বিপর্যস্ত হবে সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি এবং বিপন্ন হবে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা। তবু সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র চায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তাদের তাঁবেদারি করুক সবাই। এ বিষয়টি নিয়ে জিম্মি হয়ে পড়েছে পশ্চিমা সামরিক জোটের অন্যরা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও।

জেফ্রি স্যাকস বলেছেন, সংঘর্ষরত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় চীন যে ১২ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। তাতে সব রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া মার্চেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে জি-২০ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক। ভারতে অনুষ্ঠেয় সে বৈঠকে বর্তমান সংঘর্ষ অবসানের জন্য সুপারিশমালা গ্রহণ করা হবে বলে আভাস পাওয়া গেছে। এ বছরের শেষ প্রান্তে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে জি২০ রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন। আগামী দিনে জি২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। জেফ্রির মতে, এরা সবাই বর্তমান সংঘর্ষ অবসানের পক্ষে, শান্তির পক্ষে। সুতরাং ভারত থেকে ব্রাজিল ও সাউথ আফ্রিকা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালীভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার তাঁবেদার পশ্চিমা শক্তিগুলো বাধ্য হয় একটি ন্যায়সংগত সমাধানে আসতে এবং সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পেতে। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার একাধিক ভরকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই একচেটিয়া আধিপত্যবাদী মনোভাবের (যুক্তরাষ্ট্রের) অবসান ঘটানো সম্ভব বলে ওয়াকিফহাল মহল মনে করে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া পিছপা হবে না। সে পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না চীন, ভারত, তুরস্ক, এমনকি বাংলাদেশও।

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাতে সূচিত হবে এক অদৃশ্যপূর্ব পরমাণু যুদ্ধের, যা বিশ্বকে ধ্বংস করবে। জো বাইডেনের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের খায়েশ পূরণের জন্য কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ তা বরদাশত করতে পারে না। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমাদের সরকারগুলোর উচিত হবে বিনা দ্বিধায় সব প্রতিকূলতা ও সংশয় ভেদ করে বেরিয়ে আসা।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com

বঙ্গবন্ধু এক্সপ্লোসিভ জোগাড়

(৫ পাতার পর)

করতে চাই। শুনেই বঙ্গবন্ধু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'শাবাশ! তুই এক্সপ্লোসিভ জোগাড় কর, অর্ধেক নিয়ে যাবি, সময়মতো শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিবি। বাকি অর্ধেক আমার বাসায় রেখে যাবি।' তাঁর মাথায় যুদ্ধের প্রস্তুতি না থাকলে এ কথা বলতেন না। একদিকে আলোচনা করছিলেন, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি এক্সপ্লোসিভ জোগাড় করতে ছাতক পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু পারলাম না। এর মধ্যে নেতারা আমাকে বললেন, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টকে শক্তিশালী করতে ২৬ ট্রাক আর্মি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসছে। শুনেই আমি লোকজন নিয়ে মিরসরাই যাই। তখন সন্ধ্যা ৭টার মতো। নেতা-কর্মীদের নিয়ে পেট্রোল, ডিজেল দিয়ে ব্রিজটির কাঠের অংশ পুড়িয়ে দিলাম। বন্ধ হয়ে যায় চট্টগ্রাম প্রবেশের রাস্তা। চট্টগ্রাম শহরে ফিরে দেখলাম পুরো শহর লোকারণ্য। আমি সবাইকে বললাম, যার যা কিছু আছে সব নিয়ে এসো। ২৬ ট্রাকভর্তি পাকিস্তানি আর্মি আসছে, প্রতিরোধ করতে হবে। রাস্তা বন্ধ করে দিতে হবে। লোকজন গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করল। রাত ১২টায় আমি যখন শহরের রেলস্টেশনে পৌঁছালাম তখন স্টেশনমাস্টার আমাকে ইশারা দিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মাধ্যমে মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত একজন পাকসেনা এ দেশে থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। ২৫ মার্চ পাকিস্তান আর্মি যাকে যেখানে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা লিফলেট আকারে মানুষের মধ্যে বিতরণ করি এবং অফিস পিয়ন নূরুল হককে দিয়ে মাইকে প্রচার চালাই। ২৬ মার্চ দুপুর ১টার দিকে আমরা একটা জিপে করে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গেলাম। এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি আগেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেছিলেন সেটি সুন্দর করে লিখে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আবার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা দিলাম।

লেখক : মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য।

অনুলেখক : রিয়াজ হায়দার

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড়

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণু হুমকির উৎস এবং দেশটির অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ওই কূটনীতিক শুক্রবার বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরমাণু হুমকির উৎস। দেশটির উচিত তাদের পারমাণু নীতির বিষয় সতর্কতার সাথে পুনর্বিবেচনা করা। নিরস্ত্র করার জন্য তাদের বিশেষ ও প্রাথমিক দায়িত্ব সযত্নে পালন করা। একইভাবে জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতে পরমাণু অস্ত্রের ভূমিকা হ্রাস করা এবং তাদের পারমাণবিক ঝুঁকি কমাতে অর্থপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।' তাস।

মাও জোর দিয়ে বলেন, চীনের কথিত পরমাণু হুমকির ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব পারমাণু অস্ত্রের মজুদ বাড়ানোর একটি অজুহাত মাত্র। মার্কিন কৌশলগত কমান্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' ফেব্রুয়ারির শুরুতে বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীনের স্থলভিত্তিক আইসিবিএমের বেশি লাঞ্চার রয়েছে। প্রকাশনার লেখকরা উল্লেখ করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু আইনপ্রণেতা চীন ও রাশিয়াকে মোকাবেলায় দেশটির পরমাণু সম্ভাবনা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো চলছে

(প্রথম পাতার পর)

মার্চের এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। এদিন জনতার ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৫ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বিক্ষোভে উত্তাল ছিল সারা বাংলা। বঙ্গবন্ধু যা বলছেন মানুষ তাই করছে। তার নির্দেশমতো পরিচালিত হচ্ছে-অফিস-আদালত, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, ব্যাংক-বিমা সবকিছু। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সূত্রে জানা গেছে, '১৯৭১ সালের ৫ মার্চ ৫ম দিনের মতো হরতাল পালনকালে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে টঙ্গী শিল্প এলাকায় ৪ জন শ্রমিক শহিদ হন এবং ২৫ জন শ্রমিক আহত হন। এ সংবাদে ঢাকায় জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যায় সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, আজ ঢাকায় সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হরতালের পর ব্যাংক খোলা থাকে। মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের পর শহিদানের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। লাহোরে দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহিদদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংকটময় মুহূর্তে দেশের সংহতির জন্য বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।' 'পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টো রাওয়াল পিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনা করেন। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান বিকালে করাচি থেকে ঢাকায় পৌঁছান। তিনি রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ধানমন্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশি বেতারে প্রচারিত 'শেখ মুজিব জনাব ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারা করতে রাজি আছেন' সংক্রান্ত সংবাদকে 'অসদুদ্দেশ্যমূলক' ও 'কল্পনার ফানুস' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধিকার আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিকালে কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল বের হয়।'

'এগারো দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তোফায়েল আহমদ ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানান। রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন-ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর সিলেটসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারির বুলেটে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের হত্যা করা হচ্ছে। নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষকে এভাবে হত্যা করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে পিপলস পার্টির প্রধান জেড. এ. ভুট্টোর আলোচনা বৈঠক শেষে পার্টির মুখপাত্র আবদুল হাফিজ পীরজাদা মন্তব্য করেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, তা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এবং আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।'

১৯৭১-এ আগুনঝরা মার্চের তারিখ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের গতিও তীব্র হচ্ছিল। বাঙালির চোখে শুধুই স্বাধীনতার স্বপ্ন। চারদিকে স্বাধিকার আন্দোলন জোরদার করার কাজ চলছে। দেশজুড়ে মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ। অসহযোগের মাধ্যমে আন্দোলন এগিয়ে যায় স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ও যৌক্তিক পরিণতির দিকে।



আদানির সঙ্গে অসম চুক্তির দায় কার

॥ আসিফ নজরুল ॥

কোন জিনিস কত খারাপ, তা বুঝতে এর তুলনা হয় কম খারাপের সঙ্গে। যেমন আমরা বলি, এই এই স্থানীয় নেতা আগেরজনের চেয়েও বেশি অত্যাচারী, রিজার্ভের অবস্থা আগের চেয়েও শোচনীয়, বন উজাড় হচ্ছে আগের চেয়েও বেশি। ভারতের মোদি সরকারের ঘনিষ্ঠ আদানি গ্রুপের সঙ্গে সম্পাদিত কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র চুক্তি নিয়ে বিশ্লেষণে এখন তাই করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এটি রামপাল চুক্তির চেয়েও বাংলাদেশের জন্য খারাপ একটি চুক্তি।

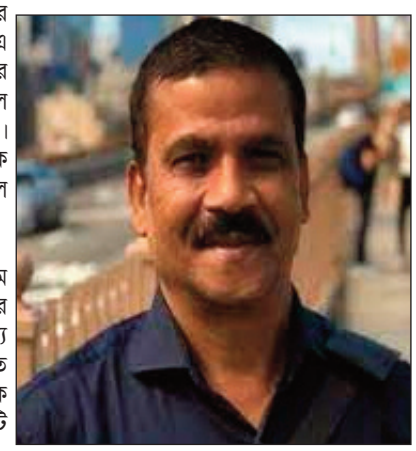
রামপাল চুক্তি ছিল একটি বিতর্কিত ও সমালোচিত চুক্তি। সুন্দরবনের কাছে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের এই চুক্তিটির সমালোচনা ছিল প্রধানত দুটি কারণে। ১. এর পরিবেশগত ঝুঁকি ২. এতে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে ভারতীয় কোম্পানিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের অযৌক্তিক সুবিধা দেওয়া। এখন দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুতের দাম, বিদ্যুৎ ক্রয়ে বাধ্যবাধকতা, ক্যাপাসিটি চার্জ, বিরোধ নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আদানির সঙ্গে গোপনে সম্পাদিত চুক্তি, এমনকি রামপাল চুক্তির চেয়েও খারাপ। সবকিছু মিলিয়ে এই চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যে পরিমাণ বিদ্যুতের জন্য চরম অস্বাভাবিক মূল্য ও দায় নিয়ে বর্তমান সরকার এই চুক্তিটি করেছে, সেই বিদ্যুতের কোনো প্রয়োজনই নেই বাংলাদেশের। কারণ, বর্তমানে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা রয়েছে, তা দেশের বিদ্যুতের মোট চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি।

কিন্তু এই বিদ্যুৎ সঞ্চালনা অর্থাৎ তা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করার অবকাঠামো বাংলাদেশে নেই। এই অবকাঠামো নির্মিত হলে আদানির প্রকল্পটি বাদেই বাংলাদেশের বিদ্যুতের বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের চাহিদা পুরোপুরিভাবে মেটানো সম্ভব। এরপরও বাংলাদেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় এই চুক্তিটি কেন আদানি গ্রুপের সঙ্গে করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত হচ্ছেন দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা।

ওয়াশিংটন পোস্ট, ডেইলি স্টারসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যেভাবে মূল্যায়িত করা হচ্ছে, তাতে এটি স্পষ্ট যে এই চুক্তিটি করা হয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে আদানি গ্রুপকে বিপুল আর্থিক মুনাফা প্রদান করার জন্য এবং এতে বাংলাদেশের জ্বালানি-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই চুক্তির দায় আসলে কার এবং কতটা জবাবদিহিহীন পরিস্থিতি থাকলে একটি সরকার এ ধরনের চুক্তি করার দিকে অগ্রসর হতে পারে? এ চুক্তি এবং এ ধরনের চুক্তির ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসার উপায় খুঁজতে হলে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই।



২.

দেশ-বিদেশের সংবামাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে আদানির সঙ্গে চুক্তির বহু বৈষম্য ও অযৌক্তিক দিক উন্মোচিত হয়েছে। এর সামান্য কিছু চুম্বক অংশ বর্ণনা করলেই আমরা এটি বুঝতে পারব।

প্রথমত, এই চুক্তি করা হয়েছে আদানি পাওয়ারের উৎপাদিত বিদ্যুতের পুরোটা ২৫ বছরে জন্য কেনার 'শর্তহীন ও অপরিবর্তনীয়' নিশ্চয়তা দিয়ে। ফলে আদানির কোম্পানি এই চুক্তির কোনো ধারা না মানলেও বাংলাদেশ চুক্তিটি বাতিল করতে পারবে না, শুধু চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার খোঁজার সুযোগ দেবে আদানিকে। দ্বিতীয়ত, আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রটির স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল (যেমন কয়লার দাম, বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত ইত্যাদি) খরচগুলোর বিনিয়োগ ঝুঁকির প্রায় সবকিছু একতরফাভাবে বাংলাদেশকে বহন করতে হবে, আদানি পাওয়ারের ঝুঁকি এখানে নামমাত্র।

তৃতীয়ত, পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার দাম নির্ধারণ পদ্ধতি এমনভাবে রাখা হয়েছে, যাতে আদানি গ্রুপ কম মূল্যে কয়লার সংস্থান করতে পারলেও এর জন্য বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি মূল্য আদায় করতে পারবে। চতুর্থত, বাংলাদেশে যদি আদানির বিদ্যুতের কোনো প্রয়োজন বর্তমানে বা ভবিষ্যতে না-ও থাকে, তবু তাদের উৎপাদিত বিদ্যুতের অন্তত ৩৪ শতাংশ বাংলাদেশকে কিনতেই হবে। একই সঙ্গে পরিশোধ করতে হবে কয়লা সরবরাহকারী, পরিবহনকারী ও বন্দর অপারেটরদের সব জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ, যার অধিকাংশের মালিক আবার আদানি নিজেই।

এখানেই শেষ নয়। এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশকে আগামী ২৫ বছরের জন্য আদানি পাওয়ারের করের বোঝা বহন করতে হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আদানি গ্রুপ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা পেয়েছে। ফলে ভারত সরকারকে সেই কর দিতে হবে না, অর্থাৎ তা আদানির পকেটেই যাবে।

কর কমার কোনো সুবিধা বাংলাদেশ না পেলেও ভারত সরকার যদি কর বা শুল্ক বাড়ায়, তাহলে বাংলাদেশকে ক্যাপাসিটি চার্জের অংশ (জ্বালানিবিশেষজ্ঞ টিম বাকলির মতে, এই ক্যাপাসিটি চার্জের মোট পরিমাণ বছরে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলার) হিসেবে অতিরিক্ত ভাড়া ঠিকই দিতে হবে।

এ ছাড়া যুদ্ধ, হরতাল বা আইন পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ না নিতে পারলেও আদানিকে ক্যাপাসিটি চার্জ, জরিমানা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু একই কারণে আদানি বিদ্যুৎ সরবরাহ না করতে পারলে বাংলাদেশকে তারা কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

৩.

ডেইলি স্টার ও ওয়াশিংটন পোস্ট-এর প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা চুক্তির এসব বিধান পর্যালোচনা করে বিস্মিত হয়েছেন। সিডনিভিত্তিক জ্বালানিবিশেষজ্ঞ টিম বাকলি বলেছেন, এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশকে পাঁচ গুণ বেশি দাম দিয়ে আদানি থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হতে পারে এবং 'চুক্তিটি বাংলাদেশের জনগণের টাকায় এশিয়ার সাবেক শীর্ষ ধনীর পকেট ভরার চুক্তি'। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ রক্ষার আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, 'এটি কোনো চুক্তি নয়, বরং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ সহযোগী আদানিকে বাংলাদেশের দেওয়া উপহার।'

এই চুক্তির প্রতিবাদ করেছে টিআইবি, সুজন, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশনসহ দেশের বিভিন্ন সংগঠন। টিআইবি তার প্রতিবাদলিপিতে বলেছে, '...এই চুক্তি আন্তর্জাতিকভাবে নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণে অসম ও অস্বচ্ছ এবং বাংলাদেশের জন্য অভূতপূর্বভাবে বৈষম্যমূলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।' খোদ ভারতেই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রামপাল চুক্তি সম্পাদিত হয় যাদের আমলে, সেই কংগ্রেস দল। ভারতের গোড্ডা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি 'আদানি পাওয়ারের জন্য খুবই লাভজনক এবং বাংলাদেশের জন্য লোকসান' উল্লেখ করে চুক্তির শর্ত মেনে নিতে নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনাকে চাপ দিতে পারে' বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস।

এই চুক্তির বিষয়ে গণমাধ্যমগুলো থেকে জ্বালানি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ও বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি বা কথা বলতে রাজি হননি। চুক্তিটি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্পাদন করেছিল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পিডিবি)। পিডিবির তৎকালীন চেয়ারম্যান বলেছেন, 'আমি এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী না। বুঝতেই পারছেন এখন সময়টা ঝুঁকিপূর্ণ!'

৪.

আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তিটি (এবং এ ধরনের অন্য যেকোনো চুক্তি) বাতিল বা তা সম্ভব না হলে সংশোধন করতে হবে। এই চুক্তির বিষয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বিডি রহমতুল্লাহর মন্তব্য নিয়েছে। তিনি বলেছেন, সরকার জেনেবুঝেই এই চুক্তি করেছে। তারা জানে যে আদানিকে খুশি করলে মোদিও খুশি হবেন।

ভারত বা মোদি খুশি থাকলে আমাদের আপত্তি থাকার কথা না। কিন্তু তা যদি হয় বাংলাদেশের স্বার্থের বিনিময়ে এবং তাঁকে খুশি করতে গিয়ে যদি বাংলাদেশের মানুষকে বাড়তি বিদ্যুতের দাম পরিশোধ করতে হয় বছরের পর বছর, তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক



বিবিসির কার্যালয়ে তল্লাশি কী পেল মোদি সরকার?

॥ শাকিল রশিদ ॥

ব্রিটিশ মিডিয়া হাউজ বিবিসি কার্যালয়ে ইনকাম ট্যাক্সের অভিযান নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, যাকে কি না সরকারি পরিভাষায় সার্ভে বলা হচ্ছে। যেমন- ১. বাস্তবেই কি বিবিসি ট্যাক্স থেকে বাঁচতে কোনো প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, যেমনটি ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ দাবি করছে? ২. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখনকার মুসলিমনিধন দাঙ্গার ওপর নির্মিত বিবিসির ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই কি এ অভিযান চালানো হয়েছে? যেমনটি কিছু মহলের দাবি। ৩. এ অভিযান কি দেশী-বিদেশী মিডিয়া হাউজকে হুমকি দেয়ার জন্য, যাতে তারা এ বার্তা পেয়ে যায়, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ ও প্রশ্ন তোলার ধারা বন্ধ করতে হবে। নতুবা এমনই পরিণতি হবে? ৪. এ অভিযান কি আদানি ইস্যুকে চাপা দেয়ার জন্য, যা মোদি সরকারের গলায় আটকে যাওয়া হাড়ে পরিণত হয়েছে? যেমনটি কিছু মহল দাবি করছে। ৫. অথবা কংগ্রেস, বিশেষত রাহুল গান্ধী ও বিরোধীদলকে এক ধরনের ইঙ্গিত দেয়ার জন্য কি এ অভিযান চালানো হয়েছে যে, যা করার করে নাও, এখন চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়েছে?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ; বরং যদি এ কথা বলা হয়, এ প্রশ্নগুলোর পর্যালোচনা সব কিছুকে স্পষ্ট করে দেবে, তাহলে বেশি ভালো হবে। পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য প্রশ্নগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করছি।

প্রথম প্রশ্নটি বিবিসির বিরুদ্ধে ট্যাক্স প্রতারণা সম্পর্কিত। বহু মানুষই এ কথা জানেন না, বিবিসি কীভাবে পরিচালিত হয় বা পরিচালনা করা হয় এবং এ মিডিয়া হাউজের মালিক কে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে- বিবিসির কোনো মালিক নেই। আগে এটি বিবিসি ট্রাস্টের মাধ্যমে চলত। এখন এটি বিবিসি বোর্ডের অধীনে চলে, যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাধিকারী। এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বার রয়েছে। একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে, যার প্রধান হচ্ছেন একজন ডাইরেক্টর জেনারেল। ১৮ অক্টোবর, ১৯২১ সালে বিবিসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থাৎ এটি শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। প্রতিষ্ঠার পর এটি শাহী পরওয়ানা অর্জন করে। এর মর্যাদা একটি আইনি করপোরেশনের। এর কর্মকান্ডে সরকারের সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ নেই। লাইসেন্স ফি থেকে এর ফান্ড আসে। এ ফি ব্রিটিশ জনগণ পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আদায় করেন। কিছু ফান্ড এর বাণিজ্যিক কর্মকান্ড যেমন- বিবিসি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও বিবিসি স্টুডিওজ থেকে আসে।

ফান্ডের জন্য রীতিমতো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনুমোদন দিয়ে থাকে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিডিয়া হাউজ। এতে শুধু ব্রিটেনেই ২২ হাজার লোক কাজ করেন। সারা বিশ্বে যারা কাজ করেন, তারা এ হিসাবের বাইরে। ব্রিটিশ সরকারের রেগুলেটরি করপোরেশন অফিস অব কম্যুনিকেশন (অফকাম) এর দেখভাল করে। এটি বলা যেতে পারে, বিবিসির কার্যক্রম ও অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম একেবারে পরিষ্কার ও সবার সামনে তা রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো ধরনের আর্থিক গোলমালের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়নি বিবিসি। বিবিসিকে এমন এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞান করা হয়, যা দুর্নীতি বা গৃহপালিত মিডিয়ার দলে পড়ে না। তাদের সংবাদগুলোকে শহর থেকে নিয়ে গ্রাম পর্যন্ত মানুষ সত্যই মনে করে। সত্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের দাবি, ২০১২ সালে কিছু আর্থিক গোলমাল হয়েছে। বিবিসির বক্তব্য, তারা তল্লাশিতে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেছে। খুব দ্রুতই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। অভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, যদি কোনো আর্থিক গোলমাল থেকেও থাকে, তাহলে সেটি যাচাই-বাছাইয়ের পর সব সামনে চলে আসবে। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে। আর যদি কোনো অপরাধ প্রমাণিত না হয়, তাহলে এ তল্লাশি অর্থাৎ সার্ভে আরো বিশ্ব মানুষ হাসানোর কারণে পরিণত হবে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, এ ইস্যুতে সারা বিশ্ব এটিকে মোদি সরকার কর্তৃক মিডিয়ার বাকস্বাধীনতা বন্ধের একটি চেষ্টা মনে করছে।

কংগ্রেস তো অভিযোগ আরোপ করেই দিয়েছে যে, এটি মিডিয়াকে হুমকি দেয়ার চেষ্টার শামিল। আর বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে বিবিসিকে দুর্নীতিবাজ এবং মোদি ও ভারতবিরোধী প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বিজেপি বিবিসির ফুল ফর্ম 'ভ্রষ্ট বকওয়াস করপোরেশন' হিসেবে



উপস্থাপন করেছে। তবে বিবিসিকে ভ্রষ্ট ও বকওয়াস হিসেবে মানতে বিজেপি ভক্ত ছাড়া আর কাউকেই প্রস্তুত দেখা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই ভাষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানে তিনি বিবিসির প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সংবাদকে সত্য বলেছেন। মোদি ২০১৩ সালে বলেছিলেন, দূরদর্শন ও আকাশবাণী থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য বিবিসি।

বলা হচ্ছে, এ সার্ভে বিবিসির ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার ওপর নির্মিত দুই পর্বের ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'ইন্ডিয়া : দ্য মোদি কোয়েশ্চেন'-এর পাল্টা প্রতিশোধ। এ ফিল্মে গুজরাট দাঙ্গায় তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধানের শামিল। এ ফিল্মে বলা হয়েছে, মোদি দাঙ্গাকারীদের পূর্ণাঙ্গরূপে অব্যাহতি দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ভারতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ফিল্ম দেখাতে বাধা দেয়া হয়েছে। এটি বুঝে নিন যে, এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ডকুমেন্টারির দ্বিতীয় পর্বে মুসলিম সংখ্যালঘুর সাথে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির আচরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিবিসি এ ডকুমেন্টারি শুধু ভারত নয়; বরং এশিয়ায় কোথাও রিলিজ করেনি। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক এ রিলিজ প্রতিহত করার পর সারা বিশ্ব যেন এটিকে দেখার জন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে এটি দেখেছে এবং দেখিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপেক্ষা করেছে। পুলিশের লাঠি-ডাণ্ডার আঘাত পর্যন্ত খেয়েছে ও গ্রেফতারও হয়েছে।

বিবিসির এ ডকুমেন্টারি গুজরাট দাঙ্গার সব দৃশ্যপট সামনে নিয়ে এসেছে, যা গালিচার নিচে চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আরো একবার মোদি ও বিজেপির সেই চেহারা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, যার ওপর প্রসাধনী পাউডারের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল। অথচ মোদি সরকার ও বিজেপির নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে- বিবিসির ডকুমেন্টারি মিথ্যা। মোদি ও ভারতের সম্মানকে বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একে অপরের সাথে লড়াই বাধানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ ডকুমেন্টারিতে আছেটা কী এবং কেন এটি ভারত ও মোদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র- সরকার সেটি বলতে থরথর করে কাঁপছে। এ ডকুমেন্টারি কোনো না কোনোভাবে এ সরকারকে ধাক্কা দিয়েছে। যুবসমাজকে এ ডকুমেন্টারি যে কোনোভাবেই দেখার আবেগ দেখে এ সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। আর এ ভীতি থেকেই সার্ভের এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এটি আমাদের কথা নয়, এটি বিরোধীপক্ষ ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞদের বক্তব্য; বরং এমনো বলা হচ্ছে যে, বিবিসির ডকুমেন্টারি ও আদানির বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগগুলো মোদি সরকারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আর এ কারণেই তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাতে এটি আরো বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে।

এ ছাড়া একটি কথা তো সবারই জানা, এ সরকার কারো প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত নয়। রাহুল গান্ধীর কোনো প্রশ্নের উত্তর সামনে আসেনি। আর সম্ভবত সামনে আসবেও না। আর তারা মোটেও চায় না, মিডিয়া কোনো প্রশ্ন করুক। সুতরাং একটি মহল এ কথা বলছে, বিবিসির বিরুদ্ধে অভিযানের একটি কারণ যেসব মিডিয়া এখনো প্রশ্ন করা বন্ধ করেনি, তাদের এ বার্তা দেয়া, মুখ বন্ধ না করলে পরিণাম এমনই হবে। যদি পেছনে ঘুরে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন, এ দেশে মিডিয়াকে প্রায় চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এখন আর টিকে নেই। ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম প্রেস ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ১৫০তম স্থানে রয়েছে। এই হলো স্বাধীন সাংবাদিকতার বাস্তব চিত্র। এখানে কয়েকটি গণমাধ্যম কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। যেমন- এনডিটিভি, কুইন্ট, ভারত সমাচার, নিউজ ক্লিকস, নিউজ লন্ড্রি, দ্য ওয়্যার ও এইচ ডব্লিউ নিউজ প্রভৃতি। এনডিটিভি ও কুইন্ট অভিযানের পর আদানির মালিকানাধীন হয়ে গেছে। এখন যে কোনোভাবে রবিশ কুমার, নবীন কুমার, অভিসার শর্মা, পুণ্য প্রসুন যোশি, সাক্ষী যোশি ও অজিত আঞ্জুমের মতো সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে এবং এর জন্য পথ খোঁজা হচ্ছে।

দেখতে থাকুন, আগামীতে কী হয়। সম্ভাবনা আছে, এ সার্ভে তাদের সবাইকে এবং তাদের মতো অন্যদের ও বিদেশী মিডিয়াকেও ভয় দেখানোর চেষ্টা। আর এটিও সম্ভাবনা আছে যে, আদানি ইস্যু থেকে মানুষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আদানি ইস্যু মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটি যদিও তারা স্বীকার করে না। আদানি তার ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যে পথ অবলম্বন করেছে, তা মোদির মান-মর্যাদাকে কলঙ্কিত করেছে, যাকে সঙ্ঘ পরিবার, বিজেপি, ভক্ত ও সব বাজপেয়িবাদী নিষ্কলুষ মনে করে। আদানিকাণ্ডে মোদির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং ক্ষুণ্ন হতেই থাকবে। সম্ভাবনা আছে, এ সার্ভের কার্যক্রমে মোদি সরকার রাহুল গান্ধী ও বিরোধীপক্ষকে এবং ওই সব মিডিয়াকে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে, যারা এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যদি এমনটাই হয়, তাহলে এ লড়াই সহজ হবে না। কেননা, আদানি ইস্যু এত দ্রুত শান্ত হওয়ার নয় এবং বিবিসির ডকুমেন্টারি প্রত্যাহারও হবে না।

এখন এই ইস্যুগুলো নিয়ে বিরোধীপক্ষ আরো আক্রমণ করবে এবং তীক্ষ্ণ আক্রমণ করবে। এখানেই শেষ নয়, ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। আমেরিকা অভিযানগুলোর বিষয়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে রেখেছে। অথবা এভাবে বলা যায় যে, তারা এটিকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। সব বিদেশী মিডিয়া এবং দেশীয় গণমাধ্যমের বড় বড় সংগঠন অভিযান অর্থাৎ সার্ভের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। সত্য বলতে কী, ইনকাম ট্যাক্সের এ অভিযান মোদি সরকারের অস্থিরতা কমানোর পরিবর্তে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ হতে উর্দু থেকে ভাষান্তর

ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মুসল্লীদের অজান্তে বিক্রি হয়ে

(প্রথম পাতার পর)

কমিউনিটি' হয়েছে। তবে কোন মসজিদ বিক্রি বা মুসল্লিদের ফান্ড নিয়ে এধরনের নির্বিকার কর্মকান্ড এই প্রথম বলে কমিউনিটির অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

এস্টোরিয়ার গাউসিয়া মসজিদ ৩১ স্ট্রীট এবং ২৮ এভিন্যুর কোনায় অবস্থিত। কারো সাথে কোন ধরনের পরামর্শ বা কমিটিকে না জানিয়ে মসজিদ বিক্রির জন্য মসাজিদটির প্রতিষ্ঠা থেকে জড়িতদের সবাই মসজিদের খতিব ও ইমাম মাওলানা জালাল সিদ্দিকীকে অভিযুক্ত করেছেন।

৮০ দশকের শেষ দিকে প্রায় সোয়া দুই লাখ ডলারের বিনিময়ে এই মসজিদটি কেনা হয়। তখন থেকেই মাওলানা জালাল সিদ্দিকী এই মসজিদের খতিব ও ইমাম। ফুলতলী ঘরানার একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে অধিকাংশ মুসল্লিদের কাছে তিনি পীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যার ফলে অন্ধ বিশ্বাসে তখন তার নামেই কেনা হয় গাউসিয়া জামে মসজিদের ভবন। এরপর এই মসজিদের পরিচালনা থেকে সমুদয় খরচ পরিচালনা হতো মুসল্লীদের দান ও অনুদান থেকে। যার কেনো হিসেব কখনো কেউ পাননি বলে অভিযোগ করেছেন মুসল্লীদের অনেকে।

এবিষয়ে গাউসিয়া মসজিদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম বি-য়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান বলেন, চড়াদামে মসজিদ বিক্রি করে জালাল সিদ্দিকী বড় ধরনের অপরাধ করেছেন। যার নিন্দা জানানোর ভাষা আমার নেই। মানুষের বিশ্বাস আমানত নিয়ে আলেম নামধারী কোন ব্যক্তি এমন কাজ করবেন এটা আমাদের বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছে। আমি অবিলম্বে এবিষয়ে মুসল্লিদের দেয়া অর্থের পুরো হিসেব দাবী করছি। প্রায় সোয়া দুই লাখ ডলারের বাড়ী তিনি বিক্রি করেছেন প্রায় ১২ লাখ বা ১.২ মিলিয়ন ডলারে। মর্টগেজের প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। আমাদের কথা হলো এত অল্পদামের কেনা মসজিদে যুগের পর যুগ ধরে মুসল্লীরা যে অনুদান দিলেন সেটা গেলো কোথায়? এর জবাব দিতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে মাওলানা জালাল সিদ্দিকীর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি তার ইস্ট এলমার্স্টের বাসায় যেতে বলেন। মসজিদ বিক্রি এবং এনিয়ে মুসল্লীদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, মসজিদ আমার। এর থেকে যে আয় আসবে সেটি আমার। মসজিদের ব্যয় মেরামত সব খরচ সেটি আমি দেখবো। এই মসজিদ থেকে যে দান অনুদান আসবে সেটি আমারই। মসজিদ বন্ধ করে দেয়া কিংবা স্থান পরিবর্তন করে যে কোন স্থানে নিয়ে যাওয়াটাও আমার ব্যক্তিগত বিষয়।

মসজিদ বিক্রির পক্ষে নিজের যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, মুসল্লী কমে গেছেন গাউছিয়া মসজিদে। ঝুঁকিপুর্ণ হয়ে গেছে মসজিদ ভবন। মসজিদ থেকে যে আয় আসে প্রতি সপ্তাহে তাতে মসজিদ পরিচালনা সম্ভব হয়না। এরফলে স্থান পরিবর্তন করে আরো বৃহৎ পরিসরে একটি উন্নত মানের মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব। এজন্য ব্রঙ্কস এলাকায় একটি নতুন ভবন ক্রয় করা হয়েছে মসজিদের জন্য। তিনি বলেন, আমি মসজিদ বিক্রি করে কোন অন্যায় বা অপরাধ করিনি। মসজিদটি বিক্রির একক সিদ্ধান্তকে অনেকেই অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা আখ্যায়িত করে মাওলানা সিদ্দিকী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন বলে স্থানীয় মুসল্লিদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

একটি বিশ্বস্থ সূত্র জানায়, প্রায় ১২শ হাজার ডলারে বিক্রি করে দেয়া গাউসিয়া মসজিদ বিল্ডিং স্থানান্তর করে ৭ লাখ ডলারে ব্রঙ্কসে মসজিদের জন্য আরেকটি বাড়ি কেনা হয়েছে। সূত্রটি আরো জানায়, জালাল সিদ্দিকীর পরিকল্পনা ছিল বাফেলোতে আরো কম দামে বাড়ি কেনা। যাতে অর্থ সাশ্রয় সম্ভব হতো। তবে এসব বিষয়ে তিনি কারো সাথেই কোন কথা বলেননি বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষুব্ধ মুসল্লীদের অনেকে। মসজিদকে ব্যক্তিগত ব্যবসার উপলক্ষ্য বানানোর অভিযোগ করে অভিযুক্তরা বলেন, বিশেষ ধর্মীয় দিবস শবে মেরাজ, শবেবরাত এমনকি শুক্রবারে মুসল্লীরা বিরাট অংকের দান করতেন কিন্তু এর হিসেব কেউ জানতেন না কখনো। অনুদানের প্যাকেট এবং ব্যাগ তিনি (মওলানা জালাল) তার বাসায় নিয়ে যেতেন বলে অভিযোগ করেছেন মুসল্লীরা। ফলে তিন যুগে মসজিদ থেকে তিনি কত আয় করেছেন সে তথ্য আজো মুসল্লীদের অজানা।

গত শুক্রবার (৩ মার্চ) সরজমিনে এস্টোরিয়ার ৩১ স্ট্রীটে (২৫ এবং ২৬ এভিনিউ এর মাঝখানে) গাউছিয়া মসজিদের সামনে একটি ব্যানার ঝুলতে দেখা যায়। এই ব্যানারে লেখা আছে 'মসজিদটি মুভ হয়ে গেছে ব্রঙ্কসে'। দেশী-বিদেশী অনেক মুসল্লী সেখানে প্রবেশের চেস্টা করে দেখেন মসজিদ তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। বয়স্ক একজন মুসল্লী বলেন- আল্লাহর ঘর মসজিদ বিক্রি করা যায়না। এস্টোরিয়া এলাকার বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গ এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রতিবেশীরা এই ঘটনায় ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এস্টোরিয়ার ঐতিহ্যবাহী প্রাইম প্রিন্টিং-এর প্রতিষ্ঠাতা আবুল কালাম বলেন, মসজিদ বিক্রি করে উচিত কাজ করেননি মাওলানা জালাল সিদ্দিকী। নিজের দেয়া অনুদান সহ অগনিতদের দানের বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন আমানতের এই অর্থকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করা তার উচিত হয়নি আলেম পরিচয়ধারী একজন ব্যক্তির। বিষয়টি পরিস্কার ও স্পষ্ট না করলে এনিয়ে পরিস্থিতি আরো জটিল ও ঘোলাটে হওয়ার আশংকা আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মসজিদের অন্যতম মুসল্লী নজরুল ইসলাম বলেন, আর্থিক সমস্যার জন্য মসজিদ বিক্রির দরকার মনে করলে মাওলানা জালাল সিদ্দিকীর মুসল্লীদের সেটা জানানো প্রয়োজন ছিল। আজিমুর রহমান বুরহান গাউছিয়া মসজিদ-এর ইতিহাস তুলে ধরে আরো বলেন, বিভিন্ন সময় ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে মসজিদটি ওয়াকফ করার জন্য দাবী করা হলেও জালাল সিদ্দিকী সেটি করতে দেননি। তার মতে জালাল সিদ্দিকীর জিম্মী দশা থেকে গাউসিয়া মসজিদকে বের করার নানা চেস্টা করা হলেও তা সফল হয়নি।

গত শনিবার (৪ মার্চ) রাতে ইস্ট এলমহার্স্ট-এর ২৩ এভিনিউ ৯৯ স্ট্রীট-এ জালাল সিদ্দিকীর সাথে দীর্ঘ আলাপ হয় এই প্রতিবেদক-এর। তিনি বলেন, মসজিদটি সুদ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি তার নামে এটি কিনেছিলেন। আবার ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য তিনি ব্রঙ্কসে তার নামে বাড়ি কিনেছেন। দু'বছর আগে ঈদে মিলাদুন্নবীর এক মুসল্লী সমাবেশে মসজিদ বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় বলে তিনি জানান। দু'বছর যাবত তিনি অসুস্থ এমন তথ্য জানিয়ে জালাল সিদ্দিকী বলেন, তার অসুস্থতার কারনে মসজিদ বন্ধ হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। এবং সাপ্তাহিক আয় ১৭০ ডলারে নেমে আসে। জালাল সিদ্দিকী দাবী করেন তাকে বাদ দিয়ে তার ক্ষমতা খর্ব করে ২১ সদস্য বিশিস্ট একটি কমিটি দায়িত্ব নিয়ে মসজিদ পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। গত তিন যুগে গাউসিয়া মসজিদ থেকে কত আয় হয়েছে সে তথ্য আজো মুসল্লীদের অজানা কেন এই প্রশ্ন আজ সর্বত্র।

তিশা-ফারুকীর আড্ডা

(প্রথম পাতার পর)

অভিনেত্রী তিশা। আগামী ৯ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত ১০ টায় (নিউইয়র্ক সময়), ৭ মার্চ সকাল ৯টা (বাংলাদেশ সময়) অনুষ্ঠেয় এই আড্ডা টাইম টেলিভিশন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। অনুষ্ঠান চলবে রাত সাড়ে ১১টা (নিউইয়র্ক সময়) পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন টাইম টিভি'র সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার দিমানেফার তিতি। দর্শকরা ফোনে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ১০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মূলধারার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে একযোগে 'শনিবার বিকেল' এর প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্নস্থানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের এই আড্ডা উপভোগ করার জন্য টাইম টিভি কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানিয়েছে।













সংস্কৃতিসেবী সাদিয়া আরেফীন আজমের জন্মবার্ষিকী পালিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী সাদিয়া আরেফীন আজমের ৪০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের মামাস পার্টি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থি হতে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে উল্লেখ্যযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বান ফাহাদ সোলায়মান, শোটাইম মিউজিক-এর আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ইশতিয়াক রুমি, ডা. শাহনাজ লিপি, সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব, চন্দ্রা রায়, শামীম সিদ্দিকী, নিপা জামান, আমানত হোসেন আমান সহ অন্যান্য শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থানায় ছিলেন সাদেক শিবলী।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠককালে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিষয়ে ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলনে (এলডিসি ৫: সম্ভাবনা থেকে সমৃদ্ধি) যোগ দিতে কাতারের রাজধানী দোহায় এসে পৌঁছেছেন।

বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিব যত দ্রুত সম্ভব চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারেন। তবে তিনি মত দেন যে যুদ্ধ থেকে লাভবান দেশগুলোর উচিত দুর্ভোগ কমাতে অন্য দেশগুলোকে সহায়তা করা।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের নাগরিকরা যাতে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে সেজন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি আহ্বান জানান।

ভাসানচরে ৩০ হাজার রোহিঙ্গাকে স্থানান্তরের বিষয়ে তার সরকারের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবকে আরও রোহিঙ্গাদের সেখানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী ও জাতিসংঘ মহাসচিব উভয়েই একমত হয়েছেন যে, সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনও পরিবর্তন আসুক বা না আসুক রোহিঙ্গাদের শিগগিরই মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে।

বৈঠকে আন্তোনিও গুতেরেস উন্নয়ন, কূটনীতি এবং কোভিড মহামারি মোকাবেলায় অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে 'অর্জিত সাফল্যগুলো খুবই উৎসাহজনক'।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্বের জন্য তারা গর্বিত যিনি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করেছেন এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সংকট মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বিকালে (স্থানীয় সময়) কাতার জাতীয় কনভেনশন সেন্টারে ইউএনজিএ-র প্রেসিডেন্ট সাবা করোসির সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন।

ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা বৈঠকে সাউথ-সাউথ দেশগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠনের প্রস্তাব করেন যাতে উন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিতি অনুযায়ী সেভাবে সাহায্য না করায় জনগণের কল্যাণে সম্ভাবনা ও করণীয় খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি একদিনের জন্য এই বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সহযোগিতা কামনা করেন।

জবাবে ইউএনজিএ সভাপতি পরবর্তী সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আগে এই উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে অভিমত দিয়ে বলেন, তারা আগামী জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক সমাবেশের কাজের জন্য নিযুক্ত থাকবেন।

বৈঠকে ইউএনজিএ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এটিকে 'একটি অলৌকিক ঘটনা' বলে উল্লেখ করেন।

দুই নেতা পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেন।

কানাডা অভিমুখে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ঢল

(প্রথম পাতার পর)

করে দিচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিকালে টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে মেক্সিকো থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ফলে নিউইয়র্ক সহ একাধিক রাজ্যে নানা সংকট সৃষ্টির পাশাপাশি সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবৈধভাবে প্রবেশকারী লোকজন পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপত্তার কথা ভেবে ব্যাপকভাবে কানাডামুখী হচ্ছে। অনেকে কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার কথাও ভাবছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সীমান্ত এলাকার রক্সহ্যাম রোড নামক গ্রামের পথ বেছে নেওয়ায় তাও কানাডা সরকারের দৃষ্টি কেড়েছে। এমতাবস্থায় স্থলপথে আনডকুমেন্টদের কানাডায় প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির সরকার।

বিএনপির ২৭ দফায় 'রাষ্ট্র মেরামত' আদৌ সম্ভব!

(প্রথম পাতার পর)

মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল' অভিযোগ করে তাদের দ্বারা 'রাষ্ট্র মেরামত' আদৌ সম্ভব কি না; সেই প্রশ্ন রেখেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। শুক্রবার রাতে ফেসবুকে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। ভিডিওতে বিএনপির ঘোষিত রূপরেখার বিভিন্ন দফা তুলে ধরে তার সঙ্গে বিএনপি শাসনামলের বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ভিডিওতে বলা হয়েছে, বিএনপি বলছে তারা ক্ষমতায় এলে 'সংবিধান সংস্কার কমিশন' গঠন করবে। অথচ, দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সবার আগে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়েছিল। ধর্মীয় সম্প্রতি নষ্ট করা ছিল প্রথম ধাপ। শুধু তাই নয়, রাজাকারদের ক্ষমা করে রাজনীতি করারও সুযোগ দিয়েছিল জিয়া। সংবিধান ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরও দায়মুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল।

দলটির দ্বিতীয় দফায় বলা হয়, রেইনবো নেশন করে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতি বন্ধ করবে। এর জবাবে ভিডিওতে বলা হয়েছে, অথচ, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং ২০১৩-১৪ সালে অগ্নিসন্ত্রাস এই বিএনপির হাতেই ঘটেছিল। বিএনপি ক্ষমতায় এলে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। ঘোষিত রূপরেখার তৃতীয় দফার এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ভিডিওতে বলা হয়েছে, 'অথচ খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালীন বলেছিলেন, শিশু আর উন্মাদ ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়। এই উক্তি দিয়েই দলটির অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ২০০৭ সালে ৮ম সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০০৪ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির বয়স বাড়িয়ে দলটি বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।'

বিএনপির অষ্টম দফায় বলা হয়েছে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন-২০২২' সংশোধন করা হবে। এ প্রসঙ্গে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বক্তব্য, 'অথচ, ২০০৫-০৬ সালে একতরফাভাবে চারদলীয় জোট সরকার বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত এম এ আজিজকে ২০০৫ সালে প্রধান নির্বাচন কমিশন হিসেবে নিয়োগ দেয়। সেই কমিশন প্রায় দেড় কোটি ভুয়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে।' রূপরেখার ১৩ দফায় বিএনপি বলছে, দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপস করা হবে না। এ বিষয়ে ভিডিওতে বলা হয়েছে, 'অথচ, দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল খালেদা জিয়া এবং তার দুই ছেলে। যে দলের দুই প্রধান দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত, তারা কীভাবে দুর্নীতি দূর করবে?' নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা হবে, ১৬ নম্বর দফার এই পরিকল্পনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'অথচ, বিএনপি-জামায়াত ২০০১ সালে নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ।'

১৯ নম্বর দফায় বলা হয়, বৈদেশিক সম্পর্কের বাংলাদেশের স্বার্থ প্রাধান্য। অথচ, বিএনপির প্রথম শাসনামলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভারত সফরে গিয়ে গঙ্গা পানি বণ্টন নিয়ে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। এই দলটির কাছে দেশের চাইতে নিজের স্বার্থই বড়। দুই দফায় ক্ষমতায় থেকে বৈদেশিক সম্পর্কের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নেই দলটির। পরিকল্পনার ২২ নম্বর দফায় বলা হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন। সবশেষ এই দফা প্রসঙ্গে ভিডিওতে বলা হয়েছে, 'অথচ যে দল মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তিকে নিয়ে সরকার গঠন করে, রাজাকারদের মন্ত্রিত্ব দেয়, রাজাকারদের বিচার বন্ধ করতে চায় তাদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন মানে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা।'

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

শুরু হলো ছড়াটে আয়োজিত মাসিক ঘরোয়া ছড়াড্ডা



নিউইয়র্ক: জনপ্রিয় সংগঠন 'ছড়াটে' দীর্ঘদিন ধরে ছড়া ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষী ছড়াকারদের একই প্লাটফর্মে আনার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী যাত্রা শুরু করে ছড়াটে। সেই থেকে নানামুখী গঠনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর শতাধিক ছড়াকারের ছড়া নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে সংগ্রহে রাখার মতো ঢাউস সাইজের চমৎকার সুন্দর ছড়াগ্রন্থ। প্রখ্যাত ছড়া লেখকের পাশাপাশি প্রতিভাবান নবীন লেখকদের লেখাও গ্রন্থভুক্ত করে তাদের উৎসাহিত করছে। লেখক পাঠকের জন্য ছড়াটে এখন একটি লোভনীয় ছড়াগ্রন্থ। আমেরিকায় রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ছড়াটে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়া বিষয়ক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করছে। পেন্ডামিকের সময় যখন সবকিছু স্থবির ছিলো তখন অনলাইনে লাগাতার অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে যেমন সৃজনশীলতার চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করেছে তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লেখক, আবৃত্তিকার, শিশুশিল্পী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে একটি নিবিড় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ছড়াকারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, ভাবের আদান-প্রদান, ছড়া নিয়ে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নত ছড়া চর্চার লক্ষ্যে ছড়াটে-র নতুন উদ্যোগ এই ঘরোয়া ছড়াড্ডা।

প্রাণবন্ত আড্ডায় ছড়া নিয়ে আলোচনা ও অনুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি ছড়া পাঠ করেছেন ছড়াকার যথাক্রমে ডা. সজল আশফাক, মৃদুল আহমেদ, মিনহাজ আহমেদ, শাহীন দিলওয়ার, রিপন শওকত, শহীদ উদ্দিন ও শামস চৌধুরী রুশো। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ছড়াটে-র পৃষ্ঠপোষক সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ। প্রথমবারের মতো মাসিক ঘরোয়া এই ছড়াড্ডাটি অনুষ্ঠিত হয় হলিসে, ছড়াকার শামস চৌধুরী রুশো'র বাসায়। পরবর্তী মাসের ছড়াড্ডার বিষয় ও স্থান ঘোষণার পর সমবেত কণ্ঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে.....' গানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ছড়াটে আয়োজিত প্রথম মাসিক ঘরোয়া ছড়াড্ডা।

থমথমে পঞ্চগড়

ঢাকা ডেস্ক: আহমদিয়া জামাতের জলসাকে কেন্দ্র করে ত্রিমুখী সংঘর্ষের পর গতকাল দিনভর পঞ্চগড় ছিল থমথমে। নতুন করে গোলযোগের আশঙ্কায় শহরের বিভিন্ন স্থান ও জলসা স্থানসহ আহমদনগর ও ঝালশিরি এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব মোতায়েন করা হয়েছে। দিনভর সংঘর্ষের পর শুক্রবার (৩ মার্চ) রাত ৯টার পর সালানা জলসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন মাইকিং করে সবাইকে ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। শনিবার (৪ মার্চ) সকাল থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সালানা জলসায় আসা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন জলসাস্থল থেকে পঞ্চগড় ছাড়তে শুরু করে। এদিকে সর্বস্তরের তৌহিদী জনতা-পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় নিহত পঞ্চগড় পৌরসভাধীন মসজিদপাড়া এলাকার ফরমান আলীর ছেলে আরিফুজ্জামান আরিফের (২৭) নামাজে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টার দিকে পঞ্চগড় কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সাবেক জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ ও আওয়ামী লীগ নেতা নাঈমুজ্জামান মুক্তা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সুম্পট, স্থানীয় কাউন্সিলর মাজেদুর রহমান ইরান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিহত আরেক যুবকের নাম জাহিদ হাসান (২৩)। তিনি নাটোরের বনপাড়া পৌরসভার চিরোইল মহল্লার আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে। তার লাশও নিজ এলাকায় নিয়ে দাফন করা হয়েছে।

এসব নিয়ে শনিবার বিকালে আহমদনগরে জলসাস্থলে সংবাদ সম্মেলন করেছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত। ৯৮-তম জলসা সালানার আহ্বায়ক আহমদ তবশির চৌধুরী সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, শুক্রবারের ঘটনায় তাদের একজন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হোসেন (২৩)-এর বাড়ি নাটোরের বনপাড়ায়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রথমে পঞ্চগড় এবং পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গুরুতর আহতদের এখন রংপুর থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শুক্রবার আহমদনগর ও ঝালশিরি গ্রামের দেড় শতাধিক বাড়িতে আক্রমণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা বলে তিনি দাবি করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের দুই গ্রামের আক্রমণের তিন ঘণ্টায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো সহায়তা পাইনি।





নিউইয়র্কে জয় বাংলাদেশ ইনক্ এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বিশ্বনেতা



যে জাতি ভাষা আন্দোলন করে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা নয় শুধু, সেই আন্দোলনের সোপান ধরে ধরে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেই রাষ্ট্র সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্র অনন্য এক মর্যাদার আসনে, নেতৃত্বের আসনে। আমাদের চেয়ে অনেক বৃহদাকার রাষ্ট্র থাকতে পারে, হাজার কোটি গুণ সম্পদের মালিক হতে পারে, কিন্তু মানবতার প্রশ্নে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনের প্রশ্নে, মাতৃভাষার জন্য লড়াই করে রক্ত দেয়ার প্রশ্নে, অঙ্গীকারের প্রশ্নে আমরা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভাষীরাই নেতৃত্ব দান করছি। আমরাই নেতা। জাতিসংঘ তথা ইউনেস্কো আমাদের সেই মর্যাদারই স্বীকৃতি দিয়েছে।

.....বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, সেক্টর-১

জয় বাংলা জয় বাংলাদেশ

জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA COPAP

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity 888-212-3237

সাহিত্য সাময়িকী

মানুষের মুখ
সোহরাব পাশা

শূন্যতার যতি চিহ্ন নেই

ভ্রমণের প্রিয়সঙ্গী উল্টোপথে হাঁটে

ফুলের সৌকর্য ওড়ে বিকেলের রোদে
ভুল ঘরে মায়ার কুহক
নৈঃশব্দ্যের তীব্র দাহ

অপ্রিয় ম্যাজিক সময়
বিপরীত মুখ দেখা
ভালবাসার রোদ্দুরে

তুমুল মেঘের ওড়াউড়ি
বিপন্ন আঙুল খোঁজে মানুষের মুখ
প্রিয় চোখের নিবিড় দ্যুতি-
ঘর-বাড়ি
নতুন শহর
কেউ পথের পাশে একা দাঁড়িয়ে থাকা ।

সূর্যকে দ্বিখন্ডিত করো না
মামুন সুলতান

মধুর প্রহরগুচ্ছ একে একে ভেঙ্গে পড়ছে
বৈকালিক বনগ্রহে
বিষণ্ন বৃন্দাবনে ক্রমাগত নেমে আসছে অন্ধকার
পথভোলা রাখালের মতো জারুলবনে শুয়ে আছে অচেতন
আত্মগত অভিমান

বসন্তে লাল শিমুলে উড়ছে বালিকার উচ্ছল শিহরণ
ব্যাকুল ব্যস্ত সময়ে তুমি আছো উড়ন্ত চুমুর আলিঙ্গনে
তোমার বন্দনা করে নওবিহানের জাগ্রত কলরব
শতচোখ ধুয়ে নিচ্ছে বর্ণিল বুকের বসন্তচূড়া

নিঝুম নিঠুর নস্টালজিয়া উর্ণনাভের মতোন
দুই চোখের চারদিকে বিছিয়ে দিয়েছে কষ্টছায়া
দাগপড়া জীবন নিয়ে আমি দাঁড়াতে পারি না
বৈকালিক বসন্ত হাওয়ায়

অকারণে কেউ ডাকলে চায়ের ধোঁয়ার মতো
মিশে যাই অভিমানচত্বরে
রঙবদলানো কালো মেয়ের মুখের মতো
নিজেকে বদলাতে পারি না বলে
আমাকে অপদার্থ বলে গালি দাও

জেনে রাখো ওগো বন্ধু জীবন সমান্তরে একই সূর্যে আমরা
স্নাত হই সন্ধ্যা-অবধি
আমাকে আলাদা করে সূর্যকে দ্বিখন্ডিত করো না
দোহাই! সূর্যকে আর দ্বিখন্ডিত করো না ।

সমীকরণ
রেজাউদ্দিন স্টালিন

দৌঁড়ায় সে
এগোয় না একচুলও
পৌঁছায় না
লাগে না পায়ে ধুলো
পদচিহ্ন থাকে না তার পথে
জিহ্বা বুলায় শূন্যের উপর ক্ষতে
দেখা যায় না পদক্ষেপ
দাগ থাকে না- করে না ভ্রুক্ষেপ
তার আত্মবিসর্জন
রক্তনিমজ্জন

বেগের সূত্রতো স্থাণু

জড়িয়ে ধরে জানু

গোলক ধাঁধাঁর সংখ্যাটা কি আছে

তাকে খুঁজতে সে দৌড়ায়
তাকে ডাকতে সে দৌড়ায়
কিন্তু এগোয় না এক পা ও
সে পৌঁছে না কোথাও

তাকে শুষে নিচ্ছে ঘর
সে অন্যতে নির্ভর
সে এগোয় না এক চুলও
আংরাখা সব তুলো

সে হাঁটতে থাকে হাঁটে
ভাবে দৌড়াবে তল্লাটে
সে ছুটতে থাকে ছোটে
চোখে বিশ্বভূবন ফোটে

তার আটকে থাকে পা
সে কোথাও যায় না

যতিহীন
সুমন বনিক

ইদানিং রাতে ঠিকঠাক ঘুমোতে পারি না
মৃতমানুষগুলো দরজায় কড়ানাড়ে,
ঘুমের ঘোরে আলোর রোশনাই ঢেলে
ফেলে-যাওয়া কাজের ফিরিস্তি খুলে-বসে,
কর্মপাগল মানুষগুলো কেনো-যে জ্বালায়!

ফটিকঘরে
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে ওঁরা বলত্ত
জীবনটা-তো
টোস্টবিস্কুট চুবিয়ে-চুবিয়ে চা-পানের মতোই;
ক্ষণিকের আপ্যায়ন!

আদতে মানুষের কোনো মৃত্যু নেই,
মহাকালের যাত্রি মানুষ
ফুল আর ফসলের চাষি

শূন্যঘর
সুজিত মান্না

চুপ শব্দে পাতাটি এমন ভাবে পড়লো, মনে হল যেন বিমর্ষতা নিয়ে জলের ঢেউটি সরে গেলো দূরে ।

অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্পষ্ট হয়ে গেলো চোখ- এই ভরাট সিঁড়ির মত পৃথিবীতে মনে হতে লাগলো একা মঞ্চে বিড়বিড় করে দৌড়ে চলেছি; ধোঁয়ার মত কার্নিশ থেকে ঝুলে আছে তিনটি স্বপ্নের ছাপ । এক, যাকে শব্দের ভেতর সৎ হতে গিয়ে হারিয়ে ফেলছি রোজ । দুই, খিদের স্বরকে জেগে থাকতে দেখি নামতার ঘরে । অথচ তিনেতেও আমি শূন্যই পেয়েছি । তিন, প্রতিশ্রুতি মত দুটির কোনোটিই ক্রমশ হাতে তুলে আনতে পারিনি ।

চুপ শব্দে পাতাটি এসে পড়লো শরীরের কাছে ।

এই বিলম্বিত সময়ের কাছে দেরিতেই পৌঁছে যেতে হবে । শূন্য ধরে এগোতে এগোতে অনূদিত করে আনতে হবে নিজের সত্তা । এই নিছক না শব্দের ভিড়েও যে সান্ধ্য মানুষগুলো প্রশ্ন করলো না, তাদের ভেতর নিশ্চয় একলক্ষ ক্ষমার সূত্র আছে ।

চুপ শব্দে পাতাটি এসে পড়লো ঠিক আমারই ভেতর ।

বিরহের রেখাচিত্র
হাসান ইমতিয়াজ

তারপর থমকে যাই-

পেছনে দেয়াল- সামনে লেবুর ঝোপ
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে
লেবুর ঝোপও হয়ে যায় অরণ্য

সূর্যের সাথে সাথে
সমুদ্র ডুবে যায় চোখের ভেতর
তারপর ফের বেঁচে ওঠা
তারপর আগুন
তারপর অজস্র জল আর নোনাসুখ
তারপর বহরে বহরে শ্যাওলা

আবার থমকে যাই-
আবার আঙুলের রাস্তায় ধীরে ধীরে
হেঁটে যাওয়া- ছাই হওয়া
নক্ষত্রের মুদ্রায় ঘুম

তারপর আবার সেই
বিরহের কম্পাসে নিজেকে ফুটিয়ে
তোলার চেষ্টা-

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

‘পাঠান আমদানি দেশের সিনেমা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র’

আবুল কালাম

বাংলাদেশে হিন্দি সিনেমা পাঠান আমদানির চেষ্টার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে সিনেমাপাড়া। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টরা মানববন্ধনও করেছেন। শর্তসাপেক্ষে হিন্দি চলচ্চিত্র দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির ব্যাপারে ইতোমধ্যে ১৯টি সংগঠন একমত হলেও কিছু শিল্পী, পরিচালক ও সংশ্লিষ্টরা দ্বিমত পোষণ করে এর বিরুদ্ধে কাফনের কাপড় পরেও মাঠে নামার হুমকি দিয়েছেন। এত কিছুর পরও এ বিষয়ে নীরব রয়েছে চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি।

এমন সঙ্কটেও পরিচালক সমিতির নেতাদের নীরবতা রহস্যজনক মন্তব্য করে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশীয় চলচ্চিত্রের বিকাশে চেষ্টা না করে হিন্দি সিনেমা আমদানির চেষ্টায় এটি পরিষ্কার যে একটি মহল চলচ্চিত্র রক্ষার নামে দেশের সিনেমা শিল্পকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে নেমেছে। এতে এ শিল্প রক্ষা তো দূরের কথা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও বিলীন হয়ে যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক চলচ্চিত্র বিশ্লেষক বলছেন, নিজের ঐতিহ্য অন্য দেশের সংস্কৃতি দিয়ে রক্ষা অসম্ভব। এমন চিন্তাও আত্মঘাতী। কারণ আমাদের দেশে সিনেমা নেই তাই দর্শকও হলে আসছেন না। এখন সেই দর্শক ফেরাতে হলে মানসম্পন্ন সিনেমা নির্মাণ করতে হবে। তা না করে অন্য দেশ থেকে সিনেমা এনে হলে দর্শক ফেরালে সেই সিনেমা চলে গেলে আবার দর্শক হলবিমুখ হবে। এ ছাড়া দেশে যারা ছবি নির্মাণ করেন এবং ইতোমধ্যে যারা নির্মাণ শেষ করেছেন এবং করছেন তারাও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ এতে তাদের নির্মিত সিনেমাগুলো মুক্তির পর আর হলে দর্শক পাবে না। এগুলো দর্শক না পেলে নির্মিতব্য সিনেমাগুলো সম্পূর্ণ করতে নির্মাতারা আগ্রহ হারাবেন। এতে করে বড় আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়বে এ শিল্প। ফলে আমাদের উচিত ভিনদেশী সিনেমা না এনে নিজেদের সিনেমাকে সমৃদ্ধ করতে করণীয় ঠিক করা। তাতে এ শিল্প রক্ষা পাবে।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে দেশের গুণী নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু ও খিজির হায়াত খানসহ অনেকে ইতোমধ্যে এর বিরুদ্ধে মানববন্ধনও করেছেন। এ বিষয়ে গতকাল নির্মাতা দেলোয়ার জাহান ঝন্টু বলেন, এক সময় আমাদের সিনেমা দেখার জন্য হলে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ত। কিন্তু এখন তা না হওয়ার অন্যতম কারণ দেশে সিনেমা নেই। আর যা হচ্ছে তা দর্শক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। ফলে হলে দর্শক নেই। এখন আমাদের উচিত ছিল সিনেমাকে সমৃদ্ধ করতে করণীয় ঠিক করে তার বাস্তাবায়ন। কিন্তু তা না করে হিন্দি সিনেমা আমদানির সিদ্ধান্ত দেশের সিনেমা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র। আর যারা তা সমর্থন করে তা বাস্তাবায়নে কালকাঠি নাড়ছেন তারা ষড়যন্ত্রকারী। এটা মেনে নেয়া যায় না। কারণ অন্যের সংস্কৃতি দিয়ে নিজের সংস্কৃতি রক্ষা অসম্ভব। তিনি বলেন, হল মালিকেরা আমাদের সিনেমা নামিয়ে দিয়ে পাঠান চালাতে চায়। পাঠান ৮০ শতাংশ উর্দু ভাষার সিনেমা। সেই সিনেমা আমাদের দেশে চলবে কেন?

এ দিকে অভিনেতা ও প্রযোজক মনোয়ার হোসেন ডিপজল গতকাল নয়া গিন্তকে বলেন, আমাদের সিনেমা শিল্পে সঙ্কটে অন্য দেশের সিনেমা এনে তার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেদের সমস্যা নিজেদের মাধ্যমে সমাধান না করলে তা রক্ষা করা যাবে না। কত প্রযোজক ছবি নির্মাণ করে মুক্তির অপেক্ষায় আছেন, অনেকে নির্মাণ করছেন তাহলে তাদের কী হবে। আর বিদেশী সিনেমা দিয়ে কয়দিন চলবে? ফলে এসব বাদ দিয়ে আমাদের স্থায়ী সমাধানে আসতে হবে। তিনি বলেন, গেল ঈদের সিনেমা দিয়ে তো প্রেক্ষাগৃহে দর্শক ফিরেছিল। তাহলে এখন হঠাত কী হলো যে বিদেশী সিনেমা আনতে হবে। তিনি এটাকে সিনেমা শিল্পের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র দাবি করে বলেন দর্শকদের জন্য ভালো গল্প সিনেমা উপহার দিতে পারলে আমাদের ছবিতেই হলে দর্শক ফিরবে।

এর আগে তিনি কাফনের কাপড় পরে হিন্দি ছবি আমদানির বিরুদ্ধে রাজপথে নামারও হুমকি দেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি হিন্দি সিনেমার কাছে শিল্পী সমিতির ১০ শতাংশ কমিশন দাবি বেআইনি। এটা মুনাফিকের কাজ।

এ বিষয়ে শিল্পি সমিতির সভাপতি চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, ‘এর মাধ্যমে সিনেমা হলগুলো খোলার বিষয়ে একটা পরীক্ষামূলক চেষ্টা চলছে। ১৪ শ’ সিনেমা হলের মধ্যে বর্তমানে ৬৫টি হল চালু আছে। হলেগুলো বন্ধ থাকলে আমরা ছবি বানিয়ে কোথায় চালাব? কারণ হল মালিকরা বলছেন তারা ছবি পাচ্ছেন না। ছবি না পেলে হলগুলো খুলবে কিভাবে? সেজন্য দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক একটা টেস্ট কেইস করা হচ্ছে।’

তিনি বলেন ‘এটা যে শুধু বাংলাদেশে হচ্ছে তা না। এটা পাকিস্তান ও ইন্ডিয়াতেও হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সফলও হয়েছে। ফলে এখন তারা আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। সে দৃষ্টি থেকেই আমরা চেষ্টা করছি যদি সফল হওয়া যায়। দুই বছর পর প্রয়োজনে আ-মরাও বন্ধ করে দেবো।

তিনি বলেন, আরেকটা বিষয় আমার কাছে অবাক লাগে এই হিন্দি ছবিগুলো সিনেমা হলে চলছে না। কিন্তু তারা এগুলো ইউটিউবে দেখছে না?

তার ভাষ্য, ‘তো নিজে নিজে একা একা মজা খাইবেন আর মানুষকে মজা দিতে আপনে বিরোধিতা করবেন এটাতো হয় না। তারা যদি বলে আমরা হিন্দি গান দেখব না, হিন্দি সিনেমাও দেখব না তাইলে আপনি বন্ধ করেন। কিন্তু আপনি আপনার মজাটা ঠিকই নেবেন আর সাধারণ মানুষ সিনেমা হলে গিয়ে যখন বড় পর্দায় দেখতে চাইবেন তখন আপনার দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে। এগুলো ভন্ডামী।’

বিরাজমান পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির মহাসচিব শাহীন সুমন বলেন, বিষয়টি যে যার যার মতো করে দেখছেন। হল মালিক সমিতি তাদের হল রক্ষায় ছবি আমদানির পক্ষে সায় দিচ্ছেন আর পরিচালকদের মধ্যে যারা এর বিরোধিতা করছেন তারাও সিনেমা রক্ষার স্বার্থে কথা বলছেন। এখানে আমাদের কথা বলার তেমন কিছু নেই। আমরা সবাই আমাদের। এখানে যে যার যুক্তিতে সঠিক। তবে পাঠানের মতো ছবি বাংলাদেশের সিনেপ্লেক্স ও সিনেমা হলগুলোর প্রদর্শনীর কারিগরি সামর্থ্য আছে কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এরা হল মালিকরা বুঝবে।

গায়ের রঙ ফর্সা না হওয়ায় বলিউডে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন প্রিয়াংকা



বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের সফল অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া। বর্তমানে হলিউডেও কাজ করছেন তিনি। আবার ব্যক্তিগত জীবনেও সুখী স্ত্রী ও মা অভিনেত্রী প্রিয়াংকা। কিন্তু প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো তার জীবনেও যে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা লুকিয়ে থাকতে পারে, কে জানত! সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন তার জীবনে ঘটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা।

তথাকথিত ফর্সা নন তিনি, তাই বলিউডে তাকে ‘ব্ল্যাক ক্যাট’ বলে সম্বোধন করা হতো। অভিনেত্রীর মতে, আমাদের ঔপনিবেশিক অতীতের ধারণা থেকে এই মনোভাবের জন্ম। ১০০ বছর ধরে ব্রিটিশরা এমনটি বলে গেছেন। আমরা এখনো লালন করে চলেছি সেই মানসিকতা। অভিনেত্রী মনে করেন, তিনি যথেষ্ট সুন্দরী নন। তাই আরও পরিশ্রম করে তাকে কাজ করতে হতো বলেও তিনি মনে করেন। যদিও তার ভাবনায়, তার যেসব সহকর্মীর ত্বক উজ্জ্বল, তাদের থেকে তিনি সম্ভবত খানিক বেশি প্রতিভার অধিকারী।

সংগীতে তার সংক্ষিপ্ত ক্যারিয়ার নিয়েও অকপট অভিনেত্রী। ভালো গানও করেন প্রিয়াংকা। কিন্তু কেন নিয়মিত গান না তিনি? বললেন, গানবাজনার সঙ্গে জড়িত মানুষদের নানা জায়গায় যেতে হয়। খুবই ব্যস্ত সময় কাটে তাদের। এই কারণেই হয়ে উঠল না। এত সময় কোথায়!

প্রিয়াংকা জানান, রকস্টারদের সম্মান করেন তিনি। তবে মানেন, দুর্বল হৃদয়ের মানুষদের জন্য নয় এই গানবাজনা। তার স্বামী নিক জোনাস জনপ্রিয় পপতারকা। তার সঙ্গে বেড়াতে ভালোবাসেন অভিনেত্রী। জোনাস ভাইদের মঞ্চে দেখতে পছন্দ করেন তিনি। অভিনেত্রীর মতে, মঞ্চে তাদের দেখা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা।



ফিফার পর এবার অস্কার মঞ্চে দীপিকা!

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। সম্প্রতি শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘পাঠান’ ছবি নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছিলেন তিনি। তবে ব্যাপক ব্যবসা সফল হওয়ার পর সেসব বিতর্ক এখন অতীত। ক্যারিয়ারের তুঙ্গে সময় পার করছেন এখন এ নায়িকা।

ক্যারিয়ারের এই উজ্জ্বলতম সময়ে আবারও দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন দীপিকা। তার ‘পাঠান’-এর বিপুল সাফল্যের উদযাপন শেষ হতে না হতেই অস্কার মঞ্চ থেকে ডাক এলো।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত হয়েছে ২০২৩ সালের অস্কার বিতরণকারীদের নাম। সেই তালিকায় এবার একমাত্র ভারতীয় হিসেবে থাকছেন দীপিকা।

হলিউড ছবিতে তাকে একবারই দেখা গেছে। তবে বিশ্বজুড়ে দীপিকার উপস্থিতি বরাবরই উজ্জ্বল। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কয়েক মাস আগেই ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। এবার উড়ে যাবেন অস্কারের গৌরব আনতে।

৯৫তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার ঘোষিত হতে চলেছে আগামী ১২ মার্চ। বাংলাদেশ সময় ১৩ মার্চ, সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। মনোনীত সিনেমা এবং সেগুলোর কলাকুশলীকে পুরস্কৃত করার জন্য অস্কার মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন দেশ-বিদেশের তারকারা। এমিলি ব্লান্ট, স্যামুয়েল এল জ্যাকসন, ডয়েন জনসন, মাইকেল জর্ডান প্রমুখের সঙ্গে সেখানেই ঝলমল করছে বলিউড তারকা দীপিকার নাম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে তালিকা ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। তার পরই শুভেচ্ছাবার্তার বন্যা। করতালির ইমোজিতে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন দীপিকার স্বামী রণবীর সিং। প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সতীর্থরাও।

ভারতীয় হিসেবে দীপিকাই প্রথম নন, এর আগে ২০২২ সালে প্রিয়াংকা চোপড়া গিয়েছিলেন অস্কার বিতরণে। তবে এ বছর ভারতের জন্য অনেকখানি রোমাঞ্চ অপেক্ষা করে আছে। অস্কার দৌড়ে এগিয়ে আছে দেশটির তিন ছবি। এসএস রাজামৌলির ‘আরআরআর’ ছবির ‘নাটু নাটু’ গানটি সেরা মৌলিক গানের বিভাগে মনোনীত হয়েছে। সেটি ছাড়াও দুটি ভারতীয় তথ্যচিত্র রয়েছে মনোনয়নের তালিকায়। একটি হলো বাঙালি ছাত্র শৌনক সেন পরিচালিত ‘অল দ্যাট ব্রিদস’ এবং অন্যটি কার্তিকী গোন্সালভেস পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স’। ভারতবাসীর প্রতীক্ষা, তাই এ বছর অনেকটাই বেশি। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানের আরও এক আকর্ষণ হয়ে উঠলেন দীপিকা।

রাতের অন্ধকারে প্রাচীর টপকে শাহরুখের বাড়িতে!

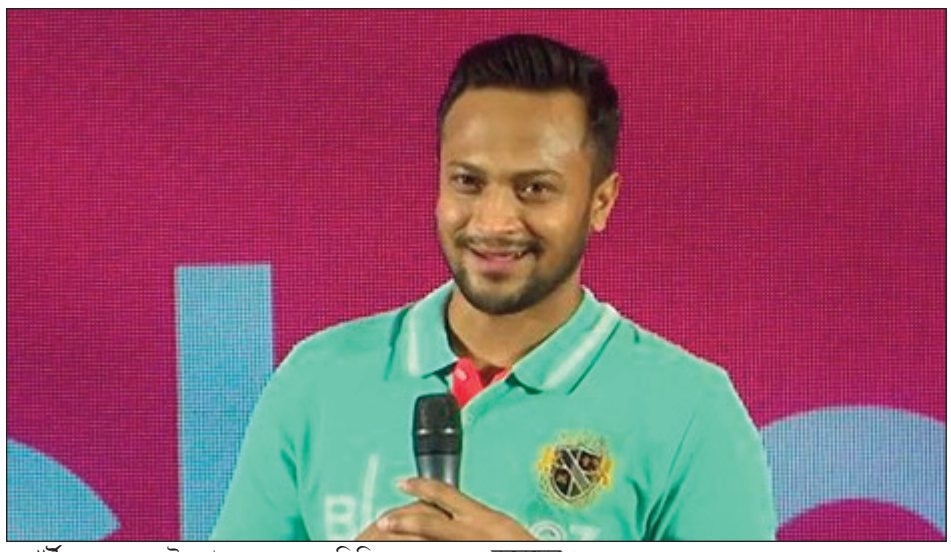


বিনোদন ডেস্ক: আলিয়া ভাটের গোপন মুহূর্ত লেন্সবন্দি করা নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের বাংলোয় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মান্নাতের ম্যানেজার দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা জানান, বুধবার রাতে প্রাচীর টপকে মান্নাতের ভেতরে ঢুকে লুকিয়েছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। তবে শাহরুখ ‘জওয়ান’-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় সেই রাতে বাড়ি ফেরেননি।

পের বৃহস্পতিবার ভোরবেলা বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন শাহরুখ। তার পরই মান্নাতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ওই দুই ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। শাহরুখের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি নিজেদের শাহরুখ-ভক্ত হিসাবে পরিচয় দেন। মান্নাতের পেছন দিকের প্রাচীর টপকে তারা ভেতরে ঢুকেছিলেন। তাদের ধরে ফেলা হলেও কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন শাহরুখের সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে না বলে তারকার বাড়িতে ঢুকে পড়ার অভিযোগে তাদের আটক করেছে পুলিশ।

আমার সম্পর্কে মিডিয়ায় যা আসে সবই গুজব: সাকিব



স্পোর্টস ডেস্ক: ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ চলছে বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে হেরেছেন টাইগাররা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। দলের প্রধান চালিকাশক্তি সাকিব আল হাসান বৃহস্পতিবার রাতে এক ফ্যাশন হাউসের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত সময় পার করেছেন। কে তাকে অনুমতি দিল? তিনি কার অনুমতি নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে গেছেন? এবং আদৌ কোনো অনুমতি নিয়েছেন কিনা? তা জানানোরও কেউ নেই।

তবে এটুকু জানা গেছে, যদিও উপলক্ষ্যে টিম বাংলাদেশ এবং তামিম বাহিনীকে উৎসাহ জোগাতে অনুপ্রাণিত করতেই হোটেল সোনারগাঁওয়ে জাতীয় দলের টিম হোটেলে গিয়েছিলেন বিসিবিপ্রধান নাজমুল হসান পাপন। এবং তার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি, সাকিব আল হাসানের সঙ্গে দেখা করতে এবং কথা বলতেই ২ মার্চ (বৃহস্পতিবার) রাতে বাংলাদেশের টিম হোটেল সোনারগাঁও প্যানপ্যাসিফিকে গিয়েছিলেন পাপন। যেহেতু মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচের আগের রাতে সাকিব টিম হোটেলে ছিলেন না, অপো মোবাইলের এক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন, তাই দেখা হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে বোর্ড সভাপতিকে টিম হোটেলে আসার আমন্ত্রণটা সাকিবই জানিয়েছিলেন।

কিন্তু বৃস্পতিবারও সেই সময় সাকিব টিম হোটেলে ছিলেন না। বিসিবি বিগবস যখন হোটেল সোনারগাঁওয়ে দলের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, ঠিক সেই সময় সাকিব ব্যস্ত 'ব্লুচি' নামের এক ফ্যাশন হাউসের প্রোগ্রামে।

সেখানে অনেক কথার ভিড়ে সাকিব একটি মন্তব্য করেছেন।

তা হলো– তাকে নিয়ে যত কথা হয় মিডিয়ায় সবই গুজব। সাকিবের নিজের কথা, 'আমার সম্পর্কে মিডিয়াতে যা আসে তার সবই গুজব। এবং হাস্যকর।'

সাকিবের সম্পর্কে মিডিয়ায় যত খবর আসে, তার সবই যদি সত্যি ও গুজব হয়, তা হলে শুক্রবার দুপুর ১২টায় ইংল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচের আগের রাতেও তিনি যে একটা ফ্যাশন হাউসের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত সময় কাটালেন, সেটিও কি গুজব? তিনি কি তবে সশরীরে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধম্যে এমনই তার ভিডিও এবং অডিও চলে এসেছে?

তার মানে সাকিব বোঝাতে চাইলেন, তার সম্পর্কে যত কথাবার্তা মিডিয়ায় লেখা হয় সবই বানোয়াট। গুজব। কথা শুনে মনে হচ্ছে, মিডিয়ারই যত দোষ।

এ যেন সেই 'যত দোষ নন্দঘোষ।'

বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনও সাকিব ও তামিম ইস্যুতে মিডিয়াকে দুষেছেন।

এবার আর সাকিব আল হাসান সরাসরি দায় চাপালেন প্রচারমাধ্যমের ওপর। ব্যাপারটা একতরফা হয়ে গেল না? যারা একটি সিরিজ চলাকালীন এবং ম্যাচের আগের রাতে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে যা খুশি করে বেড়ান, তাদের কথা লেখাও যাবে না? সেটিকে গুজব বলে চিহ্নিত করা হবে?

এটা কি রামরাজত্ব? নাকি তুঘলকি কান্ড?

মা হিসেবে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন আনুশকা: কোহলি

স্পোর্টস ডেস্ক: মা হিসেবে আনুশকা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেটা অনেক বড় ব্যাপার। ওর দিকে তাকালে আমি উপলব্ধি করি, আমার যা কিছু সমস্যা ছিল সেগুলো আসলে কিছুই নয়। আমার জন্য আনুশকা অনেক বড় অনুপ্রেরণা। দেখতে দেখতে দাম্পত্য জীবনের পাঁচ বছর পার করে ফেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। আদর-ভালোবাসায় ভরপুর এ জুটির সংসারে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে আসে নতুন এক সদস্য। তাদের মেয়ে ভামিকা। মিডিয়ার লাইমলাইটের আড়ালেই মেয়েকে বড় করছেন 'বিরুশকা'। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব বেশি কথা বলা পছন্দ না এই তারকা দম্পতির। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলেছেন বিরাট কোহলি। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের কথায়- 'জীবনে একটা জিনিসই গুরুত্ব রাখে, তা হলো পরিবার।'

বিরাট বলেন, গত দু-বছরে অনেক কিছু বদলেছে। আমাদের সন্তান এসেছে। মা হিসেবে আনুশকা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেটা অনেক বড় ব্যাপার। বিরাটের ভাষ্যে, যখন তোমার অনুপ্রেরণার দরকার পড়ে, তুমি বাড়িতেই প্রথম সেটার খোঁজ কর। আর আমার জন্য আনুশকা বিশাল অনুপ্রেরণা। জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিকোণ একদম আলাদা ছিল। কিন্তু তুমি যখন সেই মানুষটার প্রেমে পড়, তোমার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন আসতে থাকে।



এর আগে এক সাক্ষাৎকারে বিরাটকে বলতে শোনা গেছে- ক্যারিয়ারের খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আনুশকাসহ নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। সূর্যকুমার যাদবকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী আনুশকার ওপর তার প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে বেশি।

বিরাট-আনুশকা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার খোঁজে সম্প্রতি হাজির হয়েছিলেন হৃষিকেশে স্বামী দয়ানন্দ গিরির আশ্রমে। এরপর বৃন্দাবনে নিম করোলি বাবার আশ্রমেও যান তারা। মেয়ে ভামিকাও তাদের সঙ্গেই ছিল।

দীর্ঘদিন রূপালি পর্দা থেকে দূরে রয়েছেন আনুশকা। ২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল নায়িকার শেষ ছবি 'জিরো'। মা হওয়ার পর 'চাকদা এক্সপ্রেস'-এর সঙ্গে কামব্যাক করছেন অভিনেত্রী। এই ছবিতে ভারতের সাবেক নারী ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনুশকা। চলতি বছর সরাসরি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে এই ছবি।



যুদ্ধে ইউক্রেনের কত ক্রীড়াবিদ নিহত?

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনের ঘুম ভাঙে রাশিয়ার আগ্রাসনের সহিংস শব্দে। সেই আক্রমণের এক বছর পূর্ণ হলো শুক্রবার। যুদ্ধ এখনো চলছে। রক্তপাত ও অশ্রুপাত অব্যাহত। জাতিসংঘের তথ্যমতে, রুশ আগ্রাসনের প্রথমদিন এক লাখ ইউক্রেনীয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এখনো পালাচ্ছে মানুষ।

ইউক্রেন সরকার জানিয়েছে, যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ২৩০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক ও সাপোর্ট স্টাফ। আহতের সংখ্যাও কম নয়। ২৮ জনকে ধরে নিয়ে গেছে রুশ সেনারা। চারজন নিখোঁজ।



স্পেন ছেড়ে মিয়ামি যাচ্ছেন শাকিরা, সন্তানদের নিতে পারবেন কি?

স্পোর্টস ডেস্ক: স্প্যানিশ ফুটবলার জেরার্ড পিকে ও কলম্বিয়ান গায়িকা শাকিরার বিচ্ছেদের ঘোষণার বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। অনেকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে শাকিরার। তবে তিনি সেখানে দুই সন্তান সাশা ও মিলানকে নিয়ে যেতে চান। শাকিরা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বার্সেলোনা ছাড়তে চান এবং দুই সন্তানকে নিয়ে মিয়ামিতে বসবাস করতে চান। আর এতেই আপত্তি পিকের। শাকিরার সঙ্গে সন্তানদের মিয়ামি পাঠাতে নারাজ তিনি।

স্প্যানিশ ফুটবলার পিকে কোনোমতেই তার সন্তানদের স্পেন ছাড়তে দেবেন না, এমনকি ছুটি কাটাতেও না! তবে এবার জানা গেল আগামী ১ এপ্রিল মিয়ামিতে যাচ্ছেন শাকিরা। তবে শেষ পর্যন্ত মিয়ামি যাওয়ার সময় শাকিরা তার সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট নয়।



বর্ণাঢ্য আয়োজন : গ্রেটার খুলনা সোসাইটি'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত হয়েছেন গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ'র নতুন কমিটির কর্মকর্তবৃন্দ। আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২২ ফেব্রুয়ারী বুধবার রাতে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নতুন কর্মকর্তাদের শপথ ছাড়াও ছিলো শুভেচ্ছা বক্তব্য আর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।





অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স এডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাদেক, বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ফরিদুল আকবর, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়ার সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা নিউইয়র্ক সিটির অক্সিলারী পুলিশের ল্যাফটেনেন্ট সৈয়দ এনায়েত আলী, উপদেষ্টা পারভীন সুলতানা রত্না, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি।

অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান। অভিষিক্তরা হলেন: সভাপতি- ওয়াহিদ কাজী এলিন, সিনিয়র সহ সভাপতি- শেখ মো. নওশাদ আক্তার, সহ সভাপতি- শেখ হাসান আলী ও ইসমত জাহান পলি, সাধারণ সম্পাদক- শেখ মোহাম্মদ আল আমিন, সহ সাধারণ সম্পাদক- শেখ কামাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- শেখ আনোয়ার হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- শেখ সেকেন্দার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক- হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মোহাম্মদ শাহিনুল হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- ইসমত জাহান পপি, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মুরারী মোহন দাস, শেখ ফারুকুল ইসলাম, সরদার মুনির হোসেন, বিলকিস ফাতিমা লাভলী, শেখ মোহাম্মদ সবুর এবং মোহাম্মদ ঈদ ই আমিন।



অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অভিষেক কমিটির আহবায়ক শেখ ফারুকুল ইসলাম ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ইসমত জাহান পপির যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর প্রধান জেনারেল শফি উদ্দিন আহমেদে ছোট বোন নাজরিন রফিক ও স্বপ্না আকতার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, ক্যাডেট কলেজ ক্লাব এনএ'র সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান, শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবিব প্রমুখ সহ গ্রেটার খুলনরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আল আমিন শপথ নেয়ার পর তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে গ্রেটার খুলনাবাসীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বিদায়ী সভাপতি মুরারী মোহন দাস এবং সাধারণ সম্পাদক সরদার মুনির হোসেন নতুন কার্যকরী কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বৃহত্তর খুলনাবাসীর কল্যাণে তাদের আরো বড় ভূমিকা প্রত্যাশা করেন।

অনুষ্ঠানের সবশেষে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ছাড়াও ডা. শাহনাজ লিপি, সেলিম ইব্রাহীম, বাপ্পি সোম, মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীরা একের পর এক সঙ্গীত পরিবেশন করে গভীর রাত পর্যন্ত দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮





‘পরানে আগ্রাবাদ’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

নিউইয়র্ক: আনন্দমুখর পরিবেশে অন্বয় প্রকাশ স্টলের সামনে ইউএসএ পরানে আগ্রাবাদের উদ্যোগে মোড়ক উন্মোচন হলো ওয়াহিদুজ্জামান বকুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘পরানে আগ্রাবাদ’ বই-এর। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় একুশে বইমেলায় এই মোড়ক উন্মোচিত হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, পরানে আগ্রাবাদের প্রতিষ্ঠাতা হারুনর রশীদ পিন্টু, ইউএসএ পরানে আগ্রাবাদের প্রতিষ্ঠাতা খোরশেদ আলম বাবু, কথাসাহিত্যিক ও মোটিভেশন স্পিকার সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ, মেজর জেনারেল মাহাবুবর রশীদ, অন্বয় প্রকাশ স্টলের স্বত্বাধীকারী প্রকাশক হুমায়ুন কবি ঢালী। বইটি’র সম্পাদক বলেন- এই বই প্রকাশের মাধ্যমে আমরা আমাদের সোনালী অতীতকে বর্তমানের হাত ধরে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। যেন আজকের এ পরানের আগ্রাবাদের অতীত সমৃদ্ধির কথা জেনে আমাদের সন্তানরা নিজেদের অনুপ্রানিত করে এই বই প্রকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
“EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER”
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice



SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্ভীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিসিনারি গ্লেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428



Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সাক্ষাৎকারে রাশেদ খান মেনন

আওয়ামী লীগের মধ্যে একলা চলো নীতি দেখা যাচ্ছে

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে তাঁরা সাময়িকভাবে পরাজিত করতে পারলেও এখনও পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেননি। ১৪ দল তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির যে কোনো অনৈক্য বা বিভেদ আগামী দিনের আদর্শিক লড়াই-সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আওয়ামী লীগের মধ্যে এক ধরনের 'একলা চলো' নীতি দেখা যাচ্ছে। জোটে নানা সিদ্ধান্ত হলেও কার্যকর হয় না। এসব নিয়ে এখনই আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সমকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের অন্যতম শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির শীর্ষ নেতা রাশেদ খান মেনন এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে আগামী দিনের করণীয় এবং বিএনপির আন্দোলন ও জাতীয় নির্বাচন বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সমকালের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক অমরেশ রায়।

প্রশ্ন : হঠাৎ ১৪ দলের ঐক্য-অনৈক্য নিয়ে কথা উঠছে কেন?

উত্তর : হঠাৎ হবে কেন? আমরা তো বহু আগে থেকেই বলছি। ১৪ দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকগুলোতে বলেছি, বাইরেও বলেছি, সংসদেও বলেছি। আমি কেবল একা নই। জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন, ১৪ দলের অন্য নেতারাও বলেছেন। তবে বলতে পারেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে হয়তো এখন এই বলাটা উচ্চকিত হয়েছে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি ছয়টি আসনের উপনির্বাচনে একটিতে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী ১৪ দলের মনোনয়ন নিয়ে হেরে গেলেন, এমনটা কেন হলো?

উত্তর : আমাদের প্রার্থী শুধু হারেননি, খুব খারাপভাবেই হেরেছেন। এই প্রার্থীই ২০১৪ সালের নির্বাচনে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দলীয় প্রতীক 'হাতুড়ি' নিয়ে নির্বাচন করে জিতেছিলেন। কিন্তু ২০১৮ সালের নির্বাচনে এই প্রার্থীই যখন নৌকা পেলেন, তখন দেখা গেল—আওয়ামী লীগের বন্ধুরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, সেখানে বিএনপি বিজয়ী হয়ে গেল। এবারের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের তরফে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের জেলা কমিটিকে এবং ১৪ দলের সমন্বয় কমিটির তরফ থেকে আমির হোসেন আমু চিঠি দিয়ে সবাইকে জোটের প্রার্থী হিসেবে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীকে জেতাতে ভূমিকা রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু মাঠপর্যায়ে তার প্রতিফলন আমরা সেভাবে পাইনি। তাছাড়া সাম্প্রদায়িকভাবেও বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগেরই একজন হিন্দু প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হিন্দু ভোটকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটা কথাই শুধু বলব—এটা কেবল আমাদের জন্যই অশনিসংকেত নয়, আওয়ামী লীগের জন্যও অশনিসংকেত।

প্রশ্ন : উপনির্বাচনে হারার ক্ষোভ থেকেই কি এটা বলছেন?

উত্তর : সেটা হবে কেন? বরং এটা বলছি এই কারণে যে, আগামী দিনের পরিস্থিতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সেটাকে মোকাবিলায় আমরা যেন একসঙ্গে থেকেই কাজ করতে পারি। মনে রাখতে হবে, ১৪ দলের আদর্শিক লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে আমরা সাময়িকভাবে পরাজিত করতে পেরেছি বটে; কিন্তু এখনও পুরোপুরি নির্মূল করতে পারিনি। সেই জায়গায় ১৪ দল তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির মধ্যকার যে কোনো ধরনের বিভেদ বা ভুল বোঝাবুঝি কিন্তু আগামী দিনের চূড়ান্ত লড়াই-সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং, এখনই আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।



প্রশ্ন : জোটের মধ্য থেকে এমন প্রকাশ্য বক্তব্য ঐক্যে ফাটল ধরানোর আশঙ্কা তৈরি করছে কিনা?

উত্তর : না, আমি সেটা মনে করি না। কারণ আমরা দলগতভাবে মনে করি যে, ১৪ দলের ঐক্য এখনও প্রাসঙ্গিক এবং এটাকে আরও দৃঢ় করাই হচ্ছে এখনকার মূল কাজ। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এই ঐক্যকে সাংগঠনিকভাবে আরও কার্যকর জায়গায় নিয়ে যাওয়াটাই অনেক বেশি প্রয়োজন। ১৪ দলের ঐক্যকে আরও সংহত করা এবং কার্যকর করাই আমাদের লক্ষ্য।

প্রশ্ন : ১৪ দলের মধ্যে ঐক্য আসলে কতটা রয়েছে?

উত্তর : ঐক্য যে পুরোপুরি নেই, সেটা আমি বলব না। বরং এটাই বলব, সাংগঠনিক কাঠামোগত ঐক্যের জায়গাটা এখনও গড়ে ওঠেনি। সেটা হয়তো কেন্দ্রে রয়েছে, কিন্তু জেলা বা উপজেলা অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ে নেই। আর রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে, একটা আদর্শিক ঐক্যের বন্ধন তো আছেই। তবে এই ঐক্যের বন্ধনটাও আবার অনেকটা শিথিল অবস্থায় বিরাজ করছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ তার সরকারকে তো 'আওয়ামী লীগ সরকার' বলেই ঘোষণা করেছে। সুতরাং, এখানে ১৪ দলের ঐক্য বা অবস্থানটি খুব প্রান্তিক জায়গায় পৌঁছে গেছে।

প্রশ্ন : বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো একসঙ্গে মাঠে থাকলেও ১৪ দলের মধ্যে সেটা দেখা যাচ্ছে না কেন?

উত্তর : ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকেই আওয়ামী লীগের মধ্যে একধরনের 'একলা চলো' নীতি দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ হয়তো নিজেরাই নিজেদের যথেষ্ট বলে মনে করছে। সেজন্যই হয়তো তারা বিএনপি-জামায়াত বা সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে এককভাবে মোকাবিলা করার নীতি নিয়েছে। তবে ১৪ দলের সিদ্ধান্ত ছিল, এটাকে জোটগতভাবেই মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৪ দলে বারবার নানা সিদ্ধান্ত হলেও একটাও কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন : এ থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী থাকবে?

উত্তর : আমার পরামর্শ তো একটাই। ১৪ দলের বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলাপ করে নিতে হবে। সেটা করলেই তো পারস্পরিক বন্ধনটা আরও দৃঢ় হয়। যেমন—যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও হেফাজতসহ সাম্প্রদায়িক ইস্যু, পাঠ্যপুস্তককে সাম্প্রদায়িকীকরণের অপচেষ্টা এবং জনজীবনের সংকটগুলো মোকাবিলায় কেবল প্রশাসনিক বা সরকারের ভূমিকা না রেখে জোটগত ভূমিকা রাখাটাও দরকার ছিল। এ ক্ষেত্রে জনগণকে আস্থায় এনে জোটগতভাবে সরকারের সহায়কের ভূমিকা পালন করা যেত। কিন্তু এগুলোকে কেবল এককভাবে কিংবা প্রশাসনিকভাবে হ্যান্ডল করতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও নাজুক করে ফেলা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আগামী নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটগতভাবে অংশগ্রহণ নিয়ে কোনও সংশয় আছে?

উত্তর : আমরা তো আশাই করি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল ঐক্যকে এগিয়ে নেবেন। নির্বাচন তো কেবল কথার ঐক্য নয়। এটা তো মাঠের ঐক্য, ভোটের ঐক্য এবং নির্বাচনের মেশিনারিজের ঐক্য। এগুলো যদি করতে হয়, তাহলে অবশ্যই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই যেতে হবে। তা নাহলে তো এটা কথার কথাই থেকে যাবে। সে ক্ষেত্রে আসন সমঝোতা হয়তো বা হবে। কিন্তু সেটাতে নির্বাচনী কোনো ঐক্য বলে কিছু থাকবে না।

প্রশ্ন : আপনারা তো বলছেন আগামী নির্বাচনে নিজস্ব দলীয় প্রতীক নিয়ে অংশ নেবেন, দলীয় প্রতীক নিয়ে জিতে আসার মতো পরিস্থিতি কি তৈরি করতে পেরেছেন?

উত্তর : দেখুন, দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করব—সেটা কিন্তু আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত নয়। ২০১৯ সালেই আমাদের দলীয় কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছি। এখন জেতার মতো পরিস্থিতির প্রশ্ন যদি তোলেন, তাহলে বলতে হয়—আমরা অতীতে ১৯৭৯ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনেও তো দলীয় প্রতীকেই জিতেছিলাম। তবে ২০০৮-এ এসে ১৪ দলের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সময় ও প্রয়োজনের তাগিদে আমরা নৌকা প্রতীক নিয়েছিলাম। কিন্তু, আমাদের পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়, বরং এটা আমাদের অনেকখানি পিছিয়ে দিয়েছে। যেমন—সংবিধান সংশোধনের সময় বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের দ্বিমত ছিল। সে প্রশ্নে আমরা 'নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি', কিন্তু দ্বিমতটাকে ভোটে রূপান্তরিত করতে পারিনি। অথবা সংসদে এমন কিছু বিষয় আসে—যেগুলোতে আমাদের কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়লেও আমরা বলতে পারি না। সেটাতে ৭০ বিধির বাধা রয়েই গেছে। সে কারণে সংসদেও আমরা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছি না। তাছাড়া, আমাদের সক্ষমতা কতখানি এবং ২০০৮ থেকে এই ১৪ বছরে আমরা কতখানি এগোলাম বা পেছালাম অথবা জনগণের কাছে আমরা কতটুকু যেতে পারছি বা পারছি না—সেটাও তো আমাদের যাচাই ও হিসাব করার প্রয়োজন রয়েছে। এই বিবেচনায় আমরা মনে করি, আমাদের নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : বিএনপির আন্দোলনকে কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : বিএনপির আন্দোলনের মূল বিষয় হচ্ছে ক্ষমতা। সেখানে জনগণের প্রশ্নটি পুরোপুরি অনুপস্থিত। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাদের একজন নেত্রী দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আছেন। আরেকজন দুর্নীতিবাজ হত্যাকারী নেতা দণ্ডিত হয়ে বিদেশে পলাতক আছেন। এই দুইজনের দন্ড মওকুফ করার জন্যই বিএনপির ক্ষমতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সুতরাং, এই নেতৃত্বের অধীনে আন্দোলনে দেশের জনগণ খুব একটা সাড়া দেবে—সেটা আমি মনে করি না।

প্রশ্ন : আগামী নির্বাচন কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলে মনে করেন?

উত্তর : যদি সব দল অংশ নেয়, তাহলে আগামী নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে। সব দল অংশ নিলে সেই নির্বাচনকে অবশ্যই অবাধও হতে হয়। এখন নির্বাচন কমিশন যদি তার সঠিক ভূমিকা পালন করে এবং সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সব অংশও তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তাহলে অবশ্যই নির্বাচন ভালো হবে। আমরাও সেটাই আশা করব।

প্রশ্ন : বিএনপি ও তার মিত্ররা যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে না আসে?

উত্তর : সেটা করলে তো তারা নিজেরাই নিজেদের অবলুপ্তির পরিণতি ডেকে নিয়ে আসবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনটা হয়তো বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হবে, জাতীয় ক্ষেত্রে হবে না। তারপরও সেই নির্বাচনকে সবাই মেনেও নেবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, ক্রাইগ কাস, নীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল শাকসবজিসহ রাইস	$ 9.99
স্পেশাল খাসমাংস রাইস	$ 18.99
পাকার খাসমাংস রাইস	$ 13.99
মুরগাবাসা খাসমাংস রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হুমকিতে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা

তিস্তা থেকে আরও পানি প্রত্যাহারের পরিকল্পনা ভারতের

ঢাকা ডেস্ক: তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের আওতায় আরও ২টি খাল খননের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সেচ বিভাগ। তা বাস্তবায়িত হলে সেচের অভাবে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিস্তার পানিবণ্টন নিয়ে ২ দেশের মধ্যে বর্তমানে যে চলমান দ্বন্দ্ব আছে তার মধ্যে ভারতের এই প্রকল্প অনেকটা আগুনে ঘি দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি করবে বলে মনে করছেন পানি বিশেষজ্ঞরা। প্রকৌশলী ম ইনামুল হকের মতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন উদ্যোগ আন্তর্জাতিক নিয়মবিরুদ্ধ ও নৈতিকতাবিরুদ্ধ। গতকাল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা পানি নিয়ে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তা আরও বাড়াবে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ- এর ইমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত গণমাধ্যমকে বলেন, তিস্তা অববাহিকায় বাংলাদেশ ও ভারতের যে ২টি ব্যারেজ প্রকল্প আছে, সেখানে পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। তখন নদীতে কিছুটা পানি আসে, বাংলাদেশও কিছু পানি পায়। ভারত তার প্রকল্পের জন্য পুরো পানি প্রত্যাহার করার পরে তলানিটুকু বাংলাদেশ পায়। এখন সেই তলানি থেকে ভারত যদি আরও পানি প্রত্যাহার করে তাহলে বাংলাদেশের আমন মৌসুমে মারাত্মক ক্ষতি হবে। রংপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট অর্থাৎ তিস্তা প্রকল্পের এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মহানন্দা অববাহিকারও ক্ষতি হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন ২০১১ সালে, তাতে বলা হচ্ছে, অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনুন নিশাত বলেন, এটাকে আমি ব্যাখ্যা করছি এভাবে, তিস্তার সারা বছরের পানি যদি যোগ করি তাহলে প্রচুর পানি আছে। বর্ষার পানি ধরে রেখে শুকনো মৌসুমে ছাড়তে হবে। এটা সম্ভব যদি সিকিমে কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ভারত সরকার এই ব্যবস্থাপনা করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ কী করছে সেই দায় কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মিটমাট হবে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দিল্লির সঙ্গে কথা বলবে এবং দিল্লি এই ব্যবস্থাপনা করবে। বাংলাদেশেও আমরা তিস্তা প্রজেক্টের ফেইজ-১ এ পানি দিচ্ছি। বাকি ফেইজ, আরও অনেক; বর্তমানে যতটুকু এলাকায় পানি দেওয়া হয় তার চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ এলাকায় পানি দেওয়ার প্রস্তাব আমাদের রয়েছে। আমাদের পানির চাহিদা অনেকখানি। আইনুন নিশাত মনে করেন, জলবায়ু



পরিবর্তনের কারণে পানির প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। হয়তো শুকনো মৌসুমে পানি আরও কমে যাবে। এ অবস্থাতে উজানের দেশ যদি গায়ের জোরে পানি প্রত্যাহার শুরু করে এটা হবে দুঃখজনক ও লজ্জাজনক। এটা আন্তর্জাতিক নিয়মের পরিপন্থি, ভারতের নিজস্ব আইনও এটাকে সমর্থন করে না।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারকে জোরালো ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে বাংলাদেশের কী হলো- না হলো তা নিয়ে ভারতের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এটি হলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বিষয়টি নিয়ে পানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ম. ইনামুল হকের বক্তব্য হলো- পশ্চিম দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় সেচ প্রকল্প হাতে নিয়েছে ভারত এবং সেটার কাজ পশ্চিম দিনাজপুরে বেশকিছু দূর হয়েছে। বাকি কাজগুলো মালদা পর্যন্ত তারা করছে। তিস্তা নদীর পানি তারা যে ডাইভার্সন ক্যানেলের মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে যায়, ওই রুটেই তারা সেচের পানিটা দেয়। ভারত তিস্তার প্রায় সব পানি নিয়ে যাচ্ছে, কোনো পানি রাখছে না। পুরো পানি নিয়ে তারা পশ্চিম দিনাজপুরের অন্যদিকে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে মহানন্দা, ষোলহাট দিয়ে গঙ্গা নদীতে চলে যায়, বিহারে চলে যায়। এই যে খুলে দেওয়া, এ ব্যাপারে অনেক আপত্তি আছে। তারা পানি বিহারে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আসলে আমাদের বঞ্চিত করছে। এগুলোকে ঢাকার জন্য তারা সেচ প্রকল্প সম্প্রসারিত করছে। তিনি বলেন, তিস্তা নদীর পানি আমাদের ঐতিহাসিক অধিকার। নিম্নতম প্রবাহ অক্ষুণ্ন রেখে তারপর তারা পানি নিয়ে যেতে পারলে নিত। নিম্নতম প্রবাহ যেটা ২০১১ সালের চুক্তির মাধ্যমে আমাদের কাছে আসার কথা ছিল সেটা তো হয়নি। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এটা বোঝাতে হবে যে, নিম্নতম পানিপ্রবাহ রোধ করা আন্তর্জাতিক নিয়মবিরুদ্ধ, নৈতিকতাবিরুদ্ধ এবং দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার মতো ব্যাপার।

টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে জানানো হয়, গ্রীষ্মে তিস্তায় প্রায় ১০০ কিউমেক (কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড) পানি পাওয়া যায়। ভারত ও বাংলাদেশের কৃষিজমিতে সেচের জন্য প্রায় ১ হাজার ৬০০ কিউমেক পানি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন প্রায় ১ হাজার একর জমি সেচ বিভাগের কাছে হস্তান্তর করে। এই জমিতে তিস্তার বাম তীরে খাল খনন করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আরেকটি নদী জলঢাকার পানি প্রবাহের জন্যও খালগুলোকে সংযুক্ত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সেচ বিভাগের বরাতে টেলিগ্রাফ জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী তিস্তা ও জলঢাকা থেকে পানি তুলতে কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করা হবে। একইসঙ্গে তিস্তার বাম তীরে ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে আরেকটি খাল খনন করা হবে। টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন মতে, পানি সংকট নিরসনে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির অপেক্ষায় আছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ ২০ বছর পর তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের আওতায় নতুন খাল খননের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তাতে ঢাকার দুশ্চিন্তা আরও বাড়বে।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির কারণে নয়াদিল্লি ও ঢাকা তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি। একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেন, তিস্তা প্রকল্পের পরিধি বাড়িয়ে মমতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন এই নদী থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের পানি প্রয়োজন। শিলিগুড়ির নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ভূগোল বিভাগের একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার টেলিগ্রাফকে বলেন, এখন যেহেতু মমতার সরকার সেচ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে, তাই এটা স্পষ্ট- তিস্তার আরও বেশি পানি নতুন খালের মাধ্যমে প্রবাহিত হবে। এর অর্থ হলো, শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ আরও কম পানি পাবে।

জমজমাট অনলাইন জুয়া, উড়ছে কোটি কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক: অনলাইনে জমজমাট আসর বসছে জুয়ার। জুয়ায় বুঁদ হচ্ছে তরুণরা। অনলাইন জুয়া পরিচালনা হচ্ছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাইট থেকে। ফেসবুক-ইউটিউবে প্রচার করা হচ্ছে এসব সাইটের তথ্য। অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে উড়ছে কোটি কোটি টাকা। এই টাকার একটি অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। জুয়াড়ি চক্রের সদস্যরা মাঝে মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও বেশির ভাগই থাকছে অধরা।

টিকটকার প্রত্যয় হিরন স্কুলের গন্ডি পেরুলেও পরবর্তীতে আর পড়াশোনা করেননি। নিজের টিকটক ও ভিডিও কনটেন্টে জুয়া ও বেটিং সাইটের বিজ্ঞাপন প্রচারে জড়িয়ে পড়েন। প্রতি পর্বের জন্য ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিতেন টিকটকার প্রত্যয়। পরে সেই বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো টিকটক, ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

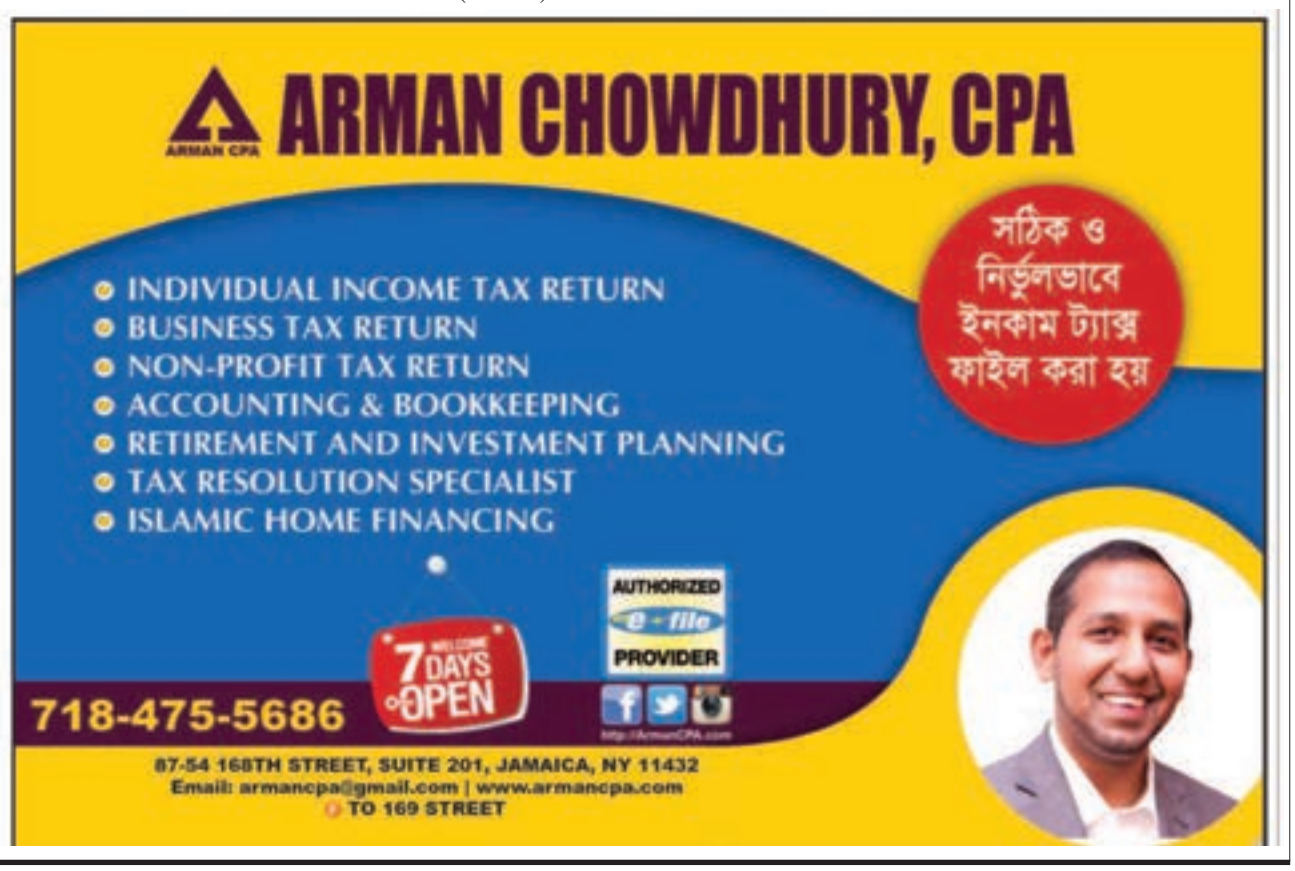
এসব কনটেন্টে হিরনের সঙ্গে অভিনয়ে থাকতেন রায়হান সরকার বিশাল। জুয়া ও বেটিং কোম্পানির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতেন চক্রের অন্যতম সদস্য আবদুল হামিদ।

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায়, চক্রের মূলহোতা হামিদ জুয়া ও বেটিং সাইটের এজেন্টদের বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে শুরুতে নিজেদের ইউটিউব আইডি দিয়ে প্রচারণা চালাতেন। কিন্তু তাদের আইডি থেকে সেভাবে ভিউ না হওয়ায় পরবর্তীতে কথিত টিকটকার-ইউটিউবারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের দিয়ে বিজ্ঞাপনসহ নানান প্রচারণা শুরু করেন। অনলাইন-ভিত্তিক অন্তত ৩টি জুয়া ও বেটিং সাইটের বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন প্রত্যয় ও তার সহযোগীরা। তাদের বয়স ২২ থেকে ২৪ এর মধ্যে। এই চক্রের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে জুয়াড়ি চক্রকে ধরতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, এই চক্রের মূল প্ল্যাটফরমের নাম 'দি আজাইরা লিমিটেড'। ইউটিউবে এই চ্যানেলের মূল নিয়ন্ত্রক প্রত্যয় হিরন। এসব প্ল্যাটফরমের জন্য 'ওয়েব সিরিজ' ধরনের কনটেন্ট তৈরি করতেন প্রত্যয় ও তার সহ-অভিনেতা বিশাল। তেমন একটি ওয়েব সিরিজ 'বদমাইশ পোলাপাইন সিজন-৪'। এই ওয়েব সিরিজে অভিনয়ের মাধ্যমে জুয়া ও বেটিং সাইটের প্রচারণা চালাতেন প্রত্যয় ও বিশাল। পাশাপাশি সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচার এবং কনটেন্টের 'ডেসক্রিপশন বক্স'-এ জুয়া ও বেটিং সাইটের লিঙ্ক প্রকাশের মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন প্রচার করতো এই চক্র।

গোয়েন্দা জিজ্ঞাসাবাদে প্রত্যয় তার ভুল বুঝতে পেরেছে মর্মে জবানবন্দি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন না। ২০২১ সালের ১০ই মে রাজধানীর খিলক্ষেত থানার নিকুঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যবহার করে ক্যাসিনো প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)। গত বছর খিলক্ষেত এলাকা থেকে অনলাইনে জুয়া পরিচালনাকারী বাংলাদেশের ২ মাস্টার এজেন্টসহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-সাইবারের ওয়েববেজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম ও অর্গানাইজ ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম।

অনলাইন জুয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ জানায়, অনলাইন জুয়ার একেকটি আলাদা বেটিং সাইট বা ওয়েবসাইট রয়েছে। এসব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রথমেই একজন ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। রেজিস্ট্রেশনের পরে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অঙ্কের একটি ব্যালেন্স যোগ করতে হয়। বিকাশ-রকেটসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট নম্বরে টাকা পাঠালে ব্যালেন্স যোগ হয়ে যায়। এড হওয়ার পরে সাইটগুলোতে বিভিন্ন ধরনের লটারি রয়েছে যেগুলোতে পছন্দ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট হোল্ডার খেলতে পারেন। এক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টধারী ব্যক্তি জিতলে অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স জমা হবে। আর হেরে গেলে টাকা চলে যাবে। আমাদের দেশে অনলাইন-অফলাইন সকল ধরনের জুয়ার ফরমেটই নিষিদ্ধ। অফলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য জুয়া নিরোধ আইনে এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রয়েছে।









কেন্দ্রীয় সদস্য হলেন গিয়াস, জিল্লু ও মিল্টন ভূইয়া

(শেষের পাতার পর)

ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন ভুইঁয়া), যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ্ব বাবর উদ্দীন, বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইঁয়া ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মোশাররফ হোসেন সবুজ। দলীয় চেয়ারপার্সনের গ্রীন সিগন্যাল পেয়েই এই ৬ নেতা লন্ডন যান। খবর ইউএনএ'র।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লন্ডনের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন নিয়ে ঐ ৬ নেতার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে তারেক রহমান সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সময়মতই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন করা হবে বলে আশ্বস্থ করেছেন।

এদিকে দলীয় চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন ভূইয়া)-কে বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করেছেন বলে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত দফতর সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স স্বাক্ষরিত পৃথক পৃথক দলীয় পত্রে জানানো হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত ২ মার্চ বৃহস্পতিবার তাদের মনোনয়ন চুড়ান্ত করেন বলে জানা গেছে। স্মারক নং: বিএনপি/সাধারণ/৭৭/১০/২০২৩ তারিখ: ০২ মার্চ ২০২৩, বিএনপি/সাধারণ/৭৭/১১/২০২৩ তারিখ: ০২ মার্চ ২০২৩ এবং বিএনপি/সাধারণ/৭৭/১২/২০২৩ তারিখ: ০২ মার্চ ২০২৩.

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু ও মিজানুর রহমান ভূইয়া-কে প্রদত্ত অভিন্ন এই পত্রে বলা হয়েছে: 'জনাব, শুভেচ্ছা রইল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান গঠনতন্ত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আপনাকে বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে মনোনীত করেছেন। তিনি আশা করেন যে, দলের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনি দলের সমর্থন, জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধিতে যথাসাধ্য অবদান রাখবেন।'

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি শীঘ্রই ঘোষণা হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে প্রবাসে দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যেই কমিটি ঘোষণার বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবন্দ সহ দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সহ নীতি-নির্ধারকমহল চিন্তা-ভাবনা করছেন। যার অংশ হিসেবে দলের তিন শীর্ষ নেতাকে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য পদে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। আর গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু ও মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিন্টন) কেন্দ্রে স্থান পাওয়ায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীতা নিয়ে নানা গুঞ্জণ শুরু হয়েছে। এতে সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক পদে দলের সাবেক সহ সভাপতি সামসুল ইসলাম মজনু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী আজম, আনোয়ারুল ইসলাম ও ফিরোজ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া প্রমুখ আগ্রহী বলে জানা গেছে। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক পদে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের বিদায়ী সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীও আগ্রহী বলে জানা গেছে।



চাকরিতে সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

(শেষের পাতার পর)

এই গায়ক। ভার্সেটিল গ্রুপের 'হ্যালো সুপারস্টার' (অ্যাপ)-এর 'কান্ট্রি হেড' পদে যোগ দিয়েছেন এই সংগীতশিল্পী। সম্প্রতি নিজেই জানিয়েছেন চাকরির বিষয়টি।

রোববার (৫ মার্চ) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের চাকরির বিষয়টি জানিয়ে আসিফ লেখেন, 'মার্চের এক তারিখ থেকেই আমার চাকরি জীবন শুরু হয়েছে। জীবনে প্রথম কোনো চাকরিতে যোগদান করলাম। আজ থেকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস শুরু করতে যাচ্ছি।'

চাকরি সম্পর্কে জানিয়ে গায়ক আরো লেখেন, 'চাকরির অফার এবং ধরন- দুটোই আমার পছন্দ হয়েছে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আরও একটি নতুন পালক যুক্ত হলো। আমি বেশ আনন্দ নিয়েই কাজে যোগদান করেছি।'

এই চাকরি মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি লেখেন, 'এই চাকরির মাধ্যমে দেশের জন্য, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ আমার আছে। আমার জন্য দোয়া করবেন।'

নব্বইয়ের দশকে আসিফের গায়কী জীবন শুরু হয়েছিল। 'ও প্রিয়া তুমি কোথায়' অ্যালবাম দিয়ে সুনামি তুলেছিলেন গোটা দেশে। ক্যাসেট বিক্রিতে রেকর্ড গড়েছিল তার এই অ্যালবামটি। সেই থেকে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন আসিফ। এবার পা বাড়ালেন নতুন জীবনে। এখন তিনি চাকরিজীবী। ভক্তদেরও উচ্ছাসের সীমা নেই প্রিয় তারকার এই সুসংবাদে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকলেই শুভেচ্ছায় ভাসাচ্ছেন গায়ককে।



চিত্রে শো টাইম মিউজিক আয়োজিত ফাগুন পিঠা উৎসব-২০২৩























Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী এখন কাতারে ঢাকায় টনি ব্লেয়ারের সাক্ষাৎ

ঢাকা ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার (৪ মার্চ) কাতারের রাজধানী দোহায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট (বিজি-৩২৫) স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা (বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে ৪টা) দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। কাতার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং কাতারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক মোটর শোভাযাত্রাসহকারে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি কাতারের রাজধানী দোহার উদ্দেশে যাত্রা করে।

প্রধানমন্ত্রী আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত কাতারে অবস্থান করবেন। সেখানে অবস্থানকালে দেশটির আমিরের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। জ্বালানি খাতে সহযোগিতাসহ দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পাবে। ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী কিউএনসিসিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় বক্তৃতা করবেন। পরে তিনি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে, বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল রেবেকা গ্রিনস্প্যান এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) মহাসচিব ডোরেন বোগদান-মার্টিনের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবেন।

যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ মহাসচিবকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান : সারা বিশ্বের মানুষের ভোগান্তির কথা তুলে ধরে দ্রুত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেসকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে (কিউএনসিসি) জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকে শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে বলেছেন। জাতিসংঘ মহাসচিবকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুদ্ধের ফলে আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে স্যাংশনের কারণে জিনিসপত্র ঠিকমতো না আসায় দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। এতে মানুষের অনেক কষ্ট হচ্ছে। দুনিয়াজুড়ে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ করা দরকার। শেখ হাসিনা বলেন, যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হলে দেশের জন্য, দশের জন্য মঙ্গল হবে। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার এক বছরের বেশি সময় ধরে চলমান এই যুদ্ধের কারণে যারা বেশি লাভবান হচ্ছেন, তাদের উচিত যুদ্ধে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই সব দেশকে সাহায্য করা।

শেখ হাসিনা-টনি ব্লেয়ার বৈঠক: শনিবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। তিনি (টনি ব্লেয়ার) টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জের নির্বাহী চেয়ারম্যান।

বৈঠকে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। প্রেস সচিব জানান, শেখ হাসিনা এবং টনি ব্লেয়ার উভয়েই বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন। এ সময় শেখ হাসিনা ভবিষ্যৎ বিশ্বের নেতা এবং সরকার হিসেবে তরুণ প্রজন্মকে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউটের মিশনের প্রশংসা করেন। টনি ব্লেয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে বৈঠকের কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁরা খেলাধূলা বিশেষ করে ক্রিকেট নিয়েও কথা বলেন। ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের এখন বাংলাদেশ সফরের বিষয়টিও আলোচনায় আসে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মাসুদ বিন মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com









মরহুম মোহাম্মদ হারুন মিয়া স্মরণে নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বসবাসককারী মরহুম মোহাম্মদ হারুন মিয়া স্মরণে নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পার্কচেষ্টারে পারিবারিক আয়োজনের এই দোয়া মাহফিলে কমিউনিটির বিশিষ্ট
ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন পার্কচেষ্টার মসজিদের ইমাম মওলানা জুবায়ের রশীদ। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কুলাউড়াবাসী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মরহুম মোহাম্মদ হারুন মিয়া সম্প্রতি স্বপরিবারে পবিত্র ওমরাহ হজ পালন শেষে বাংলাদেশে যান। সেখানে নিজ বাড়ী মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়নের নিজ গ্রামে আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার দুই পুত্র বদরুল ইসলাম মিন্টু ও ফরহাদুল ইসলাম লিটু নিউইয়র্কে বসাবাস করেন। আরো উল্লেখ্য, বদরুল ইসলাম মিন্টু কুলাউড়া এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সহ সাধারণ সম্পাদক।

এদিকে মোহাম্মদ হারুন মিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন কুলাউড়া এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, সহ সভাপতি মুরাদ চৌধুরী, ফারেক চৌধুরী, হারুনুর রশীদ তালুকদার, আব্দুর জব্বার সিদ্দিকী, সৈয়দ দুদু মিয়া, মো: মকবুল হোসেন, লুৎফর রহমান, এনাম খান ও টাইম টিভির অন্যতম পরিচারক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন
এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ক্ষমা ও সৌভাগ্যের রজনী শবেবরাত

(শেষের পাতার পর)

বলা হয়। শবেবরাতের আরবি 'লাইলাতুল বারাআত'। হাদিস শরিফে যাকে 'নিসফ শাবান' বা 'শাবান মাসের মধ্য রজনী' বলা হয়েছে। এ মর্যাদামন্ডিত রাত সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'হা-মিম! শপথ! উজ্জ্বল কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয়ই আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি।' (সুরা দুখান, আয়াত ১-৫)।

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনগণ বলেন, 'এখানে 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা বরকতময় রজনী বলে শাবান মাসে পূর্ণিমা রাতকেই বুঝানো হয়েছে। (তাফসিরে মাজহারি, রুহুল মাআনি ও রুহুল বায়ান)। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতি শফি (রহ.) তার তাফসিরে লিখেন- 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর ছাত্র ইকরিমাসহ কয়েকজন তাফসিরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, সুরা দুখান-এর দ্বিতীয় আয়াতে বরকতের রাত বলে শবেবরাতকে বোঝানো হয়েছে।' (মাআরিফুল কোরআন।)

শবেবরাতের ফজিলত সম্পর্কে একাধিক সহি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন 'অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি রহমতের নজরে তাকান। অতঃপর মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর ৬৬৪২।)

এ ছাড়া শবেবরাতের আমল সম্পর্কে 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে ইমাম বায়হাকি (রহ.) দারুণ একটি হাদিস বর্ণনা করেন। হজরত আলা ইবনুল হারিছ (রহ.) থেকে বর্ণিত, হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রসুলুল্লাহ (সা.) রাতে নামাজে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে, আল্লাহর রসুল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রসুলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি না। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। রসুলুল্লাহ বললেন, 'এটা হলো অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত।) আল্লাহতায়ালা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন, ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' (শুআবুল ঈমান।) এ হাদিস প্রমাণ করে শবেবরাতের রাতে দীর্ঘ নফল নামাজ পড়া রসুল (সা.) এর পছন্দনীয় আমল। আর তিরিমিজি শরিফে হজরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা ১৫ শাবানের রাতে নামাজে দাঁড়াও এবং দিনে রোজা রাখ।' বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, এ রাতে রসুল (সা.) কবর জিয়ারতও করতেন। কেউ কেউ শবেবরাতের ফজিলত মানতে চান না। অথচ শবেবরাতের ফজিলত সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, '১৫ শাবানের রাতের ফজিলত সম্পর্কে একাধিক 'মারফু' হাদিস ও 'আসারে সাহাবা' বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দিয়ে ওই রাতের ফজিলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সালফে সালেহিনের বড় একটা অংশ এ রাতের নফল নামাজের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। আর শাবানের রোজার ব্যাপারে তো সহিহ হাদিসগুলোই রয়েছে।' ইমাম আহমাদ (রহ.) এর মতও তাই। কেননা এর ফজিলত সম্পর্কে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সাহাবি ও তাবেয়িদের বক্তব্য বিদ্যমান আছে; যেগুলো 'সুনান' ও 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলিত হাদিসের কিতাবে এমনকি কতক 'সহিহ' শিরোনামের কিতাবেও যেমন সহিহ ইবনে খুজাইমা ও সহিহ ইবনে হিব্বান কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে রজব (রহ.) তাঁর 'লাতায়েফুল মাআরেফ কিতাবে শবেবরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন, 'একজন মুমিন বান্দার উচিত, এ রাতে জিকির ও দোয়ার জন্য পুরোপুরি অবসর হওয়া। প্রথমে খাঁটি মনে তওবা করবে; এরপর মাগফেরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আপদ-বিপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করবে এবং নফল নামাজ পড়বে। সবসময় সেসব গুনাহ থেকে বিরত থাকবে যেগুলো ওই রাতের বিশেষ ফজিলত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। যেমন শিরক, হত্যা, জিনা, হিংসা ইত্যাদি।' আল্লাহতায়ালা আমাদের বোঝার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুফাসসির সোসাইটি, পীর সাহেব, আউলিয়ানগর

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.

Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.

Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং
ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে
ড্রাইভিং শিখার জন্য
যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

ওজন পার্কে ১০৪ অক্সফোর্ড এভিনিউ A ট্রেন সাবওয়ের কাছে ৩ বেডরুমের প্রাইভেট হাউস ভাড়া হবে ১ লা মার্চ থেকে। যোগাযোগ:
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা)
ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুমমেট আবশ্যক

ওজন পার্ক ১০২ স্ট্রিট ১ লা মার্চ থেকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে অথবা পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। এক বকের মধ্যে A ট্রেন + বাস আছে। যোগাযোগ :
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউর এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরত্বে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
মা-০৬/২৭

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

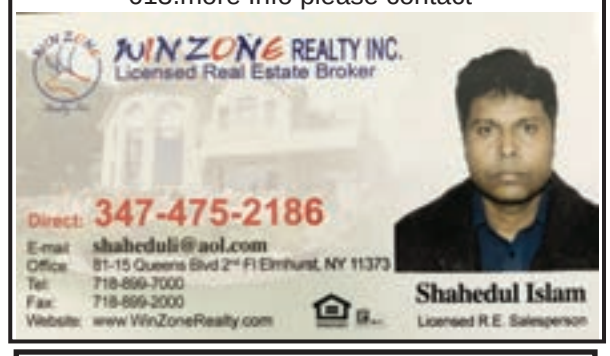
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



বাংলাদেশী ব্যবসায়ীসহ নিহত ২

(শেষের পাতার পর)

পশ্চিমে হাইওয়ের একটি অংশে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সিবিসি নিউজের সাংবাদিক মাহবুব ওসমানী জানান, নিহত মহসিন মুন্সি মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার শি-মুলিয়ার সন্তান এবং পিটারবোরোতে তিনি একটি নতুন ফার্ম দিয়েছিলেন। তবে অপর নিহত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

তিনি জানান, শুক্রবার (৩ মার্চ) থেকে টরন্টোতে চলছে মুষলধারে তুষারপাত হচ্ছিল। এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় শনিবার সকালে উক্ত স্থানে বিপরীতদিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ব্যবসায়ী মহসিন মুন্সির পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে তিন যাত্রীর মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং হাসাপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় একজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত ব্যবসায়ী মহসিন মুন্সি ২০১৭ সালে টরন্টো আসেন এবং তার স্ত্রী ও সাত বছর বয়সের কন্যা সন্তান বাংলাদেশে রয়েছেন। তারা স্পনসরশিপে টরন্টো আসার অপেক্ষায় ছিলেন।

উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি কানাডায় এক সড়ক দূর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নিহত এবং একজন আহত হন।

কোরিয়া ব্যান্ড 'এ্যাটমী প্রোডাক্টস' এখন বাংলাদেশে

(শেষের পাতার পর)

আরএস টেকনোলজি'র সিইও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান (সেলস মাষ্টার) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা করেন। এতে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী রোববার জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট পার্টি সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জর্জিয়াস্থ এ্যাটমী প্যারাগন সেন্টারের এ্যাটমী ডাইমন্ড মাস্টার কং কে পার্ক, সেলস মাস্টার মোহাম্মদ আলী এবং কোরিয়া থেকে স্টার মাস্টার জিন ইয়াই যোগ দেন। সভায় এ্যাটমী প্রোডাক্টস-এর গুণগত মান, গ্লোবাল পলিসি, বিজনেস অপরচুনিটি, কনজ্যুমার স্বার্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমন্টে ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক (সাঈদ), সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়, জনপ্রিয় ইউটিউবার ফাতেমা প্রিসিলা, শোট-াইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম, এবিসিএইচ গ্রুপ-এর এডমিন তরিকুল ইসলাম মিঠু, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপিকা মমতাজ শাহনাজ ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমীন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নূরুজ্জামান সরদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুস সোবহান বলেন, বাংলাদেশে এ্যাটমী ব্যবসা শুরু করায় সেখানে শিক্ষিত বেকারদের কাজ ও ব্যবসা করার সুযোগ তৈরী হবে, অর্থনীতি উন্নত হবে। তিনি বাংলাদেশ থেকে সী ফুড রপ্তানির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সামুদ্রিক যে সকল মাছ আমরা খাই না, সেই সব মাছ এ্যাটমী ক্রয় করে পৃথিবীর নানা দেশে বিক্রি করতে পারে, তাতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে।

ফাতেমা প্রিসিলা বলেন, তিনি এ্যাটমী'র বিভিন্ন প্রোডাক্ট গত ৪/৫ বৎসর ধরে ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে এ্যাটমী নুডুলস, টুথপেস্ট, স্কীন কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, এ্যাটমী প্রোডাক্ট ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের মানুষ একটি ভাল মানের প্রোডাক্ট ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানে সামাজিক কার্যক্রম ও নতুন প্রজন্মকে ভাল কাজে উৎসাহিত করার জন্য প্রিসিলাকে এ্যাটমী প্যারাগন সেন্টারের পক্ষ থেকে 'অ্যাি-প্রসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান অনুস্মরনিকা

(শেষের পাতার পর)

হবে ১৮ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কুইন্স থিয়েটারে।

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সংগ্রহ অভিযানের শেষ দিন ১৯ মার্চ রোববার।

লক্ষীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ'র নির্বাচন ৩০ এপ্রিল রোববার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা উডসাইডের মুন সুপার মার্কেট এন্ড গ্রীলে (৬৯-১১ উডসাইড এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)।

রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদ ইউএসএ'র আয়োজনে উত্তর আমেরিকায় প্রথম দ্বি-বার্ষিক রবীন্দ্র উৎসব ০৬ ও ০৭ মে, শনি ও রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে।

বাংলাদেশ নটরডেম এলামনাই নর্থ আমেরিকা'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৭ অক্টোবর শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক হয়েছেন ৯ হাজার বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

অনুযায়ী, ইইউর বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া মোট আট হাজার ৯০০ বাংলাদেশীর মধ্যে শতকরা ৫৭ দশমিক চার ভাগ ভূমধ্যসাগর তীরের দেশ ইটালির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া দশ দশমিক দুই ভাগ পেয়েছেন স্পেনের নাগরিকত্ব। আট দশমিক আট ভাগ পর্তুগালের এবং আট দশমিক দুই ভাগ ফ্রান্সের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। বাকিরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জোটভুক্ত অন্যান্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মরক্কো। উত্তর আফ্রিকার এই দেশটির মোট ৮৬ হাজার ১০০ জন ২০২১ সালে ইইউর বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সিরিয়া।

তাছাড়া দশ দশমিক দুই ভাগ পেয়েছেন স্পেনের নাগরিকত্ব।তাছাড়া দশ দশমিক দুই ভাগ পেয়েছেন স্পেনের নাগরিকত্ব। দেশটির মোট ৮৩ হাজার ৫০০ জন ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বলকান রাষ্ট্র আলবেনিয়া। এই দেশটির মোট ৩২ হাজার ৩০০ জন ২০২১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

তালিকায় দশম অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। দেশটির মোট ১৬ হাজার হাজার ৬০০ জন ২০২১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। ঠিক তার পরেই, অর্থাৎ ১১তম স্থানে ভারতের অবস্থান। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটির মোট ১৬ হাজার ২০০ জন ২০২১ সালে জোটভুক্ত দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বলকান রাষ্ট্র আলবেনিয়া। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বলকান রাষ্ট্র আলবেনিয়া।

ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ সালে ইইউর দেশগুলোতে মোট নাগরিকত্ব পাওয়ার বিদেশিদের সংখ্যা তার আগের বছরের তুলনায় অর্থাৎ ২০২০ সালের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ বেশি। সেই হিসেব অনুসারে, ২০২১ সালে ইইউর দেশগুলোর দেওয়া মোট নাগরিকত্বের সংখ্যা ২০২০ সালে তুলনায় ৯৮ হাজার ৩০০জন বেশি।

এই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে দেশগুলোর নাগরিকত্ব প্রদানের সংখ্যা তুলনামূলক বেড়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া। তবে সব দেশই যে ২০২১ সালে তার আগের বছরের তুলনায় বেশি সংখ্যক নাগরিকত্ব প্রদান করেছে বিষয়টি এমন নয়।

২০২১ সালে ইইউর দেশগুলোর দেওয়া মোট নাগরিকত্বের সংখ্যা ২০২০ সালে তুলনায় ৯৮ হাজার ৩০০জন বেশি। ২০২১ সালে ইইউর দেশগুলোর দেওয়া মোট নাগরিকত্বের সংখ্যা ২০২০ সালে তুলনায় ৯৮ হাজার ৩০০জন বেশি।

কোনো কোনো দেশ ২০২১ সালে তার আগের বছরের চেয়ে কম সংখ্যক বিদেশিকে নাগরিকত্ব প্রদান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইটালি, পর্তুগাল, গ্রিস, ফিনল্যান্ড ও সাইপ্রাস।









বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সাথে কংগ্রেস সদস্য ইলহান

(শেষের পাতার পর)

সেখানেই প্রতিবাদ জানাতে হবে। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে কথা বলায় আমি বিশেষ একটি মহলের রোষানলে পড়েছি। এ অবস্থায় থামলে চলবে না। যে কোন ধর্ম-বর্ণের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ হলে ধর্মপ্রাণ প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিবাদে সরব হওয়া।

'বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি লিডারস ফর কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমর' ব্যানারে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার লং আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদের বাসভবনে আয়োজিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাট ইলহান ওমরের জন্যে তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক ডা. মজিবর রহমান মজুমদার ছাড়াও উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ডা. আতাউল গনি ওসমানী, মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, ফাহাদ সোলায়মান, মাজেদা এ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ওটিটিতে সাকিব আল

(শেষের পাতার পর)

শচীন টেন্ডুলকার, এম এস ধোনির নাম। আলোচনা চলছে সৌরভ গাঙ্গুলী বায়োপিক নির্মাণ নিয়েও।

তবে বাংলাদেশে ক্রিকেটাদের জীবনী নিয়ে এখনো নির্মাণ হয়নি কোনো সিনেমা। শোনা যাচ্ছে, দেশসেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে বায়োপিক নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে দেশের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। সাকিবের ঘনিষ্ঠজনরা এ তথ্য জানিয়েছে গণমাধ্যমকে।

জানা গেছে, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি থেকে এমন প্রস্তাব পেয়েছেন সাকিব। তবে সেটি বায়োপিক নাকি ডকুমেন্টারি সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যদিও এ প্রসঙ্গে চরকি এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেয়নি।

এর আগে ২০২১ সালেও নিজের বায়োপিক আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। ক্রিকফ্রেনজি লাইভে এ কথা জানিয়েছিলেন তিনি। তবে করোনা মহামারির কারণে বায়োপিকের কাজ স্থগিত করা হয়েছেও বলে জানিয়েছিলেন দেশসেরা এই ক্রিকেট তারকা। বলেছিলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই আবার শুরু করবেন বায়োপিকের কাজ।

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে

(শেষের পাতার পর)

কোনো দামি খাবারও খেতে হবে না। প্রতিদিন যেসব খাবার খান, সেগুলোর মধ্যেই মিলবে ক্যালসিয়াম। তবে তার আগে জানা জরুরি কোন খাবারগুলোতে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। চলুন জেনে নেয়া যাক-

টক দই: দিনে এক বাটি টক দই খাওয়ার অভ্যাস করতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। এর অন্যতম কারণ হলো ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস এই টক দই। সেই সাথে এতে থাকে প্রচুর প্রোটিনও। নিয়মিত টক দই খেলে তা হার্টের সমস্যা ও ডায়াবেটিস দূরে রাখে। সেই সাথে কমে ওজনও। এক বাটি টক দইয়ে প্রতিদিনের চাহিদার প্রায় ২৩ শতাংশ ক্যালসিয়াম থাকে। এতে আরো থাকে ভিটামিন বি২, বি১২, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস।

দুধ ও চিজ: দুধ পান করার অনেক উপকারিতা। তার মধ্যে একটি হলো, এতে থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম। দুধে আরো থাকে প্রোটিন, ভিটামিন এ, ডি। এক কাপ গরুর দুধে ২৭৬-৩৫২ মি-লিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এ দিকে চিজ থেকে প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম দু'টিই পাওয়া যায় যেহেতু এটি দুধ দিয়েই তৈরি। এতে ৩৩১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় প্রতি আউন্স চিজে।

কাঠবাদাম : কাঠবাদামে থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম। পুষ্টিবিদরা বলেন, ১০০ গ্রাম কাঠবাদামে থাকে প্রায় ২৬৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাই নিয়মিত কাঠবাদাম খেলে তা শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে। তবে খুব বেশি খাবেন না। প্রতিদিন কয়েকটি কাঠবাদামই যথেষ্ট।

সাইট্রাস জাতীয় ফল : কমলা, মাল্টা কিংবা লেবুর মতো ফলে থাকে সাইট্রিক এসিড ও ভিটামিন সি, যা শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দ্রুত মেটাতে সাহায্য করে। তাই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে নিয়মিত এ ধরনের ফল খাওয়ার অভ্যাস করুন।

ব্রকোলি: সবুজ রঙের সবজি ব্রকোলি। দেশী সবজি না হলেও এখন পর্যাপ্ত চাষ হচ্ছে আমাদের দেশে। দামও নাগালের মধ্যে। এই সবজিতে থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামে ভরপুর এই সবজি শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে।

সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজি খাওয়ার অনেকগুলো উপক-ারিতার মধ্যে একটি হলো, এতে থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম। সেই সাথে থাকে প্রোটিন এবং অন্যান্য জরুরি পুষ্টি।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 6 //

লোহার বেড়া ভাঙল কুমির

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি পরিসর। মোটা লোহার শিক দিয়ে তৈরি সেই বেড়া। হঠাৎই সেই বেড়ার কাছে হাজির হলো বিশালাকার একটি কুমির। চলার পথে লোহার বেড়া বাধা হয়ে দাঁড়ানোয়, নিজের শক্তি প্রয়োগ করল সেই কুমির। লোহার শিকের ফাঁকে মাথা গলিয়ে জোরে চাপ দিতেই বেঁকে গেল। তারপর আরো একটু শক্তি প্রয়োগ করতেই পর পর কয়েকটি শিক বেঁকে যায়। আর শরীর গলিয়ে নেয়ার মতো যথেষ্ট ফাঁকও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই ফাঁক গলে অনায়াসে বেরিয়ে যায় কুমিরটি। লোহার বেড়া ভেঙে কুমিরের পালানোর সেই দৃশ্য প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন। রেক্স চ্যাপম্যান নামে এক টুইটার গ্রাহক ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। টুইটারে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনাটি আমেরিকার ফ্লোরিডার। লোহার বেড়া ভেঙে কুমিরের এমন পালানোর দৃশ্য আগে প্রকাশ্যে আসেনি। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই নেটাগরিকরা আঁতকে উঠেছেন।









একুশ ঘিরে 'সাহিত্য একাডেমি'র মাসিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়ক'র মাসিক সাহিত্য আসর জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আসরটি দুটি পর্বে সাজানো ছিল। প্রথম পর্বের শুরুতেই একুশে ফেব্রুয়ারীর সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখক ও প্রাবন্ধিক এবিএম সালেউদ্দিন-এর সঞ্চালনায় বাঙালীর চিরায়ত বিষয় অমর একুশের ওপর আলোকপাত করেন সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক ও লেখক-সাংবাদিক মনজুর আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, লেখক ও প্রাবন্ধিক ড. আবেদীন কাদের এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক কবি তমিজ উদদীন লোদী, অধ্যাপক হুসনে আরা বেগম।

সাংবাদিক মনজুর আহমদ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ১৯৫২ সম্পর্কে বলেন, আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আন্দোলন বুঝি না, রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু দেখতাম, মিছিল বের হচ্ছে। না বুঝেই মিছিলে শরীক হয়ে যাই। সেই থেকেই শেখার শুরু- ভাষা আন্দোলন কী, রাজনীতি কী, জনগণের অধিকার কী? বুঝতে পারি, ভাষা আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন, যা বাঙালী সমাজকে একটি ধাক্কায় অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে এই আন্দোলনের একটা বিরাট অবদান রয়ে গেছে। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পৃথিবী জুড়ে যে প্রভাব পড়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে মানবজাতির চিন্তা-চেতনায় শিল্প-সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রে যে অগ্রগতি; তা অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের ভাষা আন্দোলনেরও এমন একটি অবদান আমাদের সমাজে বিদ্যমান। শেষে তিনি তার লেখা কবিতা পড়ে শোনান।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, পাঞ্জাব প্রভাবিত পাকিস্তানী শাসকবর্গের সেই রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যেদিয়ে ১৯৫২ সালে ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ মানুষ বুক পেতে দিয়েছিল পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠীর পুলিশ ও মিলিটারির সামনে। কোনো দাবীই আমরা বিনা রক্তপাতে বিনা আন্দোলনে অর্জন করতে পারিনি। একুশের শিক্ষা আমাদের সঙ্গে আছে। কোনো দুর্বৃত্তরাই আমাদের দমন করতে পারবে না।

কবি তমিজ উদদীন লোদী বলেন, ৫২-তে বিস্ফোরণ ঘটার সূত্রপাতটি হয়েছিল ৪৭ এর দেশ বিভাগের সাথে সাথে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রথম প্রস্তাব রেখেছিলেন। পরবর্তীতে জিন্নাহ এটিকে গ্রহণ করেন। পাকিস্তান হবার সাথে সাথে মুদ্রায়, পোস্ট কার্ডে এবং রেলওয়ের টিকেটগুলোতে ইংরেজী ও উর্দু সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। তৎকালীন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঘোষণা দিয়েছিল, এখন থেকে এটিই বহাল থাকবে। সূত্রপাতটা মূলত সেখান থেকেই। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারী এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এদেশে আমরা আছি, বুক ভরে যায়, যখন শুনি এখানকার অনেক কিছুতেই বাংলা ভাষাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি ভাষাই সময়ের বিবর্তনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। ইংরেজি ভাষার এতবেশি গ্রহণযোগ্যতা থাকার পরও ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষার কিছুকিছু শব্দ তারা অকেজো করে দিচ্ছে এবং নতুন শব্দকে সেখানে প্রতিস্থাপিত করছে। বাংলা ভাষাও তার বাইরে নয়। বুকের রক্ত ঢেলে পাওয়া এই ভাষাটিকে আমাদের লালন করে যেতে হবে।

আলোচনা, আবৃত্তি এবং স্বরচিত পাঠের জন্য দ্বিতীয় পর্বের পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। এ পর্বে আবৃত্তি করেন ভাষার মাসে আমন্ত্রিত নতুন প্রজন্মের কচিপ্রাণ আহনাফ ও আশফিয়া। এছাড়াও আবৃত্তি করেন পারভীন সুলতানা, নাসিমা আক্তার ও নাসরিন শাহ-ানা।

স্বরচিত কবিতাপাঠে অংশগ্রহণ করেন, তাহমিনা খান, সুমন শামসুদ্দিন, মৃদুল আহমেদ, সুলতানা ফেরদৌসী, সৈয়দ মা-মুনুর রশীদ, মিয়া আছকির, সৈয়দ আহমেদ জুয়েদ এবং বেনজির শিকদার।

ড. আবেদীন কাদের বলেন, নিউইয়র্ক শহরে যেখানে বেঁচে থাকাটাই কঠিন সেখানে জীবন চালিয়ে সাহিত্য করা সহজ নয়; ভীষণ, ভীষণ কঠিন। সাহিত্য একাডেমিতে আসি কবিতা শুনি ভালো লাগে। লেখালেখির উন্নতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বেশকিছু নারী লেখক খুব ভালো গল্প লিখছেন। আশা করি ঢাকা এবং নিউইয়র্ক থেকে সামনের দিনগুলোতে বেশ ভালো কিছু হবে।

অধ্যাপক হুসনে আরা বেগম বলেন, আজ আমরা বিশ্ববাঙালী। প্রতি ১৪ দিনে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের এখন করনীয় কী সেটাও মাথায় রাখতে হবে। ছোটো ছোটো ভাষা হারিয়ে যাক সেটা হতে দিতে পারি না। ভাষাই জীবন, ভাষাই গতি। এছাড়াও আসরে বক্তব্য রাখেন নীরা কাদরী, মনিজা রহমান ও সাইদা উদিতা।

সমাপনী বক্তব্যে লেখক ফেরদৌস সাজেদীন ঢাকায় অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের মাথায়, শিরে আমরা ভাষার মুকুট পরে আছি। সেই মুকুটকে কেন্দ্র করে অনেক কবি-লেখকই বাংলাদেশে চলে গেছেন। আজ তাদের এখানে দেখছি না। দেশে তারা পুরনো লেখকদের সাথে আলাপচারিতায় মত্ত হচ্ছেন এবং আরও নতুন কিছু দেবার সম্ভাবনা তৈরি করছেন। একুশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে ভাষার শ্বাস আমাদের বাঁচার আশ তা নিয়ে সারা জীবন কথা বললেও শেষ হবার নয়। একুশের কারণেই আজ আমরা এখানে আসতে পেরেছি। আমরা বাঁচি বাংলা ভাষায়। যখন দেশান্তরী হই তখনও ভাষাকে বহন করি। পৃথিবীতে আর কোনো জাতি আছে কি যারা এত অল্প সময়ে এত লালিত্যে, এত বৈচিত্র্যতায় জীবনের সঙ্গে ভাষাকে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছে? কাজেই ভাষাকে আমরা যেন কখনো শাসন করতে না যাই। ভাষাকে যত্নে রাখতে হবে। এবারের সাহিত্য আসরে অন্যান্যদের মধ্যে কাজী আতীক, মিশুক সেলিম, রাহাত কাজী শিউলি, স্বপ্ন কুমার, লুৎফা শাহ-ানা, নীলিমা বেগম, আমজাদ হোসেন, জাহেদ শরীফ, ভায়লা সেলিনা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে পরবর্তী আসরে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন মোশাররফ হোসেন।



নিউইয়র্ক সিটির 'এমবিই সার্টিফিকেশন' পেলো খলিল বিরিয়ানী হাউস



নিউইয়র্ক: প্রবাসের বহুল পরিচিত খলিল বিরিয়ানী হাউস নিউইয়র্ক সিটির এমবিই (Minority-Owned Business Enterprise (MBE) Certification) সার্টিফিকেশন লাভ করেছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্ক সিটি, স্টেট ও ফেডারেল সহ বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে তাদের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে পারবে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সিটি মেয়র এরিক এডাম স্বাক্ষরিত এক পত্রে সিটির এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, সিটির সকল শর্ত পুরন করার প্রেক্ষিতে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম এখন থেকে নিউইয়র্ক সিটির অন লাইন ডাইরেক্টরীতে স্থান পাবে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারী, বেসরকারী এবং কর্পোরেট লেভেল সহ বিভিন্ন জাতি পেশার ক্রেতাদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের খাদ্য সামগ্রীর খবর সহজে পৌছে যাবে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্বাধিকারী, নিউইয়র্কের ঐতিহাবাহী কুলিনারী ইন্সটিটিউট থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শেফ খলিলুর রহমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অ্যাওয়ার্ড এবং বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভানের সাথে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম-এর বৈঠক

শহীদ মিনার স্থাপনসহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোকপাত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডোনোভান রিচার্ডস এবং কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের মধ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪ টায় নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কনসাল জেনারেল ও বরো প্রেসিডেন্টের মধ্যেকার উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বাংলাদেশ কমিউনিটির কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং নিউইয়র্কের উপযুক্ত স্থানে শহীদ মিনার স্থাপনসহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

কনসাল জেনারেল ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। বাংলা ভাষাকে নিউইয়র্কে আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার ও প্রসারের বিষয়ে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কনসাল জেনারেল। প্রসঙ্গক্রমে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ইতিমধ্যে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আজ যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে কনসাল জেনারেল বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক মহল দ্বারা প্রশংসিত। এসময় বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে ড. ইসলাম যোগ করেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু যে একটি মজবুত অবস্থানে রয়েছে তাই নয়, বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত ও সমাদৃত। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা ও অবদানের কথা তুলে ধরেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রবাসীদের গৃহিত নানামূখী উদ্যোগ ও কর্মসূচীর বর্ণনা করেন; যা দু'দেশের জনগণের মধ্যেকার যোগসূত্র ও বোঝাপোড়াকে আরো সুদৃঢ় করছে বলে কনসাল জেনারেল অভিমত ব্যক্ত করেন।

বরো প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের উচ্চকিত প্রশংসা করে বরো প্রেসিডেন্ট কমিউনিটির কল্যাণে আগামী দিনগুলিতে কনস্যুলেটের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কুইন্স বরো অফিস ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের মধ্যেকার চলমান সহযোগিতা উত্তরোত্তর মজবুত ও গভীর হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শহীদ মিনার নির্মানে ধারণাগত সুবিধা ও সহযোগিতার জন্য কনসাল জেনারেল কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টকে শহিদ মিনারের একটি ডিজাইন ও একটি শুভেচ্ছা স্মারক শহীদ মিনার উপহার দেন।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার জন্য কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট কনসাল জেনারেলসহ সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA

বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য হলেন গিয়াস, জিল্লু ও মিল্টন ভূইয়া



লন্ডনে তারেক রহমানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে কমিটি বিহীন দলীয় নেতা-কর্মীদের দ্বিধা-বিভক্তি দূর করে আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে প্রবাসে দলকে শক্তিশালী করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই লক্ষ্যে লন্ডনে অবস্থানরত দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারমান তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির শীর্ষ স্থানীয় ৬জন নেতার সাথে বুধবার (১ মার্চ) বৈঠক করেছেন। এরা হলেন- যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহস-ভাপতি ও সাবেক কেন্দ্রীয় আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

কোরিয়া ব্যান্ড 'এ্যাটমী প্রোডাক্টস' এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোরিয়া ব্যান্ড 'এ্যাটমী প্রোডাক্টস' বাংলাদেশে বাজারজাত করা উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে মতবিনিময় সভা হয়েছে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

রোববার থেকে ডে লাইট সেভিং শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ১২ মার্চ রোববার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে ডে লাইট সেভিং টাইম (সময়)। ফলে ১১ মার্চ শনিবার দিবাগত রাত থেকে ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ শনিবার মধ্যরাত ১২টার সময় ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা এগিয়ে রাত ১টায় রাখতে হবে। এই ডে লাইট সেভিং টাইম কার্যকর থাকবে আগামী ৫ নভেম্বর রোববার পর্যন্ত।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা' শুরু ১৪ জুলাই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত ৩২তম 'নি-উইয়র্ক বাংলা বইমেলা' নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের মেলা হবে চার দিনব্যাপী। আগামী ১৪ জুলাই বইমেলা শুরু হয়ে চলবে ১৭ জুলাই পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকে (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরনিকা

বাংলা সংস্কৃতি কেন্দ্র-এর উদ্যোগে ডা. হুমায়ুন কবীরের লেখা এবং তৌকির আহমেদেও নির্দেশনায় নাটক 'তীর্থযাত্রী' পরিবেশিত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪পাতায়)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক হয়েছেন ৯ হাজার বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২১ সালে আট হাজার নয়শ বাংলাদেশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) এর বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে ইউনিয়নের দেশগুলোতে মোট আট লাখ ২৭ হাজার বিদেশিকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইউরোস্ট্যাটের পরিসংখ্যান অনু-যায়ী, ২০২১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষদের মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান ২১তম। ইউরোস্ট্যাট জানায়, বাংলাদেশীদের অর্ধেকেরও বেশি ২০২১ সালে ইটালির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। পরিসংখ্যান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

আবার কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীসহ নিহত ২

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আবার কানাডার টরন্টোতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৫ বছর বয়সী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীসহ দুজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। অন্টারিও প্রভিন্সিয়াল পুলিশের (ওপিপি) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় সময় শনিবার (৪ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে কাউন্টি রোড ৫০-এর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের চলমান সংকট নিরসনের উদ্যোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'ভবন ক্রয়'-কে কেন্দ্র করে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার চলমান সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংগঠনের সাবেক ছয় সাধারণ সম্পাদক এই উদ্যোগ নিয়েছেন। সাবেক সাধারণ সম্পাদকরা হলেন যথাক্রমে জুনেদ এ খান, মিসবাহ মজিদ, আতাউর রহমান (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)



ক্ষমা ও সৌভাগ্যের রজনী শবেবরাত

মাওলানা সেলিম হোসাইন আজাদী

শবেবরাত দুটি ফারসি শব্দ থেকে এসেছে। 'শব' মানে রাত, 'বরাত' মানে মুক্তি। শবেবরাত অর্থ মুক্তির রাত। শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে 'শবেবরাত' (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

খেলার খবর

ওটিটিতে সাকিব আল হাসানের 'বায়োপিক'?

বিনোদন ডেস্ক: ক্রিকেটারদের জীবনী নিয়ে নিয়মিত সিনেমা তৈরি হচ্ছে বলিউডে। এরই মধ্যে সেই তালিকায় যোগ হয়েছে কপিল দেব, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে ভুগতে হতে পারে নানা ধরনের অসুখে। তাই সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খাওয়া জরুরি। সে জন্য আলাদা(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

চাকরিতে সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

বিনোদন ডেস্ক: জীবনের প্রথমবারের মতো কোনো চাকরি করতে যাচ্ছেন দেশের জন-প্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। ক্যারিয়ার জীবনের নতুন এই অধ্যায় নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সাথে কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের মতবিনিময়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইউএস কংগ্রেসের আলোচিত সদস্য ইলহান ওমর প্রবাসী বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সাথে মতবিনিময়কালে বলেছেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে। যেখানে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটবে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com